NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

ফ্রিজ করা হলো তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক ও নাম। আসন্ন বিধানসভার উপনির্বাচনে দাবিদার দু'দলের কেউই এই নাম বা প্রতীক ব্যবহার করতে পারবেন না। আজ মিলতে পারে নতুন প্রতীক ও নাম।

৩ শর্তের ঘেরাটোপে শ্রীরামপুরে মমতার সভায় সবুজ সংকেত হাইকোর্টের

পুজোর মুখে জোড়া অক্ষরেখা ও নিম্নচাপের খাঁড়া ৩

কলকাতা ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ৩১ ভাদ্র ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ৯৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.09.2026, Vol.20, Issue No. 99, 8 Pages, Price 3.00

জালে মাও নেতা আকাশ

‘লাল সন্ত্রাস বরদাস্ত নয়’

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাওবাদী নেতা অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশ গ্রেপ্তার হওয়ার পর রাজ্যে ‘লাল সন্ত্রাস’ নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থেকে সিপিআই (মাওবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি-১-এর সম্পাদক আকাশকে গ্রেপ্তার করার জন্য কলকাতা পুলিশের এসটিএফকে অভিনন্দন জানান তিনি। বৃহস্পতিবার নিজের সমাজমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের সীমানার মধ্যে মাওবাদী নেটওয়ার্ক ফের সক্রিয় করার কোনও চেষ্টা সরকার মেনে নেবে না।

মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরের লালট এলাকা থেকে সিপিআই (মাওবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি-১-এর সম্পাদক অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশকে সফলভাবে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করার জন্য আমি কলকাতা পুলিশ-এর এসটিএফ-এর আধিকারিক ও কর্মীদের প্রশংসা করছি।’

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, দীর্ঘ ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন রাজ্যের সীমান্তবর্তী বনাঞ্চলে আত্মগোপন করে ছিলেন আকাশ। প্রযুক্তিগত গোয়েন্দা তথ্যের সাহায্যে তাঁর অবস্থান চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান তিনি। এই গ্রেপ্তারকে পুলিশের কাজের সাফল্য হিসাবেই দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ‘বিভিন্ন রাজ্যের সীমান্তবর্তী বনাঞ্চল জুড়ে দীর্ঘ ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজর এড়িয়ে চলা এই ব্যক্তিকে প্রযুক্তিগত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা আমাদের পুলিশ বাহিনীর অসাধারণ কর্মদক্ষতারই প্রমাণ। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, রাজ্যের সীমানার মধ্যে ‘লাল সন্ত্রাস’-এর নেটওয়ার্ক পুনরুজ্জীবিত বা সম্প্রসারিত করার কোনও প্রচেষ্টাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বরদাস্ত করবে না।’ একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং রাজ্যের উন্নয়ন যাতে চরমপন্থী কার্যকলাপের কারণে ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে সরকারের অবস্থানও বৃহস্পতিবার স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন ও তাঁর প্রশাসনিক কর্মজীবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাজে কদমতলা ঘাটে হাজার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতনরাম মাঝি, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শোভা করন্দলাজে-সহ প্রমুখ। ছবি: অদিতি সাহা

‘শুধু ভাতা দিতে নয়, সংস্কার করতে এসেছে এই সরকার’

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘শুধু ভাতা দিতে নয়, সংস্কার করতে এসেছে সরকার’, শুধু আর্থিক সাহায্য নয়, রাজ্যজুড়ে সামাজিক সংস্কার করার লক্ষ্য নিয়েই রাজ্যের নতুন সরকার কাজ করছে বলে জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার অন্নপূর্ণা দিবসের অনুষ্ঠানে নারী সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ রোধ, মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা এবং ছাত্রীদের পড়াশোনা নিয়ে একাধিক ঘোষণা করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এই রাজ্যে এই সরকার শুধু ভাতা দিতে আসেনি, এই রাজ্যে সংস্কার করতে এসেছে এই সরকার।’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে ২৫ বছরে তাঁর কর্মদিবস উপলক্ষে এ দিন রাজ্যজুড়ে অন্নপূর্ণা দিবস পালন করে রাজ্য সরকার। কলকাতার সেন্ট্রাল পার্কে মূল অনুষ্ঠানে প্রায় ৬০ হাজার উপভোক্তা এদিন উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের প্রায় ৫০০টি জায়গা থেকে আরও কয়েক লক্ষ মানুষ ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, অন্নপূর্ণা যোজনায় প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে। বাকি আবেদনকারীদেরও দ্রুত টাকা দেওয়া হবে বলেও আবেদনকারীদের আশ্বস্ত করেন তিনি। বৃহস্পতিবার নারী সুরক্ষার প্রসঙ্গে নতুন কমিশন গঠনের কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়কে চেয়ারম্যান করে তৈরি এই কমিশনে আছেন আইপিএস দময়ন্তী সেন। গত চার মাসে মহিলাদের উপর নির্যাতনের সব অভিযোগ অনুযায়ী বিচার ও আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি কমিশন দেখবে বলে জানান তিনি।

‘কাটমানি আর বাংলায় চলে না’

অন্নপূর্ণা দিবসে বার্তা মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর: রাজ্যে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা সরাসরি মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাচ্ছে। আর বৃহস্পতিবার নিজের ভিডিও বার্তায় নতুন সরকারের অর্থ পাঠানোর পদ্ধতি তুলে ধরার রাজ্যে প্রশাসনিক স্বচ্ছতার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার নিজের জন্মদিনে দেওয়া ভিডিও বার্তায় বাংলার মহিলাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘মাঝখানে কোনও দালালি নেই, কোনও কাটমানি নেই। এখন আর বাংলায় কাটমানি চলে না।’

১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাজ্যে ‘অন্নপূর্ণা দিবস’ পালন করা হয়। এই প্রকল্পে যোগ্য মহিলাদের মাসে ৩ হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো নতুন রাজ্য সরকার। এ দিন রাজ্যে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ মহিলা এই সুবিধা পাচ্ছেন বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। নতুন করে যাঁরা যোগ্য হয়েছেন, তাঁদেরও টাকা পাঠানো হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, অন্নপূর্ণা যোজনায় টাকা পেতে কোনও মহিলাকে টাকা দিতে হচ্ছে না।

তাঁর এদিনের বক্তব্যে ৪ মে-র পর রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গও উঠে আসে। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ নতুন পথ বেছে নিয়েছেন এবং সেই পরিবর্তনে মহিলাদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বড়। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী বলেন, অন্নপূর্ণার টাকা সংসারের প্রয়োজন মেটাতে মহিলাদের কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। যোগ্য কোনও মহিলা যাতে সুবিধা থেকে বাদ না পড়েন, তা দেখার জন্য প্রশাসনকে আরও সজাগ থাকতে নির্দেশ দেন তিনি। এ দিন অন্নপূর্ণা ছাড়াও কেন্দ্রের বিভিন্ন নারীকল্যাণ প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন মোদী। মাতৃ বন্দনা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, সুকন্যা সমৃদ্ধি, মুদ্রা, উজ্জ্বলা, জল জীবন মিশন এবং আয়ুষ্মান ভারতের মতো প্রকল্পের উল্লেখ করেন তিনি।

আবাসে মালিকানা মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাংলায় তৈরি হতে চলা নতুন বাড়িগুলির মালিকানা মহিলাদের নামেই হবে, বৃহস্পতিবার সল্টলেকের সরকারি অনুষ্ঠান থেকে এমনটাই ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সল্টলেকে অন্নপূর্ণা দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি জানান, রাজ্যে ৫০ লক্ষের বেশি বাড়ি তৈরির জন্য তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। ওই সমস্ত বাড়ির এগ্রিমেন্টও মহিলাদের নামেই করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে ৫০ লক্ষের বেশি নতুন বাড়ি তৈরি হওয়ার জন্য তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এই সমস্ত বাড়ির মালিক মহিলারা হবেন। মহিলাদের নামে এগ্রিমেন্ট করা হবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ির মালিক আমরা মহিলাদেরকেই করব।’

বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই অন্নপূর্ণা যোজনার চতুর্থ কিস্তির টাকা দেওয়ার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। যোগ্য মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা করে পাঠানো হচ্ছে বলেও জানান তিনি। তাঁর দাবি, রাজ্যের সব যোগ্য মহিলা এই সুবিধার আওতায় আসবেন। মহিলাদের শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, মহিলাদের নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও সরকারের কাজ চলবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
সার্ধশত জন্মবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

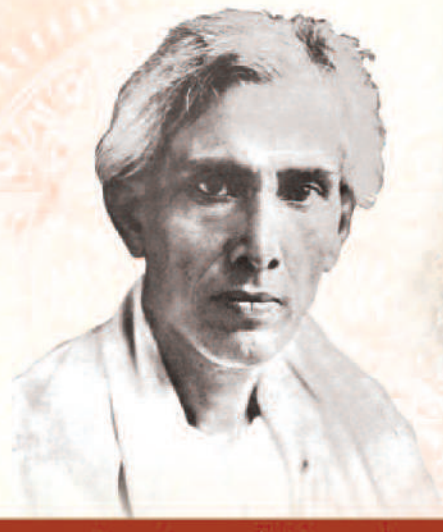

৩১ ভাদ্র ১৪৩৩ | সকাল ১০টা | দেবানন্দপুর, হুগলি

উপস্থিত থাকবেন

শ্রীমতী পূর্ণিমা চক্রবর্তী

মাননীয়া রাষ্ট্রমন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী সুবীর নাগ, মাননীয় বিধায়ক, চুঁচুড়া

৩১ ভাদ্র ১৪৩৩ | সকাল ১০টা | দেউলটি, হাওড়া

উপস্থিত থাকবেন

শ্রী অমিত সামন্ত, মাননীয় বিধায়ক, আমতা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
সাহিত্যভিত্তিক চলচ্চিত্র উৎসব
১৯-২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | নন্দন

আলোচনা সভা ও সাহিত্যপাঠ
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | সন্ধ্যা ৬টা
বাংলা আকাদেমি সভাঘর

সকলের সাদর আমন্ত্রণ

সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
সার্ধশত জন্মবর্ষপূর্তি

৩১ ভাদ্র ১৪৩৩

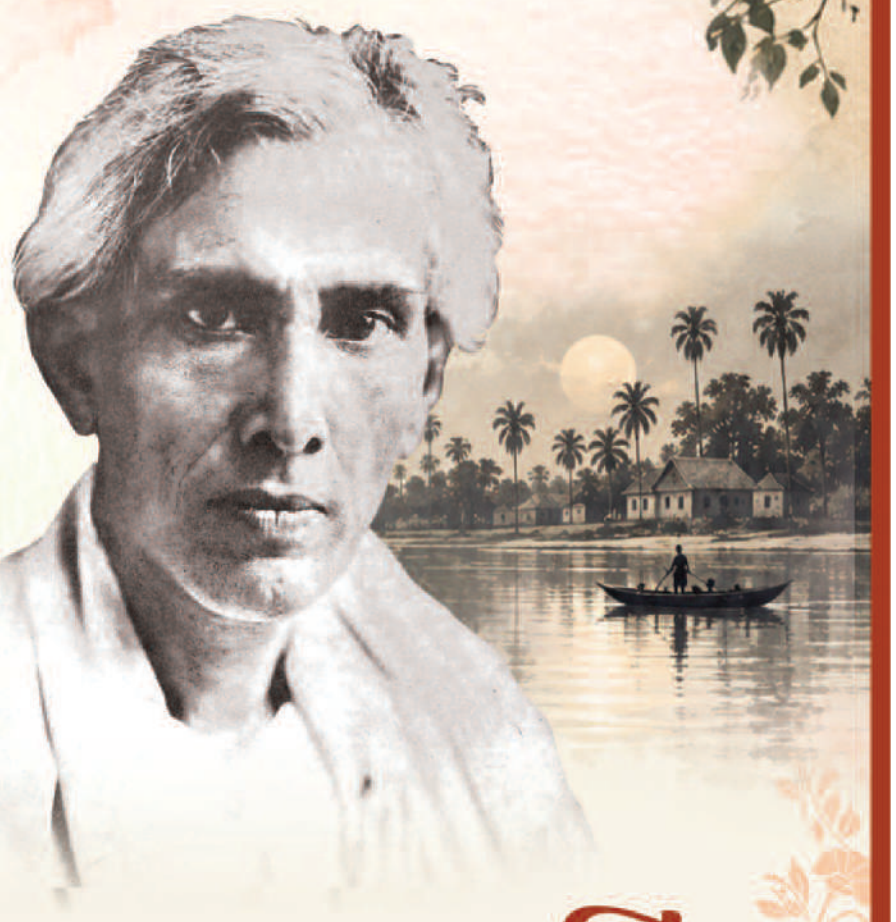

বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ | পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA-D1427(9)/2026

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Mohit Shah (S/o Late Shiv Kumar Shah), resident of 106, Narkeldanga Main Road, Kolkata – 700054, do hereby declare that I have changed my name from Mohit Shah to Mohit Kumar Shah and henceforth I shall be known as Mohit Kumar Shah in all purpose, vide affidavit no.29AC 843983, sworn before the Notary Public, at Kolkata on 16-09-2026. Mohit Kumar Shah & Mohit Shah both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

Notice is hereby given by me, I, **BHARATI LAMA**, W/o Neeru Lama, residing at 3/30H, Sapgachi Second Lane, Tiljala, Kolkata- 700039, have changed my name from **BHARATI to BHARATI LAMA**, by virtue of an Affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide **Affidavit No. 29017 on 15/09/2026**, **BHARATI LAMA** and **BHARATI** is same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

After accepting Islam on & from 15/09/2026, I, Payel Roy, D/o. Patal Roy, change my name & known everywhere as Payel Sk, henceforth I shall be known as Payel Sk in all purpose. I, Payel Sk & Payel Roy, D/o. Patal Roy, R/o. Jolkul, Gurap, Hooghly-712303, W.B. is the same self & one identical person vide an affidavit no. 22430 Dt. 17/09/2026, sworn before Judicial Magistrate, Sadar, Hooghly Court.

গত 15/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9859 নং এফিডেভিট বলে আমি Kajal Pradhan S/o. Binodbihari Pradhan ও Kajal Prodhan S/o. B B Prodhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Janmenjay Rana,** S/o Chittaranjan Rana resident of Vill- Sayedpur, P.O- Tamluk, Dist.- Purba Medinipur, PIN Code- 721636 do hereby declare that I have changed my name from **Janmrnjoy Rana** to **Janmenjay Rana** and henceforth I shall be known as **Janmenjay Rana** in all purpose, vide Affidavit No. 17867 sworn before the Chief Judicial Magistrate in the court of Purba Medinipur, Tamluk on 11.09.2026. **Janmenjay Rana** and **Janmrnjoy Rana** both are same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি গিতা দাস ১৬/৯/২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার স্বামী অজিত দাস, এ.কে. দাস ও প্রশান্ত কুমার দাস সকলে একই ব্যক্তি হইল। স্বামীর আসল নাম অজিত দাস।

টাইটেল ডিড হারিয়ে যাওয়ার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সার্বিকভাবে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, অরিজিনাল ডিড অফ সেল নং- ১৯০১১৭৩৬০ (২০০৬) যা অ্যাডিসানাল রেজিস্টার অফ অ্যাসুরেন্স -১, কলকাতা- তে নথিভুক্ত যাহা বাঘাযতিন রেলওয়ে স্টেশন গেট নং ৩ এর নিকট হইতে হারাইয়া গিয়াছে এবং সেই জন্য তা পাটুলি থানা, কলকাতা -তে ১০.০৯.২০২৬ তারিখে জেনারেল ডায়েরি এন্ট্রি নং- ৭৬১- এ নথিভুক্ত করা হইয়াছে এই মর্মে যদি উপরোক্ত আসল ডিডটি পাওয়া যায়, তবে তা অনুগ্রহ করে এই ঠিকানায়: "লিগালিস ল ফার্ম" ওলিসা হাউস চেম্বার ন্ং ৩ (ই), ৪ গভ. প্লেস (উঃ), কল-৭০০০০১ ফেরত করিবেন।

ওয়ারিশন সম্পত্তি (জমি) বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানাননো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী সাধনা আশ, স্বামী প্রয়াত দেবপ্রীয় আশ, পিতা প্রয়াত গোপী কৃষ্ণ ভৌমিক, মাতা প্রয়াত বিনাপানী ভৌমিক সাং ৬৮, এম. বি. রোড, ওয়াড নং ১৪, নর্থ দম দম পৌরসভা, পোষ্ট-বিরাটী, থানা- নিমতা, কলিকাতা- ৭০০০৫১, পিতা মাতার একমাত্র কন্যা সন্তান, হিন্দু উত্তরাধীকার আইন মোতাবেক, তাহার পিতার ক্রয় করা সম্পত্তির রেকর্ড ভুক্ত মালিক যাহার বুক নম্বর-১, ভ্যলুম নম্বর ৯০, পাতা ২১৮ হইতে ২২১ পর্যন্ত, দলিল নং ৬৩৯৭, ইংরাজী ১৯৬৭ সালে, সম্পাদিত ২০.০৭.১৯৬৭ তারিখেও উক্ত দিবসে কাশিপুর দম দম সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত, মৌজা- বিরাটী, জে.এল. নং-৭, থানা- দম দম (নিমতা), এল.আর. দাগ নং ৭৩৯/১০৩৭, ৭৩৯/১০৩৮ ও ৭৪০, এল.আর, খতিয়ান নং ২৭৬১ মোট জমি পাঁচ কাঠা চার ছটাক পঁয়ত্রিশ বর্গফুট ও তদুপরিস্থি ভাড়াটিয়া দোকান ঘর সহ ও বসবাসের জল ও বিদ্যুতের সংযোগ সহ গৃহাদি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক (সকল বাধা থেকে মুক্ত), যদি উল্লেখিত হস্তান্তরে কাহারো কোন রকম অভিযোগ বা দাবি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমান সহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে, নতুবা উক্ত সময়ের পরে কোন রকম দাবী বা অধীকার গ্রাহ্য হইবে না।

SANAT KUMAR DUTTA
Advocate
High Court, Calcutta.
Bar Association
Room No. 13 Kolkata- 700001,
Enrolment no. WB/794/1993
(M) 9830479919

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, হুগলী জেলার জয়েন্ট এস.আর.-শ্রীরামপুর (সিঙ্গুর স্থিত) অফিসে নিবন্ধিত ১৯৮৬ সালের রেজিস্টার্ড বিক্রয় কোবালা দলিল নং ১১৪৭, চাতরা মৌজা (জে.এল. ১০, আর.এস. দাগ ৬২২৮, এল.আর. দাগ ৬৯৩৩, এল.আর. খতিয়ান ১৬০৯৫, ১৬০৯৬ ও ১৬০৯৭), ঠিকানা ঃ ১৪/এ, ধর্মতলা বাই লেন, শ্রীরামপুর পৌরসভা ওয়ার্ড ২, পোঃ চাতরা, থানা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২২০৪, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত ২ কাঠা জমি ও তদুপরি বাড়ি সংক্রান্ত, যা আমার মক্কেল শ্রী কৌস্তভ চৌধুরী (পিতা- প্রয়াত কৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরী)-র কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। এ বিষয়ে শ্রীরামপুর থানায় জি.ডি.ই. নং ৭৪৫ (তারিখ ঃ ০৭.০৯.২০২৬) নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং শ্রীরামপুর ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত ১৫.০৯.২০২৬ তারিখে হলফনামা করা হয়েছে।
উক্ত দলিল বা সম্পত্তি বিষয়ে কোনো দাবি, আপত্তি বা তথ্য থাকলে এই প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানান। অন্যথায় কোনো দাবি মানা হবে না এবং দলিলটি চিরতরে হারিয়ে গেছে বলে গণ্য হবে।

অ্যাডভোকেট মৌ ভট্টাচার্য
হাইকোর্ট, কলকাতা
রুম নং ৫১৫, ডেল্টা হাউস
৪, গভর্নমেন্ট প্লেস (নর্থ), কলকাতা-৭০০০০১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনায় আনুষ্ঠানিকভাবে সামিল হল পশ্চিমবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্বতন সরকারের আমলে দীর্ঘদিন আটকে থাকার পর অবশেষে কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনায় আনুষ্ঠানিকভাবে সামিল হল পশ্চিমবঙ্গ। বৃহস্পতিবার কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) মন্ত্রী জিতন রাম মাঝির উপস্থিতিতে প্রকল্পের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, রাজনৈতিক কারণে এতদিন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ঐতিহ্যবাহী কারিগর কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার চার মাসের মধ্যেই সেই জট কাটিয়ে প্রকল্পটি চালু করা সম্ভব হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বিশ্বকর্মা পোর্টালে ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৭ লক্ষ ৭০ হাজার কারিগরের নাম নথিভুক্ত রয়েছে। অথচ পূর্বতন সরকার জেলা প্রশাসনকে অলিখিত নির্দেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন আটকে রেখে ছিল। এর ফলে স্বর্ণশিল্পী, চামড়াশিল্পী, কামার, কুমোর-সহ বহু ঐতিহ্যবাহী কারিগর কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তিনি জানান, এই প্রকল্পে বংশানুক্রমিক কারিগরদের কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্রের প্রয়োজন হবে না। কেন্দ্রের সহায়তায় তাঁদের আধুনিক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণকালীন ভাতা, উন্নত সরঞ্জাম এবং রাজ্য স্তরের ব্যাঙ্কার্স কমিটির মাধ্যমে কম সুদে জামানতমুক্ত ঋণের সুবিধা দেওয়া হবে। তাঁর কথায়, ওই ঋণের গ্যারান্টার থাকবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নতুন সরকারের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত ১৬ অগস্ট চালু হওয়া আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রায় ৫০ হাজার বাসিন্দা এবং ভিনরাজ্যে কর্মরত প্রায় ২ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক পেয়েছেন। একই সঙ্গে জাতীয় উদ্যম পোর্টালে নথিভুক্ত রাজ্যের ৬৩ লক্ষ ২২ হাজারেরও বেশি উদ্যোক্তাকে ধাপে ধাপে পিএমইজিপি এবং ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।

আগামী দিনের লক্ষ্যও স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ঘোষণা, ২০২৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অন্তত পাঁচ লক্ষ বিশ্বকর্মা প্রকল্পের সুবিধাভোগীকে নিয়ে বিশ্বকর্মা দিবস উদ্‌যাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে সেই কর্মসূচি আয়োজনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলেও তিনি জানান।

কলকাতা জুড়ে বেআইনি নির্মাণের রমরমা! হাইকোর্টের কড়া নির্দেশে মাঠে নামল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেআইনি নির্মাণের আড়ালে হাজার কোটি টাকার কালো টাকা ও বিদেশি মুদ্রা বিনিয়োগের কারবার চলছে কি না তা নিয়ে এবার প্রশ্ন উঠেই গেল। আর এমনই এক প্রেক্ষিতে এবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নজিরবিহীন নির্দেশের পর অবশেষে ময়দানে নামল সিবিআই। বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্যানাল ইস্ট রোডের একটি বহুতলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা আচমকাই অভিযান চালান বলে সূত্রে খবর।

অভিযান সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যানাল ইস্ট রোডের যে তিনতলা বাড়িটিতে গোয়েন্দারা হানা দেন, সেটি একটি অসম্পূর্ণ নির্মাণ। বাড়িটির একতলায় বাণিজ্যিক কাজ চললেও ওপরের তলগুলিতে লোকজন বসবাস করছেন। অথচ বাইরে প্লাস্টার নেই, সিঁড়িতে মেলেনি কোনো সুরক্ষা রেলিং। কিন্তু অসম্পূর্ণ ওই ইমারতের কয়েকটি ঘরে চলছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র। সিবিআই আধিকারিকেরা সরাসরি বহুতলে উঠে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বেশ কিছু প্রয়োজনীয় নথি ও তথ্য সংগ্রহ করেন।

তদন্তকারীদের র‍্যাডারে বর্তমানে শুধু ক্যানাল ইস্ট রোডই নয়, রয়েছে বেলেঘাটা, মানিকতলা এবং রাজাবাজারের মতো সংবেদনশীল এলাকাগুলিও। অভিযোগ, এই সমস্ত এলাকায় ন্যূনতম পুর-অনুমতি ছাড়াই একের পর এক বেআইনি বহুতল হাঁকানো হয়েছে। এমনকি কলকাতা পুরসভার নিজস্ব রিপোর্টেও ৪২টি নির্মাণকে বেআইনি বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ইতিপূর্বে আদালত ভাঙার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও রহস্যজনকভাবে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

আদালতে পেশ করা তথ্যে দাবি করা হয়েছে, এই সিন্ডিকেট স্রেফ বেআইনি ইমারত বানানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর আড়ালে জড়িয়ে রয়েছে কয়েক হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি, কালো টাকা সাদা করার রমরমা কারবার এবং বেআইনি বিদেশি মুদ্রার বিনিয়োগ। কোনো রকম ছাড়পত্র ছাড়া এভাবে অবাধে বহুতল গড়ে ওঠায় জাতীয় নিরাপত্তা মারাত্মক বিঘ্নিত হতে পারে বলেও আদালতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।

প্রশাসনের এই নিষ্ক্রিয়তায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, কেন এতদিন স্বতঃপ্রণোদিত অনুসন্ধান করা হয়নি। পাশাপাশি তিনি এও জানান, বেআইনি নির্মাণ রোখা পুরসভা ও রাজ্যের কাজ। এর পাশাপাশি গত শুক্রবারই আদালত মামলাটির গুরুত্ব বুঝে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় এবং স্পষ্ট জানায়, প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সংস্থা 'বিশেষ তদন্তকারী দল' গঠন করতে পারবে। আগামী ১৪ অক্টোবরের মধ্যে সিবিআই-কে তাদের প্রাথমিক রিপোর্ট আদালতে পেশ করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়।

হাওড়া স্টেশনে 'স্বচ্ছতা হি সেবা-২০২৬' অভিযানের সূচনা করে সাফাই কর্মীদের হাতে পিপিই কিট তুলে দিচ্ছেন পূর্ব রেলের মহাপ্রবন্ধক গীতিকা পাণ্ডে।

হাওড়া প্রেস ক্লাবের ৪৮তম বর্ষের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন। এদিন উপস্থিত ছিলেনম রাজ্যের পুর উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী উমেশ রাই-সহ অন্যান্যরা।

'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' প্রকল্পে উদ্যোগী প্যাটন ইন্টারন্যাশনাল

কলকাতা: 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' অভিযানটি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের পরিচালনায় শুরু হয়েছিল। এবার প্যাটন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এই স্বচ্ছতা প্রকল্পে উদ্যোগী হয়ে কলকাতার দুটি বিশিষ্ট স্থান, রবীন্দ্র সরোবর এবং সুভাষ সরোবরে দুটি 'ওয়েস্ট বিন' প্রদান করে। রবীন্দ্র সরোবরে প্যাটন গ্রুপের এই ওয়েস্ট বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নীতিন সিংহানিয়া, আইএএস, সিইও - কেএমডিএ, রবি প্রকাশ মীনা, আইএএস, সচিব- কেএমডিএ, সঞ্জয় বুধিয়া, এমডি-প্যাটন এবং ড. মিনু বুধিয়া, প্রতিষ্ঠাতা ও সাইকোথেরাপিস্ট-ক্যারিং মাইন্ডস।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বনাম অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, প্রতিশ্রুতি থেকে টাকা পৌঁছনোর খতিয়ান

পাঁচ বছরের প্রকল্প বনাম চার মাসের নতুন হিসাব

রাজীব মুখোপাধ্যায়

প্রতি মাসে কত টাকা, কত জন মহিলা, কত দিনে পাচ্ছেন, রাজ্যে নারী-কেন্দ্রিক নগদ সাহায্যের রাজনীতিতে এখন এই তিনটি সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি আলোচনায় উঠে আসছে। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুরু করেছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। পাঁচবছর পরে ২০২৬-এর ভোটের আগে সেই প্রকল্পের মাসিক সাহায্য বেড়ে হয়েছিল ১,৫০০-১,৭০০ টাকা। যদিও ছাব্বিশের নির্বাচনের আগেই নিজেদের সংকল্প পত্রে রাজ্য বিজেপি ঘোষণা করেছিল 'অন্নপূর্ণা যোজনা'। নির্বাচনে জিতে আসার পর শপথ গ্রহণ করেই জুন থেকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে মাসে ৩,০০০ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও দুই প্রকল্পের উপভোক্তার সংখ্যা তুলনার ক্ষেত্রে একটি হিসাবগত পার্থক্য অবশ্যই আলোচনায় উঠে আসছে।

২০২১-এর নির্বাচনের আগে মহিলাদের মাসিক ৫০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও সরকার গঠনের পরে সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু হয়। সেক্ষেত্রে উপভোক্তাদের দীর্ঘ ৫ মাস অপেক্ষা করতে হয়। প্রথমে সাধারণ মহিলারা ৫০০ এবং তফসিলি জাতি-উপজাতির মহিলারা ১,০০০ টাকা পেতেন। ২০২৪ সালে তা বেড়ে হয় যথাক্রমে ১,০০০ ও ১,২০০ টাকা। তবে ২০২৬-এর ভোটের আগে আরও ৫০০ টাকা বাড়িয়ে সাধারণ শ্রেণির জন্য ১,৫০০ এবং এসসি-এসটি মহিলাদের জন্য ১,৭০০ টাকা করা হয়।

তৃণমূল সরকারের শেষ পর্বে এই প্রকল্পের আওতায় ছিলেন ২ কোটি ২১ লক্ষ মহিলা। যদিও ২০২৬-এর শুরুতে আরও ২০.৬২ লক্ষ আবেদন গ্রহণের কথা জানিয়ে মোট সংখ্যা প্রায় ২.৪২ কোটিতে নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করা হয়। তবে সরকারের হিসাব অনুযায়ী, প্রথম ৫০ মাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে খরচ হয়েছিল ৭৪ হাজার কোটি টাকার বেশি। অন্যদিকে, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে নিজেদের সংকল্প পত্রে রাজ্য বিজেপি প্রতিশ্রুতি দেয়, তারা ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসে ৩,০০০ টাকা দেওয়া হবে। ৯ মে নতুন সরকার গঠনের পরে জুন থেকে অন্নপূর্ণা যোজনা চালু করা হয়। প্রথম কিস্তিতে ১ কোটি ৫৮ লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা করে পাঠানোর কথা জানানো হয়। টাকা যাচ্ছে আধার-সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডিবিটি ব্যবস্থায়।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে যেখানে প্রায় ৫ বছরে ২.৪২ কোটি উপভোক্তা কিস্তির টাকা পেয়েছে, সেখানে অন্নপূর্ণা যোজনায় মাত্র ৪ মাসে ১.৫৮ কোটি উপভোক্তা কিস্তির টাকা পেল। অর্থাৎ চার মাসে অন্নপূর্ণা ইতিমধ্যেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পাঁচ বছর-শেষের উপভোক্তা সংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। পাঁচ বছরে ২.৪২ কোটি, চার মাসে ১.৫৮ কোটি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বনাম অন্নপূর্ণায় বদলে গেছে গতির হিসাব।

তবে স্বচ্ছতার প্রশ্নেও দু'টি প্রকল্পের কাঠামো সম্পূর্ণ আলাদা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রথম থেকেই যাচাই করে ডিবিটি-র মাধ্যমে টাকা পাঠিয়েছে। অন্নপূর্ণার ক্ষেত্রে নতুন সরকার পুরনো তালিকা পুনরায় যাচাই করে আধার-সংযুক্ত অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। প্রায় ৩০ লক্ষ পুরনো উপভোক্তার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পুরনো তালিকা যাচাই করতে গিয়ে সরকারের দাবি অনুযায়ী, প্রায় ৩০ লক্ষ নাম অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়। পরে আরও নির্দিষ্ট যাচাইয়ে মৃত, স্থানান্তরিত, ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া, ডুপ্লিকেট এবং অ-ভারতীয়দের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। জুলাইয়ের হিসাবে প্রায় ২ কোটি অ্যাকাউন্ট যাচাই করে ২৬ লক্ষ অ্যাকাউন্ট নিয়ে আপত্তি ওঠে। পাশাপাশি প্রায় ১০ লক্ষ পুরুষের নাম থাকার কথাও সরকার জানায়। এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, আমরা চাই না সরকারি অর্থে কোনও দুর্নীতি হোক বা অনুপযুক্ত লোকের কাছে করদাতাদের টাকা যাক। দুর্নীতির উৎস খুঁজতে একটি সিটও গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ বছরের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের তুলনায় মাত্র চার মাসে অন্নপূর্ণার উপভোক্তা সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। তার সঙ্গে পুরনো তালিকা যাচাই করে মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট ও অযোগ্য নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াও হয়েছে। ফলে তুলনাটি শুধু অনুদানের অঙ্কে নয়, কত দ্রুত উপভোক্তার কাছে টাকা পৌঁছল এবং তালিকা কতটা যাচাই করা হল, সেই দুই ক্ষেত্রকেই সামনে নিয়ে এল। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে 'দুয়ারে সরকার'-এর মাধ্যমে আবেদন নেওয়া হলেও পরে বিভিন্ন জায়গায় পুরুষের নামে টাকা যাওয়া-সহ অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসে। অন্নপূর্ণায় পুরনো তালিকা পুনরায় যাচাইয়ের পাশাপাশি আধার-সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ডিবিটি-র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে উপভোক্তা যাচাই ও টাকা পৌঁছনোর প্রক্রিয়া আগের তুলনায় বেশি প্রযুক্তিনির্ভর হয়েছে।

গড়িয়ার মহামায়াতলায় জয়হিন্দ ভবনে ডিজি-লোন্সের 'লোন মেলা ২০২৬' -এ হাজির একাধিক ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা।

জোড়াফুলের দাবিতে কমিশনের দ্বারস্থ ঋতব্রত শিবির ও কালীঘাট, সিদ্ধান্তের অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে বিবাদের মধ্যেই বৃহস্পতিবার ফের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলা ওই বৈঠকে কমিশনের থেকে চাওয়া সব নথি ও নিজেদের বক্তব্য তুলে দেওয়া হয়েছে বলেই দাবি করে জানান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বৈঠক শেষে তাঁর দাবি, 'সব নথি জমা দিয়েছি, আমরা আশাবাদী'। ঋতব্রত শিবিরের হয়ে এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, আখরুজ্জামান, অরূপ রায় এবং তাঁদের আইনজীবী। তাঁদের বক্তব্য, কমিশন যে নথি চেয়েছিল, তার সবই জমা দেওয়া হয়েছে। নিজেদের দাবির পক্ষে যুক্তিও তাঁরা শুনানিতে তুলে ধরেছেন।

তবে প্রতীক নিয়ে কমিশন কবে সিদ্ধান্ত নেবে, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। আসন্ন উপনির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনও পেরিয়ে গিয়েছে। নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর, দুই কেন্দ্রেই দুই শিবির আলাদা প্রার্থী ঘোষণা করেছে। দু'পক্ষই জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে লড়াইয়ের দাবি জানিয়ে আসছে। এই তির্যক পরিস্থিতিতে উপনির্বাচনে কোন গোষ্ঠী কোন প্রতীক ব্যবহার করবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সামনে মূল প্রশ্ন হয়ে উঠেছে, কোন পক্ষকে তারা তৃণমূল কংগ্রেস হিসেবে স্বীকৃতি দেবে এবং জোড়াফুল প্রতীকের অধিকার কার কাছে থাকবে, তাই নিয়ে। যদিও এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যেই মঙ্গলবার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন রেজিনগরের তৃণমূল (কালীঘাট) প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। সূত্রের খবর, দলনেত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ভোট প্রস্তুতি এবং প্রচারের কৌশল নিয়েই আলোচনা হয়েছে তাঁর। আর ওই বৈঠকেই মমতা স্পষ্ট করেছেন, তিনি প্রচারে নেই এমনটা ধরে নিয়েই প্রার্থীদের ভোটের প্রচার করতে হবে। তবে যদি প্রতীক পেয়ে যায় তাঁর শিবির, তাহলে তিনি অবশ্যই উপনির্বাচনের প্রচারে যাবেন। তবে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মতোই এর আগে মহারাষ্ট্রে শিবসেনার প্রতীক নিয়ে বিরোধের সময়ও নির্বাচন কমিশন দুই পক্ষকে পুরনো নাম ও প্রতীক ব্যবহার করতে দেয়নি। উদ্ধব ঠাকরে ও একনাথ শিন্ডে শিবিরকে পৃথক নাম ও প্রতীক দেওয়া হয়েছিল। বাংলার এই বিবাদে কমিশন কী সিদ্ধান্ত নেয়, এখন সে দিকেই নজর রাখছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

এদিকে, পরে কমিশনের সামনে হাজির হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র এবং সাগরিকা ঘোষ। মমতা শিবিরের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়, এই পর্যায়ে কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া উচিত নয়। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি, এমন নির্দেশ দেওয়ার কোনও ভিত্তি নেই। দলের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে নিজেদের অবস্থান বোঝাতে তিনি গত কয়েক মাসের ঘটনাপ্রবাহের কথাও কমিশনের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, মে মাসে তৃণমূলের বিভিন্ন বৈঠকে উপস্থিত থাকা এবং পরে লোকসভার স্পিকারের কাছে নিজেদের তৃণমূলের অংশ হিসেবে দাবি জানানোর পর আচমকা জুনে দলটির অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, এই দুই অবস্থান পরস্পরবিরোধী।

৭৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার-সহ ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: খড়্গপুরের আজাদ বস্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৭৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার আজাদ বস্তির একটি বাড়িতে অভিযান চালায় খড়্গপুর টাউন থানার পুলিশ। ওই বাড়ি থেকে ৪টি প্লাস্টিকের বস্তায় ভরা ৭৬ কেজি ৬২০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করার পর দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ধৃতরা হল গোলবাজার আজাদ বস্তির বাসিন্দা ইফতেখার আহমেদ ওরফে সুকুবাবা এবং গুজরাটের মহিসাগর জেলার কারোদিয়া ফালিয়ু গ্রামের বাসিন্দা শেখ তাহিল হোসেন। ধৃতরা অভিযানের সময় পালানোর চেষ্টা করলেও ঘটনাস্থল থেকেই তাদের আটক করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তল্লাশি ও বাজেয়াপ্তকরণের আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য থানার পক্ষ থেকে খড়্গপুর মহকুমার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে খবর দেওয়া হয়। তাঁর উপস্থিতিতে নির্ধারিত আইন ও নিয়ম মেনে এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। বাজেয়াপ্ত গাঁজার পাশাপাশি ধৃতদের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন ও একটি চামড়ার ব্যাগ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে ২০২৬' উদযাপন

কলকাতা: কলকাতার ললিত গ্রেট ইস্টার্নে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (বিএআই), ইস্টার্ন 'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে ২০২৬' উদযাপন করল। দেশের পরিকাঠামো উন্নয়নে জড়িত প্রকৌশলী, ঠিকাদার এবং পেশাজীবীদের মূল্যবান অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়াই ছিল এই উদযাপনের উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডঃ অজয় কুমার পোদ্দার, পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী, দিলীপ ঘোষ, গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতমন্ত্রী এবং পাপিয়া অধিকারী, বিধায়ক, টালিগঞ্জ। এদিন মন্ত্রী অজয় পোদ্দার বলেন, ইঞ্জিনিয়াররা উন্নয়নের মেরুদণ্ড। সড়ক, সেতু, সরকারি ভবন, পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য ইঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদারদের দক্ষতা এবং প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন। সরকার নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নানা প্রকল্প সময়মতো ও মানসম্পন্নভাবে বাস্তবায়ন করতে চায়।

জঙ্গলের ঘেরাটোপে বিষধরের আতঙ্ক চাউলখোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

কাটমানি ও চূড়ান্ত উদাসীনতার অভিযোগ তুলে বিধায়কের হস্তক্ষেপের দাবি

দেবাশিস দে

সাতগাছিয়া: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বজবজ ২ নম্বর ব্লকের নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাউলখোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বর এখন কার্যত বিষাক্ত সাপ ও পোকামাকড়ের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এক সময়ের প্রাণচঞ্চল এই গ্রামীণ পাঠশালাটির দিকে তাকালে এখন আর বিদ্যালয়ের রূপ খুঁজে পাওয়া দায়। বিদ্যালয়ের সামনের চত্বর থেকে শুরু করে পেছনের প্রাঙ্গণ;সর্বত্রই হাঁটু সমান আগাছা ও ঘন জঙ্গল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গীন যে, স্থানীয়দের মতে বিদ্যালয়ের পেছনের অংশের অবস্থা দেখলে যে কারও চক্ষু চড়কগাছ হতে বাধ্য। এমন বিপজ্জনক ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেই প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে এলাকার ছোট ছোট কচিকাঁচা পড়ুয়ারা। বর্ষার মরশুম শুরু হতেই এলাকা জুড়ে এমনিতেই নানা প্রজাতির বিষধর সাপের উপদ্রব চরম আকার ধারণ করেছে। তার ওপর বিদ্যালয়ের চারপাশের এই ঘন ঝোপঝাড় যে কোনো মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অভিভাবকেরা। অভিযোগ, স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা থেকে শুরু করে স্থানীয় পরিচালন সমিতি ও শাসকদলের প্রতিনিধিরা এই বিষয়ে বছরের পর বছর ধরে পুরোপুরি চোখ বুজে রয়েছেন।

এই চরম অব্যবস্থা ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে এবার সরাসরি সুর চড়িয়েছেন ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা বিজেপির ওবিসি মোর্চার প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য নীলয় শাসমল। স্কুল চত্বরের বর্তমান দুরবস্থার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, তৃণমূল পরিচালিত বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির নির্দেশে এবং তৃণমূল পরিচালিত নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে চাউলখোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জঙ্গল ও আগাছার মধ্যেই কথিত 'বিভিজি রাম জি' প্রকল্প বাস্তবায়নের নাটক করা হয়েছে। তাঁর প্রকাশ্য কটাক্ষ, প্রকল্পের নামে শুধু সরকারি বরাদ্দের অপচয় ও কাটমানি খাওয়ার প্রক্রিয়া চলেছে, অথচ যেখানে প্রতিদিন শত শত কচি-কাঁচা শিশু বিদ্যালাভের জন্য আসছে, সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামান্য পরিচ্ছন্নতা ও সুরক্ষার বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত বা শাসকদলের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

নন্লয়বাবু ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, পঞ্চায়েতের নিজস্ব সাংবিধানিক দায়িত্ব যেখানে জনসেবা এবং গ্রামীণ পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ করা, সেখানে নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্য নিয়ে চূড়ান্ত ছেলেখেলা করছে। অবিলম্বে স্কুল চত্বর পরিষ্কার করা না হলে সাপের কামড়ে যেকোনো দিন কোনো পড়ুয়ার প্রাণহানি ঘটতে পারে বলে তিনি তীব্র হুঁশিয়ারি দেন। এই পরিস্থিতিতে শাসকদলের পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলোর ওপর এলাকার মানুষের আর কোনো ভরসা অবশিষ্ট নেই বলে দাবি করেন তিনি।

এই দুর্নীতি, তহবিল তছরুপ এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতা রোধ করতে তিনি সাতগাছিয়া বিধানসভার বিধায়ক অগ্নিশ্বর নস্কর মহাশয়ের প্রতি সরাসরি আবেদন জানিয়েছেন। বিজেপি নেতার বক্তব্য, যতদিন না রাজ্যে পরবর্তী পঞ্চায়েত নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত বিধায়ক যেন তাঁর বিধানসভা এলাকার সমস্ত পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন এবং দুর্নীতিমুক্তভাবে সাধারণ মানুষকে প্রকৃত পরিষেবা দেওয়ার দ্রুত ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই বিপন্ন দশা এবং বিজেপি নেতৃত্বের তোপ ঘিরে বর্তমানে নস্করপুর পঞ্চায়েত সহ গোটা সাতগাছিয়া বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে উঠেছে। এলাকার সচেতন নাগরিকেরাও এখন একটাই প্রশ্ন তুলছেন;অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে নিষ্পাপ শিশুদের সুরক্ষার কথা ভেবে স্কুল চত্বরের এই ভয়াবহ জঙ্গল কি আদৌ পরিষ্কার করা হবে, নাকি কোনো অঘটনের পরই ঘুম ভাঙবে প্রশাসনের?

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

শর্তের ঘেরাটোপে শ্রীরামপুরে মমতার সভায় সবুজ সংকেত হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে সমস্ত জটিলতার অবসান ঘটিয়ে হুগলির শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে সভার দিনক্ষণ ও স্থান চূড়ান্ত হলেও তা দেওয়া হয়েছে একাধিক শর্তে। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানেই বিকেল ৪টে থেকে ৬টার মধ্যে এই সভা সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ।

একইসঙ্গে আদালতের নির্দেশ, সভায় ১,০০০ জনের বেশি সমর্থক জমায়েত হতে পারবেন না। পাশাপাশি এও জানানো হয়, সভার জন্য একটি ছোট মঞ্চ তৈরি করা যাবে, তবে সভার আগে বা পরে কোনও প্রকার মিছিল করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এছাড়াও আদালতের নির্দেশ, ২৪ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টের মধ্যে ১০ জন দলীয় স্বেচ্ছাসেবকের নাম ও ফোন নম্বর শ্রীরামপুর থানায় জমা দিতে হবে। আর কঠোরভাবে সাউন্ড লিমিট মেনে চলার পাশাপাশি সভা থেকে কোনও উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখা যাবে না। এছাড়াও আদালতের তরফ থেকে এ নির্দেশও দেওয়া হয় যে, সভা শেষ হওয়ার সঙ্গে ডেকরেটর ও বিদ্যুতের সরঞ্জাম মাঠ থেকে সরিয়ে নিতে হবে। আর সভার দিন আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও পদপিষ্ট হওয়া এড়াতে নিরাপত্তার সার্বিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হুগলির জেলা বিচারক এবং শ্রীরামপুর থানার আইসি-কে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, অসিত মজুমদারের করা এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে এজলাসে তৃণমূলের আইনজীবী-সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্যের তুমুল তর্কাতর্কি ও ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু হয়। শ্রীরামপুরের আইসি ও রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তোলেন কল্যাণবাবু। এদিকে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য কর্তৃপক্ষকে বলেন, 'শুধু রাজনৈতিক কারণে মাঠে সভা করা নিষেধ। এটা করবেন না। ভবিষ্যতে এটাও মাথায় রাখবেন যে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত যেন বজায় থাকে।' যেহেতু বেসরকারি মালিকানা, তাই আদালতের হাত বাঁধা। এই প্রসঙ্গে জগন্নাথ মঠের তরফে আইনজীবী জিষ্ণু চৌধুরী বলেন, 'সবকিছুই পরিবর্তন হয়। গত ৫ জুলাই রেজোলিউশন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ধর্মীয় সেবামূলক ও কালচারাল অনুষ্ঠান ছাড়া কিছু হবে না।' এরপরই বিচারপতি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, 'আমার মনে হয় ভবিষ্যতে দেখা যাবে আপনারা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলকে মাঠ দিয়েছেন।'

ভুয়ো ডাক্তার কাণ্ডে কাঠগড়ায় মেডিক্যাল কাউন্সিল

সুদীপ্ত-নির্মলদের বিরুদ্ধে এফআইআর ও একাধিক ধারায় মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলে ভুয়ো ডাক্তারদের রেজিস্ট্রেশন বণ্টন এবং তথ্য-প্রমাণ লোপাটের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ঘিরে তুঙ্গে উঠেছে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক জল্পনা। ভুয়ো চিকিৎসক নিয়োগ ও জাল সার্টিফিকেট সংক্রান্ত মামলায় এবার মেডিক্যাল কাউন্সিলের বর্তমান ও প্রাক্তন শীর্ষ কর্তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিল পুলিশ। বিধাননগর দক্ষিণ থানায় বর্তমান সভাপতি সুদীপ্ত রায়, প্রাক্তন সভাপতি নির্মল মাঝি, সহ-সভাপতি সুশান্ত রায় এবং রেজিস্ট্রার মানস চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হওয়ার পর একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত চিকিৎসক ডক্টর রাজীব পাণ্ডের লিখিত অভিযোগকে কেন্দ্র করে। বিধাননগর কমিশনারেটে পেশ করা ওই অভিযোগে তিনি স্পষ্ট দাবি করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় মেডিক্যাল কাউন্সিলে চরম অনিয়ম চলেছে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই না করেই ভুয়ো চিকিৎসকদের নামে দেদার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইস্যু করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, অসাধু এই কারবার আড়াল করতে এবং পরবর্তী তদন্ত এড়াতে মেডিক্যাল কাউন্সিলের ভেতর থেকেই বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে বলে মারাত্মক অভিযোগ তুলেছেন তিনি। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ অভিযুক্ত চার শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বেশ কয়েকটি ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, প্রতারণা ও অসাধু উদ্দেশ্যে জালিয়াতির অভিযোগে ৩১৮(৪) ধারা। পাশাপাশি রয়েছে ছদ্মবেশ ধারণ করে বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ধোঁকা দেওয়ার অভিযোগে ধারা ৩১৯(২)। এছাড়াও সরকারি নথিপত্র ও সার্টিফিকেটে জালিয়াতির অভিযোগে ৩৩৬(৩) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। এর পাশাপাশি ভুয়ো নথিকে আসল হিসেবে উপস্থাপন করে জাল নথি তৈরির অভিযোগে ধারা ৩৪০(২)-তে মামলা রুজু হয়েছে। সঙ্গে ধারা ৬১(২)-তে পরিকল্পিত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগও আনা হয়েছে।

এদিকে সূত্রে খবর, পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে আরও বিস্ফোরক সব তথ্য। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, জালিয়াতির এই ব্যাপ্তি দু-একজন ডাক্তারের মধ্যেই সীমিত ছিল না। রাজত্বজুড়ে একাধিক ভুয়ো ডাক্তারের নামে মেডিক্যাল কাউন্সিলের প্যাডে ভুয়ো সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছিল। এই সংগঠিত চক্রে কাণ্ডারীদের কার কতখানি সক্রিয় ভূমিকা ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তকারী সূত্রের খবর,চলতি সপ্তাহের মধ্যেই অভিযুক্ত চার শীর্ষ পদাধিকারীকে তলব করে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ।

সেক্স টয় আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা কতটা যুক্তিসঙ্গত, প্রশ্ন হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতীয় কাস্টমস আইনে সেক্স টয় আমদানি বা বডি ম্যাসাজার-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা বজায় রাখা আদৌ শুল্ক বিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত কি না তা নিয়ে এক মামলার শুনানিতে এই তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন উঠল কলকাতা হাইকোর্টে। ১৯৬৪ সালের এক পুরনো বিজ্ঞপ্তির ওপর ভর করে এই ধরনের পণ্যকে 'অশ্লীল' আখ্যা দিয়ে আমদানিতে বাধা দেওয়ার নীতি এবার আদালতের কড়া নজরদারির মুখে।

আদালত সূত্রে খবর, মামলাকারী সংস্থার বক্তব্য, ১৯৬২ সালের কাস্টমস আইনে সেক্স টয় সরাসরি নিষিদ্ধ করার কোনো নির্দিষ্ট বিধান নেই। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার এবং বিভিন্ন অনলাইন কেনাকাটার প্ল্যাটফর্মে এই ধরনের পণ্য অনায়াসেই মিলছে। তা সত্ত্বেও বিদেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি রাখার ফলে ব্যবসায়ীদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। আবেদনকারীর সাফ দাবি, স্রেফ নৈতিকতার অজুহাতে নাগরিকদের অবাধ বাণিজ্য ও ব্যবসা করার মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যায় না।

মামলাকারীর সওয়াল শোনার পর বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র সিঙ্গল বেঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ, কেবল ব্যক্তিনির্ভর বা ব্যক্তিগত নৈতিকতার ধারণাকে মূলধন করে কোনো পণ্যকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যায় না। আর তার দরুন যদি কোনো নাগরিকের আইনি ও ব্যবসায়িক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, তবে হাইকোর্ট সেখানে নিশ্চিতভাবেই হস্তক্ষেপ করবে। আদালত দেখতে চায়, ঠিক কোন আইনি কাঠামোর অধীনে এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়েছে। যদিও কাস্টমসের তরফে মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দাবি করা হয়, কাস্টমস আইনের ১২৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ পক্ষকে আগে বিভাগীয় আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে হতো। সরাসরি হাইকোর্টে আসার এই পদ্ধতিগত পথ সঠিক নয়। কিন্তু কাস্টমসের এই যুক্তি খারিজ করে আদালত জানায়, তথ্যগত বিরোধের চেয়ে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, শুল্ক বিভাগকে তাদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। কাস্টমসের জবাব পাওয়ার পর তার উত্তর দেওয়ার জন্য মামলাকারী সংস্থাকে আরও এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। আগামী ৯ অক্টোবর মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে হাসপাতালে পাঁচটি পাখা উপহার বিধায়ক পবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিধায়কের উদ্যোগে ক্রমশ হাল ফিরছে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের। প্রসঙ্গত, গত ৩ আগস্ট হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে প্রসূতি বিভাগে পাখার অভাব লক্ষ্য করেছিলেন মানবিক বিধায়ক। সেদিন তিনি পাখা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের জন্য পাঁচটি পাখা দিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক। এদিন তিনি বলেন, হাসপাতালের সবচেয়ে বড় সমস্যা বৈদ্যুতিক সংযোগ। এই মুহূর্তে ১৭০ কেভির বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রয়োজন। বিদ্যুৎ রূপান্তর কেন্দ্র গড়ে উঠলেই রোগীদের কষ্ট লাঘব করতে প্রতিটি ওয়ার্ডে এসি লাগানো হবে। প্রসূতি বিভাগের রোগীদের গরমের হাত থেকে নিস্তার দিতে আপাতত পাঁচটি পাখা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে এই বিশেষ উপহার। বিধায়ক আরও জানান, ১৭০ কেভির বৈদ্যুতিক সংযোগের পাশাপাশি সোলার পাওয়ার সিস্টেমও এখানে তিনি চালু করতে চান। অপরদিকে হাসপাতাল সুপার মিজানুল ইসলাম বলেন, বিধায়কের উদ্যোগে ক্রমশ হাসপাতালের হাল বদলাচ্ছে। সমস্ত ওয়ার্ডের মেঝেতে টাইলস এবং নতুন করে শৌচালয় নির্মাণের কাজ শুরু হবে। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই হাসপাতালের ভেতরে ৫০টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। বাইরের দিকে আরও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে। হাসপাতালের উন্নয়ন নিয়ে সুপার জানান, উন্নত চিকিৎসার লক্ষে বিধায়ক অটো এনলাইজার মেশিনও প্রদান করবেন। আগামী দিনে সিটি স্ক্যান এবং এমআরএই করার জন্য সরঞ্জামের দরকার পড়বে। সুপার আরও জানান, জুটমিল অধ্যুষিত শ্রমিক মহল্লার মানুষজনের সুবিধার্থে প্রধানমন্ত্রী জনওষুধি যোজনা প্রকল্পে মেডিসিন শপ করা হবে। সুপারের দাবি, হাসপাতালের তিন নম্বর গেটের পাশে 'পাওয়ার হাউস' নির্মাণের কাজ চলছে। ওই পাওয়ার হাউসটি চালু হলেই হাসপাতালের ইলেকট্রিকের সমস্যা একেবারেই মিটে যাবে।

প্রধানমন্ত্রীর সুস্থতা কামনা করে হালিশহরে রামপ্রসাদের ভিটেতে পুজো দিলেন সুদীপ্ত দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গোটা দেশজুড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৬ তম জন্মদিন নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর সুস্থতা কামনা করে বৃহস্পতিবার হালিশহর রামপ্রসাদের ভিটেতে শক্তি মায়ের কাছে পুজো দিলেন বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস। নৈহাটির বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ এবং হালিশহরের প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু সাহানিও রামপ্রাসাদের ভিটেতে শ্যামা মায়ের কাছে পুজো দিলেন। পুজো দিয়ে বেরিয়ে বীজপুরের তরুণ বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে ওনার সুস্থতা কামনা করে এবং ওনার মঙ্গল কামনায় মন্দিরে মন্দিরে বঙ্গবাসী পুজো দিচ্ছেন। সন্ধেতে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলবে। সুদীপ্তের কথায়, আমরা চাই প্রধানমন্ত্রী যাতে সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন। তাহলে দেশকে উনি আরও উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারবেন। তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করে সুদীপ্ত বলেন, কেন্দ্রের বরাদ্দ থাকা আগে তৃণমূল সরকার সাধারণ মানুষের কাজে লাগাত না। তৃণমূল জমানায় রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত এবং বিশ্বকর্মা যোজনা চালু করতে দেয়নি। এটাই তো তৃণমূলের অপসংস্কৃতি।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে জোড়াসাঁকোয় মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ, ৭৬টি তুলসি গাছ বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার কলকাতার জোড়াসাঁকোয় মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। তাঁর শারীরিক সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় একই দিনে কালীঘাট মন্দিরেও পুজো ও যজ্ঞ করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। জোড়াসাঁকোর অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মানিকতলার বিধায়ক তথা শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এবং জোড়াসাঁকোর বিধায়ক বিজয় ওঝা। জোড়াসাঁকো বিধানসভা এলাকায় সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় জন্মদিনের এই কর্মসূচি। যজ্ঞের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে ৭৬টি তুলসি গাছ বিলি করা হয়। এই অনুষ্ঠানে একটি বড় কেকও আনা হয়েছিল। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিভিন্ন কাজের ছবি ও কথা তুলে ধরা হয়। বৃহস্পতিবার যজ্ঞে অংশ নিয়ে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, আমরা চাই প্রধানমন্ত্রী আরও শক্তিশালী হয়ে উঠুন। দেশজুড়ে এক মাস ধরে 'সেবা সংকল্প অভিযান' চলবে।

বিশ্বকর্মা পুজোয় ভাসল তিলোত্তমা, পুজোর মুখে জোড়া অক্ষরেখা ও নিম্নচাপের খাঁড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সকালের চড়া রোদকে এক লহমায় ঢেকে নেমে এল ঘন কালো মেঘ। ঘড়ির কাঁটা ১টা পার হতেই মুষলধারে বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা সহ সংলগ্ন শহরতলি। বিশ্বকর্মা পুজোর আরাধনার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির মাঝেই জলযন্ত্রণা শুরু তিলোত্তমায়। সল্টলেক সেক্টর ফাইভের ইসিপিএস-এর সামনে থেকে শুরু করে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, বিধাননগর ও উত্তর কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা অল্প সময়ের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ফলে ব্যাহত হয় যান চলাচল। পুজোর মাত্র ৩০ দিন বাকি থাকতে এমন নাছোড় বৃষ্টিতে কপালে ভাঁজ পুজো উদ্যোক্তা থেকে সাধারণ মানুষের।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকাতেই এই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত। তবে কেবল কলকাতাই নয়, রাজ্যজুড়ে রবিবারের আগে বৃষ্টি থামার বিশেষ লক্ষণ নেই। একইসঙ্গে শুক্রবারের পূর্বাভাস সম্পর্কে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। এরপর শনিবার থেকে বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমলেও উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে (দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ) বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। এরপর সোমবারে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে এবং মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগের কোনো সতর্কতা নেই।

দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা দিয়েছে হাওয়া অফিস। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে বৃহস্পতি ও শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আলিপুর সূত্রে খবর, পশ্চিম ভারতে রাজস্থান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বিদায়ের প্রস্তুতি শুরু হলেও পুজো ঘেঁষা বাংলায় বৃষ্টি থামছে না একাধিক শক্তিশালী আবহাওয়া সংক্রান্ত ব্যবস্থার কারণে। বর্তমানে একটি মৌসুমি অক্ষরেখা লখনউ, গয়া ও সাগরদ্বীপের ওপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তর ওড়িশা পর্যন্ত তৈরি হয়েছে আরও একটি অক্ষরেখা।

এরই মধ্যে থাইল্যান্ডের উত্তরাংশে থাকা একটি ঘূর্ণাবর্ত শুক্রবার সন্ধ্যার মধ্যে উত্তর আন্দামান সাগরে এসে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এটি ৩-৪ দিনের মধ্যে উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে ওড়িশা-অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে এগোবে। এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে কি না তা স্পষ্ট নয়, তবে এর প্রভাবে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে বাংলায় বর্ষণের পরিমাণ ফের মারাত্মক ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।

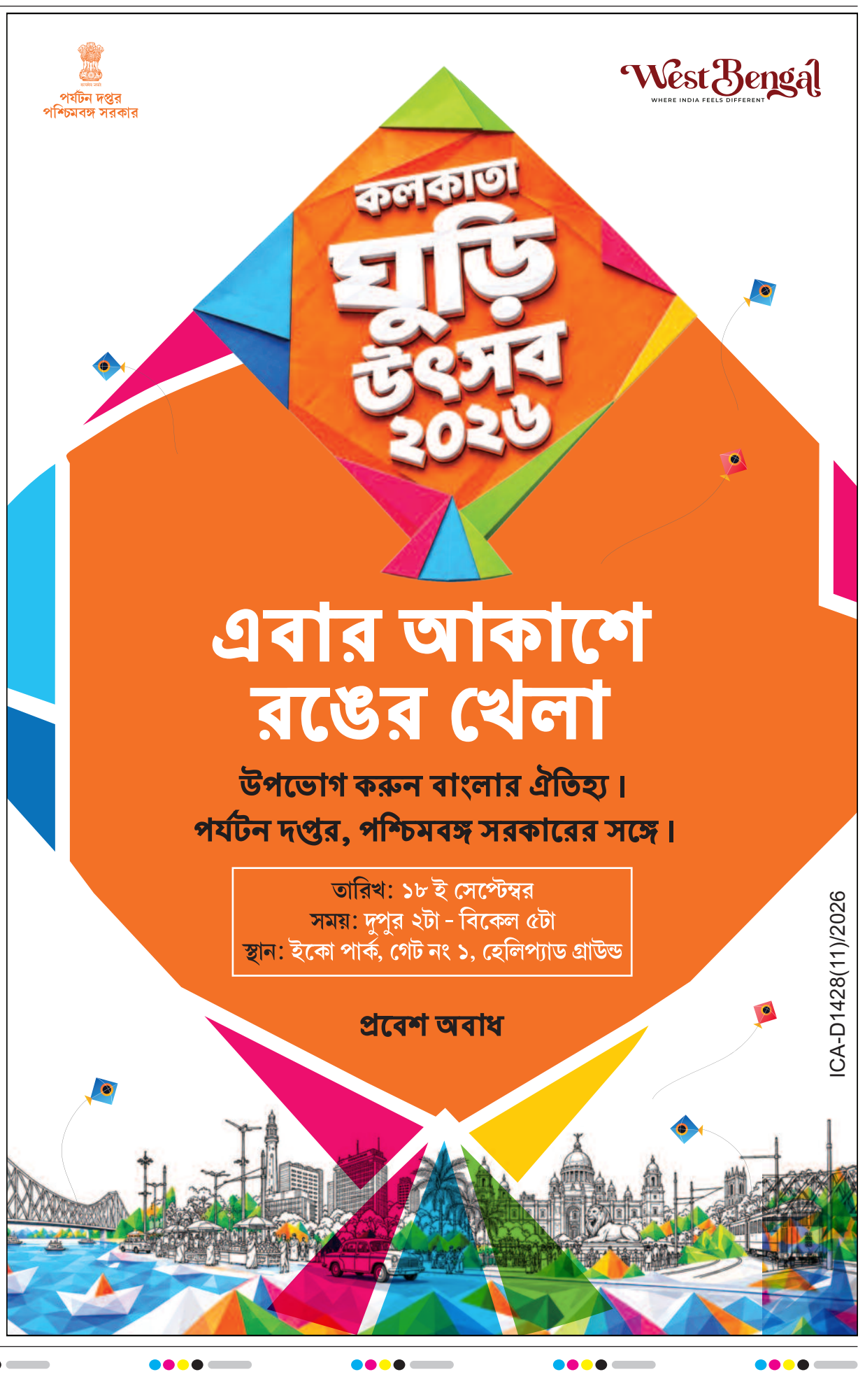

সম্পাদকীয়

বদলেছে সরকার, ছাত্র সংসদের নির্বাচনটা এবার হোক

প্রায় এক দশক হতে চলল রাজ্যের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়-সহ শিক্ষাঙ্গনগুলিতে নির্বাচিত ছাত্র সংসদের পাট চুকে গিয়েছে। তৃণমূল জামানায় ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বারবার রক্তাক্ত হয়েছে শিক্ষাঙ্গন। তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, দলের ছাত্র সংগঠনের একেবারে নিচুতলার ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না শীর্ষ নেতৃত্বের। যার ফলে নির্বাচন আসলেই রক্ত, গুলি, বোমা এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। তারপরই চাপে পড়ে নির্বাচন থেকে পিছিয়ে আসে পূর্বতন সরকার। বারবার দাবি ওঠা সত্ত্বেও নির্বাচন করার সাহস দেখায়নি মা মাটি মানুষের সরকার। নির্বাচনে হার এড়াতে গিয়ে তারা নির্বাচনটাই তুলে দেয়। এভাবেই কেটে যায় সাত থেকে আট বছর। এই সময় ছাত্র সংসদগুলো চলেছে পুরোপুরি অ্যাডহক ভিত্তিতে। নিট ফল, সেখানে ছড়ি ঘুরিয়েছে শাসক দলের লোকজনেরাই। এই ভাবে ঘুরপথে শিক্ষাঙ্গনগুলিতে নিজের দখলদারি কায়েম করেছিল তৎকালীন শাসকরা। কিন্তু এখন সময় বদলেছে রাজ্যে নতুন সরকার এসেছে। তাই ছাত্র সমাজের আশা নতুন সরকার এবার নির্বাচন করে শিক্ষঙ্গনের উপযুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনবে। দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন না-হওয়ায় স্টুডেন্ট কাউন্সিলগুলি সঠিকভাবে কাজ করছে না বলেও অভিযোগ। তাই অবিলম্বে রাজ্যের কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন চেয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টেও। এপর্যন্ত এই সংক্রান্ত একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। সেই মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে সম্প্রতি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণও করা হয়েছে। আগামী মাসে এই মামলার শুনানি। এর আগে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দিনের পর দিন নির্বাচন কেন করা হচ্ছে না সেই প্রশ্ন তুলে জনস্বার্থ মামলাও দায়ের হয়েছিল হাইকোর্টে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও এই একই অভিযোগ উঠেছে। সবমিলিয়ে অচলাবস্থা চরমে। এর থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র নির্বাচন। ছাত্রদের এখন সেটাই দাবি।

এসেছে বলার সময় — হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

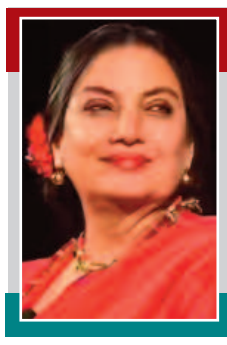

সময় হয়েছে। সাহসও। আমাদের হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই বলার। বিগত সরকারের ক্ষেত্রে এমনটা ছিল না। অর্থাৎ মুসলিম তোষণ, সুযোগ সুবিধা দেওয়া সেই সরকারের অন্যতম কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। না, এখন আর সেই সুবিধা নেই। কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ডাবল ইঞ্জিন সরকার। অর্থাৎ গোবরে পদ্ম ফুটল। সুতরাং চারিদিকের গোবরের পরিধির মধ্যে হলো পদ্মের জাগরণ। ভুল বললাম মানে,শিহরণ। সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম, রাজনীতি, হিংসা, উগ্রতা, ইত্যাদি দূর হবে আশা করাই যায়। কারণ আমরা জানি এই হিংসা, উগ্রতা যারা ছড়ায় তাদের বেশিরভাগই হলো মুসলিম। যাদের অদম্য সাহস। ধর্ম দিয়ে রাজনীতির মানসিকতা, উগ্রতা, ইত্যাদি। কিন্তু সময় পাল্টালো। আজ সবুজ গেরুয়া তে পরিণত হলো। ফলে, মানুষের মধ্যে আশা প্রত্যাশা বাড়তে লাগলো। বিজেপি সরকার ১০০ দিন অতিক্রান্ত। ১৫০ এর পথে বিজেপি। ইতিমধ্যে কাজের যে কাজের গতিবিধি দেখিয়েছে তাতে এটা বোঝা যায় যে সাম্প্রদায়িক বিষয় নিয়ে মাতব্বরি করলে মাথা ব্যথা করিয়ে দেবে এই সরকার। কেন দেবে না বলুন তো? হিন্দু,বাঙালি মুসলিমদের হাতে কম অত্যাচারিত হয়নি। এর পেছনে যুগে যুগে ছিল কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের মদত। যদি আমরা একটু পেছনের দিকে তাকাই অর্থাৎ স্বাধীনতার আগে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের দিকে তাহলে দেখব তখন হিন্দু ছিল সংখ্যা লঘু। সংখ্যাগুরু ছিল মুসলিম সম্প্রদায়। তারা কিভাবে হাজারে হাজারে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছে সেই ইতিহাস কারো অজানা নয়। কিন্তু তখন কি প্রতিবাদ হয়নি? হয়েছে। ১৯৪৬ সালে যখন কলকাতার বেলেঘাটা-য় নৃশংস অত্যাচার হয়েছে মুসলিমরা তখন গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জির মতো নেতার আগমন ঘটেছিল। যে নেতার আগমনে প্রায় ১৬ হাজার মানুষ সামিল হয়েছিল। এই মানুষগুলোর প্রতিবাদ করেছিল সেই মুসলিম সম্প্রদায়কে। শিখিয়েছিল মারের বদলে মার কাকে বলে। দেখিয়েছিল রক্তের বদলে কিভাবে অধিকার কে ছিনিয়ে নেওয়া যায়। এমন আন্দোলন হয়েছিল, এমন প্রতিবাদ হয়েছিল যে সয়ং মহাত্মা গান্ধী ছুটে এসে অনুরোধে করেছিল গোপাল বাবুদের যে -- তোমরা অস্ত্র ছাড়ো অস্ত্র ছাড়ো। নিরস্ত্র হও। মুসলিম সম্প্রদায় কে বোঝাবার দায়িত্ব আমার। তাহলে প্রতিবাদে ঠিকই ছিল। কিন্তু ইতিহাস সেটা মনে রাখেনি। আসলে ইতিহাস সব জানে। তবে সেই ইতিহাস কে ঠিকমতো তৈরি করা হয়নি। বোঝানো হয়নি। কেন তা হয়েছিল আমাদের অজানা নয়। কারণ আমরা দেখেছি যুগে যুগে রাজনীতি সমস্ত কিছু চালিত করে আসছে। সেদিনও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তাই গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো নেতারা ক্রমশ বিলীয়মান করার চেষ্টা দেখতে পাওয়া গেছিল। কিন্তু সেই ইতিহাস মুছে যায় কি করে? আজ পদ্মের আগমন ঘটলে আমরা জানতে পারি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অনন্য কৃতিত্বের কথা।

কাকে বলে জাতীয়তাবাদ ?কাকে বলে রাষ্ট্র বাদ? কারা সেই মেহনতি মানুষের পক্ষে? কারা মাকস,লেনিন এর ভাবধারায় বিশ্বাসী? তারা কি সেদিনের পারতো না এক অনবদ্য শাসনের মধ্যে দিয়ে পরবর্তীকালে হিন্দু জাগরণের বিষয়টাকে সামনে আনতে? কংগ্রেস পারেনি বলে পরবর্তীকালে কেনো সিপিএম পারবে না! দায়িত্বশীল তবে কে? সরি, হবে কে? সবশেষে আমরা হিন্দু, আমাদের জাতীয়তা বোধ আমাদের অনন্য সম্পদ--- সেই সম্পদকে রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্র নেতার। আমরা যতই সেক্যুলার সেক্যুলার করে চেঁচায় না কেনো আসলে কি আমরা সেক্যুলার হতে পেরেছি? বুঝেছি এর মানে? এক শ্রেণীর মানুষ অত্যাচারিত হবে এবং আর এক শ্রেণীর মানুষ অত্যাচার করবে। তবে কেন একটা শ্রেণী নিজের ইচ্ছামত চলছিল ? কংগ্রেস,সিপিএম, পরবর্তীকালে তৃণমূল কেউ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করেনি। সুতরাং তাদের বাড়বাড়ন্ত থামানোর জন্য কেউ কেনো কোনো ব্যবস্থায় গ্রহণ করেনি? তাই তারা দিনের পর দিন বেড়ে গেছে। অত্যাচার করেছে। যার নেতৃত্ব দিয়েছে তাদের সাহস জুগিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক মুখ্যমন্ত্রী। তা সে জ্যোতি বসু হোক বা সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-ই হোক অর্থাৎ সিপিএম জমানা হোক বা তৃণমূল। আমরা দেখেছি মুসলিম কিভাবে শাসকেরা আসনে হিন্দুদের চালিত করছিল।

কিন্তু না। এবার সময় এসেছে। এবার সাহসে সময় এসেছে হিন্দুদের একজোট হয়ে মুসলিমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। আগেও সময় ছিল কিন্তু রাজনৈতিক মদতপুষ্ট কিছু মাতব্বরের জন্যই সেটা সম্ভব হয়নি। তাই সে অসম্পূর্ণ কাজকে সম্ভবপর যাত্রা করে তুলতে সকলে বদ্ধপরিকর। হ্যাঁ, হিন্দুই বদ্ধপরিকর। আসলে অবিভক্ত বাংলাদেশ থেকে এই যাত্রা শুরু হয়েছিল। যখন এপাড় ওপার মিলে মিশে ছিল। তখন ওপারের দাপটে অর্থাৎ কিছু ওপার বাংলার নেতার দাপটে এপার বাংলা সময় ভূত-সন্ত্রস্ত ছিল। অত্যাচার হতো হিন্দুদের উপরে। এ ঘটনা নোয়াখালি জানে। বাংলাদেশের বহু অঞ্চল জানে। বহু জায়গা তার সাক্ষী। কিন্তু কিভাবে তার থেকে মুক্তি সে সব নিয়ে ভাববার অবকাশ কি কারো ছিল? গঙ্গা, পদ্মা এক হলেও মিলের অভাব ছিল অনেক। গঙ্গা - পদ্মার জল একই হলেও মিলের অভাব ছিল বহু কাজে। কাজেই সেদিন সে কাজ সম্পন্ন হয়নি তারপর স্বাধীনতা এল স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও আমরা দেখতে পেলাম একেক রাজনৈতিক দল একেক ভাবে পরিচালনা। যেখান থেকে হিন্দু বলয় তৈরি হয় না।

এবার সেই হিন্দু বলায় তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে একটা প্রত্যয়। তৈরি হয়েছে একটা আবেগ। তৈরি হয়েছে একটা সেন্সেটিভ ইমোশন। তৈরি হয়েছে একটা মানবতা বোধ । একটা রাষ্ট্রীয় বোধ, একটা জাতীয়তা বোধ, একটা সু-চিত্ত।

অবিভক্ত বাঙালি তথা হিন্দু রুখে দাঁড়াবার সাহস পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের। 'বন্দেমাতরম ' গান আমাদের। চিন্তা ও আমাদের। আমাদের রক্তে, শিরায়, ধমনীতে, আবেগে, অস্তিত্বে,আমাদের জাতীয় চেতনায় সেই জাতীয় চেতনা কে দেখতে পাবো যেখানে স্বাধীনতা আছে। হিন্দু তথা বাঙালি কেনো রুখে দাঁড়াবে না? 'বন্দেমাতরম 'গাইলে তোমার বুকে ব্যথা বাড়ে কেনো? তবে তুমি হিন্দু নও। আবার মুসলিম হওয়ার সাহসও তোমার নেই। তবে তুমি কে? রাহুল গান্ধী নিশ্চই সেটা জানে। তাই উসকানি বাদীদের ও সময় এসেছে। হিন্দু তৈরি আছে। সুতরাং সাবধান।

উত্তর-পূর্বের জীবনরেখা চিকেন নেক আজও প্রাসঙ্গিক

শেখর সাহা

পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভা ১২০ একর জমি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় নিরাপত্তা এবং সামরিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই জমি ব্যবহার করা হলে চিকেন নেক অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হলেও জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্র ও রাজ্যের সহযোগিতা একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত। কারণ ভারতের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে সীমান্ত নিরাপত্তা কখনো একক সরকারের দায়িত্ব নয়; এটি একটি ধারাবাহিক রাষ্ট্রনৈতিক প্রক্রিয়া। কংগ্রেস আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সরকার পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি নিজেদের মতো করে চিকেন নেককে সুরক্ষিত রাখার পরিকল্পনা নিয়েছে। কারও জোর ছিল রাজনৈতিক সংহতিতে, কারও অবকাঠামো উন্নয়নে, আবার কারও সামরিক আধুনিকীকরণে।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে রাখা মাত্র ২০ থেকে ২২ কিলোমিটার প্রশস্ত এক সরু ভূখণ্ড; শিলিগুড়ি করিডর, যা সাধারণ মানুষের কাছে 'চিকেন নেক' নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি সংলগ্ন এই অঞ্চল একদিকে*নেপাল, অন্যদিকে বাংলাদেশ, খুব কাছেই ভুটান এবং অদূরে চীন-এর উপস্থিতির কারণে বিশ্বের অন্যতম স্পর্শকাতর কৌশলগত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এই করিডর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ভারতের উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যের সঙ্গে স্থল যোগাযোগ কার্যত ভেঙে পড়বে। তাই সামরিক বিশেষজ্ঞরা একে ভারতের তস্ট্র্যাটেজিক জুগুলার ভেইনদ বলেও উল্লেখ করেন। চিকেন নেক শুধুমাত্র একটি রাস্তা নয়, এটি ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, অর্থনীতি, সামরিক শক্তি এবং কূটনৈতিক স্থিতিশীলতার তলাইফলাইনদ।

চিকেন নেকের বর্তমান গুরুত্বের পেছনে রয়েছে দেশভাগের ইতিহাস। ব্রিটিশ আমলে পূর্ববঙ্গ, অসম ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে বিস্তৃত রেল ও সড়ক যোগাযোগ ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল একটি সরু করিডরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় তৎকালীন জওহরলাল নেহরু সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতের মূলধারার সঙ্গে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে যুক্ত রাখার উদ্যোগ নেয়। নেহরু উপলব্ধি করেছিলেন যে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সংকট তৈরি করতে পারে। তাই কংগ্রেস সরকারের আমলেই সীমান্ত সড়ক, সেনা ঘাঁটি ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো নির্মাণের সূচনা হয়। যদিও সেই সময় জাতীয় নিরাপত্তার তুলনায় রাজনৈতিক সংহতিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধ ভারতের নিরাপত্তা নীতিতে এক বিশাল পরিবর্তন আনে। যুদ্ধের সময় স্পষ্ট হয়ে যায় যে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল থাকলে পুরো অঞ্চল ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। এর পরবর্তী সময়ে*ইন্দিরা গান্ধী-র সরকার সীমান্ত নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। সীমান্ত সড়ক সংস্থার কার্যক্রম জোরদার হয়। উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বে সেনা মোতায়েন বাড়ানো হয়। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়ও চিকেন নেকের কৌশলগত গুরুত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ এই করিডর দিয়েই ভারতীয় সেনার রসদ, অস্ত্র ও সামরিক যোগাযোগের একটি বড় অংশ পরিচালিত হয়েছিল। বাংলাদেশের জন্ম ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক স্বস্তি নিয়ে এলেও চিকেন নেকের গুরুত্ব কমেনি; বরং এটি দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত ভারসাম্যের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১৯৮০ এবং ৯০-এর দশকে উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, জঙ্গি কার্যকলাপ এবং সীমান্ত চোরাচালান কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও সতর্ক করে তোলে। কংগ্রেস সরকার সেই সময় গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি এবং রেল ও সড়ক উন্নয়নের দিকে জোর দেয়। একই সঙ্গে শিলিগুড়িকে উত্তর-পূর্ব ভারতের তগেটওয়েদ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে* পি ভি নরসিংহ রাও*তলুক ইস্ট পলিসিদ চালু করেন, যার লক্ষ্য ছিল উত্তর-পূর্ব ভারতকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে যুক্ত করা। এই নীতির ফলে চিকেন নেক শুধুমাত্র সামরিক করিডর নয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও কূটনৈতিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হতে শুরু করে। এরপর অটল বিহারী বাজপেয়ী* সরকারের আমলে জাতীয় সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প এবং সীমান্ত অবকাঠামো নির্মাণ নতুন গতি পায়। উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতে রেল যোগাযোগ বাড়ানো হয়। একাধিক সামরিক ঘাঁটি আধুনিকীকরণ করা হয়। তবে বর্তমান সময়ে*নরেন্দ্র মোদী সরকারের তঅ্যাক্ট ইস্ট পলিসিদ চিকেন নেককে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। কারণ বর্তমান সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতকে শুধু সীমান্ত অঞ্চল হিসেবে নয়, বরং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা এবং ভূরাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। একাধিক এক্সপ্রেসওয়ে, নতুন রেলপথ, প্রতিরক্ষা করিডর, আধুনিক বিমানবন্দর এবং সীমান্ত নজরদারি প্রযুক্তি এই বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ।

বর্তমান আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতিতে চিকেন নেকের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। চীনের তস্ট্রিং অব পার্লসদ কৌশল, দক্ষিণ এশিয়ায় তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব, এবং ডোকলাম ইস্যু ভারতের নিরাপত্তা উদ্বেগকে বাড়িয়েছে। ২০১৭ সালের ডোকলাম অচলাবস্থার সময় ভারতীয় সেনা ও চীনা বাহিনীর মুখোমুখি অবস্থান স্পষ্ট করে দেয় যে ভুটান-চীন সীমান্তে যেকোনো পরিবর্তন ভারতের জন্য কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। কারণ ডোকলাম মালভূমি চিকেন নেকের খুব কাছেই অবস্থিত। সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি চীন কখনো এই অঞ্চলে কৌশলগত আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়, তবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ বিপন্ন হতে পারে। সেই কারণেই ভারত সরকার উত্তরবঙ্গ ও সিকিম অঞ্চলে সামরিক পরিকাঠামো, রাস্তা, রেলপথ, বিমানঘাঁটি এবং নজরদারি ব্যবস্থাকে দ্রুত শক্তিশালী করছে।

চিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা কেবল সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে না; এর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক আর্থসামাজিক স্থিতি ও উন্নয়ন। ইতিহাস দেখিয়েছে, যে কোনো কৌশলগত সীমান্ত অঞ্চল তখনই দীর্ঘমেয়াদে নিরাপদ ও স্থিতিশীল থাকে, যখন সেখানে বসবাসকারী মানুষের জীবনমান, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক অবকাঠামো শক্তিশালী হয়। শুধুমাত্র সেনা মোতায়েন, নজরদারি বৃদ্ধি বা প্রতিরক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ দিয়ে স্থায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, যদি স্থানীয় মানুষের মধ্যে বঞ্চনা, দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ আজও শিল্পোন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও আধুনিক অবকাঠামোর ক্ষেত্রে ভারতের বহু অঞ্চলের তুলনায় পিছিয়ে। চা শিল্পের সংকট, কৃষিনির্ভর অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা, যুবসমাজের বেকারত্ব এবং পর্যাপ্ত উচ্চশিক্ষা ও উন্নত স্বাস্থ্যপরিষেবার অভাব এই অঞ্চলে দীর্ঘদিনের বাস্তবতা। এই ধরনের পরিস্থিতি সীমান্তবর্তী এলাকায় অসন্তোষ, অবৈধ অর্থনীতি, চোরাচালান, মাদক পাচার কিংবা বিদেশি গোয়েন্দা ও জঙ্গি নেটওয়ার্কের প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। ফলে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নটি কেবল সীমান্ত পাহারার বিষয় থাকে না; এটি হয়ে ওঠে উন্নয়ন ও মানবিক নিরাপত্তার প্রশ্ন।

এই কারণেই চিকেন নেকের সুরক্ষা বলতে শুধু সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি নয়, বরং একটি শক্তিশালী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলাকে বোঝায়। উত্তরবঙ্গকে যদি পরিকল্পিতভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, লজিস্টিকস, পর্যটন, শিক্ষা ও আঞ্চলিক যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যায়, তাহলে এই অঞ্চল ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ও অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে পারে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে উত্তরবঙ্গ দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগের একটি প্রাকৃতিক প্রবেশদ্বার। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও পরিবহন সংযোগ উন্নত করা গেলে এখানে বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে।

পর্যটন, চা-ভিত্তিক শিল্প, কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ, সীমান্ত বাণিজ্য, তথ্যপ্রযুক্তি ও পরিবহন পরিষেবাকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গকে একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক করিডরে রূপান্তরিত করা সম্ভব। একইসঙ্গে উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল অবকাঠামো, দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র এবং আধুনিক নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে যুবসমাজের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করা গেলে এই অঞ্চল আরও স্থিতিশীল ও আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে। তখন চিকেন নেক কেবল একটি দুর্বল ভূরাজনৈতিক করিডর নয়, বরং ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আঞ্চলিক সংযোগ ও জাতীয় নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে।

শব্দছক ২৭১ রবি দাস

পাশাপাশি: ১. আবহমান কাল ধরে চলে আসা ৩. বড় পশুর সামনের পায়ের তালু ৫. চেহারা ৬. কাগজ মাপার বড় একক ৮. করী ১০. চাকর ১২. রাজার উপবেশন স্থান ১৪. জল ১৫. রৌপ্য ১৬. নিবেদন ১৮. পটলের গাছ ১৯. ধ্বংশ ২০. লতিয়ে চলে যে গাছ ২২. প্রাণ ২৩. দীর্ঘ ২৪. রাত থাকতে থাকতে

ওপর-নিচ: ১. বাজ শকুন গোত্রীয় তীক্ষ্ণ প্রাণী ২. নৌকা ৪. কপি (প্রাণী) ৫. ভ্রমর ৭. মনোসংযোগ ৮. ডাক্তার নার্স সম্বলিত রোগীভর্তি স্থান ৯. দুই ও চার-এর মধ্যবর্তী ১১. কর প্রদানকারী রাজ্য ১৩. শাল পিয়াল শ্রেণীর বৃক্ষ ১৬. অনয়ন করা ১৭. চোখ ১৮. পাঁকযুক্ত ২১. নক্ষত্র ২২. মনুষ্যশ্রেণী

সমাধান ২৭০ — পাশাপাশি: ১. হাতি ৩. প্রকাশ ৬. পলক ৮. বাঁকা ৯. লঙ্কেশ ১০. বাকল ১২. ঘড়ি ১৩. পাজি ১৪. ঘুষখোর ১৬. কনক ১৮. ঘর ১৯. কমলা ২১. রণন ২২. শাপ

ওপর-নিচ: ১. হাপর ২. তিল ৪. কাজল ৫. দোকা ৭. কথক ৮. বাঁশঘর ১০. বাজিকর ১১. লঘুকরণ ১৫. খোরাক ১৭. কলাপ ১৮. ঘটা ২০. মশা

আজকের দিন

■ **১৯৭৮** — রক ব্যান্ড কিস-এর চার সদস্যই একযোগে তাঁদের একক অ্যালবাম প্রকাশ করেছিলেন।

■ **২০১৬** — উরিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দপ্তরে একটি মারাত্মক সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছিল, যার ফলে বেশ কয়েকজন জওয়ান শহীদ হয়েছিলেন।

জন্মদিন

১৮৮৬ রাজনীতিবিদ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

১৯৫০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শাবানা আজমির জন্মদিন।

১৯৮৯ বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় অশ্বিনী পুনাপ্পার জন্মদিন।

শাবানা আজমি

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

ভালো রেজাল্ট না থাকলে ভালো চাকরি না মেলার ধারণাটাই ভুল। ভালো নম্বর নয়, ভালো জানাটা জরুরি। বারবার ব্যর্থ হলে চাকরি না মিললেও জানার পরিধি বেড়ে চলে। এজন্য যে নাছোড় হয়ে লেগে থাকে, তার সাফল্য শুধু সময়ের অপেক্ষা।

কোট-আনকোট

আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, পশ্চিমবঙ্গের ত্রিসীমানায় লাল সন্ত্রাসকে খতম করা হবে। কোথাও মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা হলে রাজ্য সরকার শক্ত হাতে দমন করবে। আমাদের পুলিশ এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক ও দক্ষ।

মাওবাদী নেতা আকাশ গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন

২০০ লিটার দুধের পায়েস জামালপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন সারা দেশের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরেও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পালন করা হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে এক নম্বর মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল জানিয়েছেন, এদিন তারা নিজেরাই ২০০ লিটার দুধ দিয়ে পায়েস তৈরি করছেন এবং সেই পায়েস রাস্তায় পথ চলতি মানুষদের মধ্যে বিতরণ করবেন। তিনি জানিয়েছেন, 'প্রধানমন্ত্রীজির জন্ম দিবস সেবা পক্ষকাল হিসেবে সারা সপ্তাহ জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে পালন হবে। তার মধ্যে আজকের দিনে এই বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।' প্রধান চন্দ্র পাল জানান, 'প্রধানমন্ত্রীজি সারাদেশের জন্য এক গর্বের বিষয় এবং আজ ভারতবর্ষের তথা পশ্চিমবঙ্গের আপামর মানুষ তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। এবং তাদের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদিজি'র জন্মদিন উপলক্ষে ২৬২ বিধানসভার জামালপুর ১ নং মন্ডল প্রধান চন্দ্র পালের অনুপ্রেরণায় উত্তর সারাংপুর ২৯ নং বুথের বুথ সভাপতি ফরিদ রহমান শেখ এর নেতৃত্বে সমস্ত গ্রামবাসী ও পথচারী দের জন্য পায়েস বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভকামনা জানিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হল।'

প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনায় স্বপন বাউল

নিজস্ব প্রতিবেদন হুগলি: গোটা প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীর জন্মদিন পালন করা হচ্ছে সারা দেশ জুড়ে। পশ্চিম বঙ্গে ও তার ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত ডক্টর স্বপন দত্ত হুগলি এক অভিনব কায়দায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন পালন করলেন। তিনি বাউল সাজে বাদ্য যন্ত্র নিয়ে জেলায় জেলায় ছুটলেন। দেখা গেলো হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে রেল স্টেশনে ও পথে পথে। নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন নিয়ে গান লিখে সুর করে শুভকামনায় গান গেয়ে হুগলি জেলাকে মুখরিত করলেন। সকল ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনারা সকলেই নরেন্দ্র মোদীজিকে আশির্বাদ দিন। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গল কামনা ও সুস্থ সুরক্ষিত জীবন কামনা করুন।'

মাটির দাম আকাশছোঁয়া

বিশ্বকর্মা পুজোয় মন্দার বাজার, উদ্বেগে মৃৎশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শুক্রবার শিল্পদেবতা বিশ্বকর্মার আরাধনা। কিন্তু বৃহস্পতিবার কাঙ্ক্ষিত খরিদ্দারের দেখা পাওয়া যায় নি বর্ধমান শহরে। কাঁচামালের আকাশছোঁয়া দাম এবং বাজারের মন্দাভাবের কারণে চরম আশঙ্কায় দিন গুনছেন পূর্ব বর্ধমান সহ বিভিন্ন জেলার থেকে আসা মৃৎ শিল্পীরা। প্রতি বছরের মতো এবারও বর্ধমান শহরের প্রাণকেন্দ্র কার্জন গেটের পূর্ব দিকে বিশ্বকর্মা প্রতিমার পসরা সাজিয়ে বসেন মৃৎ শিল্পীরা। শুধু পূর্ব বর্ধমান নয়, আশেপাশের নানা জেলা থেকেও শিল্পীরা এখানে আসেন ভালো ব্যবসার আশায়। তবে শিল্পীদের অভিযোগ, মাটির দাম দ্বিগুণ করে বাড়ার পাশাপাশি রঙ, খড় ও সাজসজ্জার অন্যান্য উপকরণের দাম এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে গেছে। ফলে বাধ্য হয়েই প্রতিমার বিক্রয়মূল্য বাড়াতে হয়েছে। কিন্তু দাম বাড়তেই বিপত্তি। পুজোর আগের দিন বিকেল পর্যন্ত আশানুরূপ ক্রেতার দেখা না মেলায় হতাশ প্রতিমা ব্যবসায়ীরা। বিশ্বকর্মা পুজোর আগের মুহূর্তেও যদি পর্যাপ্ত প্রতিমা বিক্রি না হয়, তবে বিশাল অঙ্কের আর্থিক লোকসানের মুখে পড়তে হবে বলে তাঁদের আশঙ্কা। মৃৎ শিল্পী গৌতম পাল জানান, 'মাটি থেকে শুরু করে রঙ, খড়-সব কিছুরই দাম দ্বিগুণ হয়ে গেছে। প্রতিমা তৈরিতে যে খরচ পড়েছে, সেই অনুযায়ী দাম না চাইলে আসল টাকাই উঠবে না। কিন্তু বাজারে খরিদ্দার নেই বললেই চলে। বিকেল পার হয়ে গেল, বিক্রিবাট্টা একদমই আশাব্যাঞ্জক নয়।' মৃৎ শিল্পী রাজীব রুদ্র জানান, 'প্রতি বছর এই সময় পাড়ায় পাড়ায় বা দোকানে ঠাকুর নিয়ে যাওয়ার হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এবার পুরো উল্টো ছবি। প্রতিমার দাম কিছুটা বেশি শুনে ক্রেতারা পিছিয়ে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত সব ঠাকুর বিক্রি হবে কিনা, তাই নিয়ে তারা চরম দুশ্চিন্তায় আছেন।' প্রতিমা ক্রেতা তরুণ কুমার মণ্ডল জানান, 'অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার প্রতিমার দাম অনেকটাই বেশি মনে হচ্ছে। বাজেট সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে ঐতিহ্য মেনে পুজো তো করতেই হবে, তাই একটু দেখে-শুনে দরদাম করেই প্রতিমা কিনতে হচ্ছে।' উৎসবে যখন মাতোয়ারা হওয়ার কথা, ঠিক সেই মুহূর্তে বিশ্বকর্মা পুজোর মুখে দাঁড়িয়ে লগ্নির টাকা ওঠা নিয়ে চিন্তার ভাঁজ বর্ধমানের মৃৎ শিল্পীদের কপালে।

জামুড়িয়ায় ফায়ার স্টেশন তৈরির জমি পরিদর্শন প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এবার জামুড়িয়া বিধানসভা এলাকায় গড়ে উঠতে চলেছে নতুন ফায়ার স্টেশন। অগ্নিকাণ্ডের সময় দূরের দমকল কেন্দ্র থেকে গাড়ি আসতে দেরি হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি বাড়ত। এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে বিধানসভায় বিষয়টি তুলেছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ড. বিজন মুখার্জি। বিধায়কের উদ্যোগের পর জামুড়িয়া বিএল অ্যান্ড এলআরও দপ্তরের পক্ষ থেকে চাঁকদোলা মোড়ের কাছে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে জমি চিহ্নিত করা হয়। বৃহস্পতিবার বিধায়ক, দমকল বিভাগ, প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা সেই জমি পরিদর্শন করেন। প্রাথমিকভাবে জমিটি ফায়ার স্টেশনের জন্য উপযুক্ত বলে জানানো হয়েছে। বিধায়ক জানান, জমিটি এমন জায়গায় রয়েছে যেখান থেকে জামুড়িয়ার শিল্পাঞ্চল, রানিগঞ্জ, পাণ্ডবেশ্বর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকায় দ্রুত দমকল পৌঁছতে পারবে। তবে জমিতে কিছুটা মাটি ভরাটের প্রয়োজন রয়েছে। সোমবারের মধ্যে রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি জামুড়িয়ায় আগামী দিনে হাসপাতাল, রবীন্দ্র ভবন, ইনডোর স্টেডিয়াম এবং নেশামুক্তি কেন্দ্র তৈরির উদ্যোগের কথাও জানান বিধায়ক। নেশামুক্তি কেন্দ্রের জন্য ইসিএলের সিএমডির সঙ্গে কথা হয়েছে বলেও জানান তিনি। এদিনের জমি পরিদর্শনে বিধায়ক ছাড়াও বিএলআরও, পিডব্লিউডি, দমকল বিভাগ এবং প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the certificates of the 232 shares of Rs. 10/- each held under Folio No. TFS 0023683 of Saraswatibai Vinayak Ghanekar, Kala Narayan Bhat and Shashikala Raghunath Potnis were subject matter of Suit No. 32 of 1998 filed by Saraswatibai Vinayak Ghanekar before the Hon'ble Civil Judge (Senior Division) at Ratnagiri against Shashikala Raghunath Potnis and Kala Narayan Bhat. The said suit was further contested by Ritesh Sharad Ghanekar on the death of the Plaintiff, by Saraswatibai Vinayak Ghanekar. Vide order and decree dated 08.07.2007, consent terms were filed between the parties and the suit was decree as per the consent terms signed by the parties. As per the consent terms the names Sumitra Sharad Ghanekar and Ritesh Shankar Ghanekar was to be recorded in place of Shashikala Raghunath Potnis and Kala Narayan Bhat from the shares which are held by Saraswatibai Vinayak Ghanekar as the 1st holder.

The said 232 shares of Rs. 10/- each have now been sub- divided into 2320 shares of Re. 1/- each and these 2,000 shares of Re. 1/- each.

The claimant Ritesh Sharad Ghanekar has now requested the company to transfer and issue Duplicate Share Certificate for 2,320 shares of Re. 1/- each bearing distinctive Nos. 16594341 - 16596690 in lieu of 232 shares of Rs. 10/-each based on the consent terms and court order dated 08.07.2007.

Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the company at its registered office within 15 days from this date, else the company will proceed with the approval for issue of Duplicate Share Certificates and transfer of the same in favour of Ritesh Sharad Ghanekar without further intimation.

Date : 18.09.2026
Place : Ratnagiri

এসবিআই সারেঙ্গা শাখা (০২১২২)
গ্রাম + পোঃ হীরাপুর, হাওড়া-৭১১৩১০
(মো): ৯৬৭৪৬২৪৫১৫; ই-মেইল: sbi.02122@sbi.co.in

পাবলিক নোটিশ

মূল বিক্রয় দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, **(১) শ্রী ধনঞ্জয় দেবাংশী, পিতা- অহীভূষণ দেবাংশী,** বসবাসকারী: আনন্দনিকেতন, বিদ্যাসাগর পল্লী মকরামপুর পোঃ বোলপুর, বীরভূম পশ্চিমবঙ্গ, **অ্যাকাউন্ট নং ৩০৯৯০৮০২১৮৪**-এর মাধ্যমে একটি হোম লোন মঞ্জুর করা হয়েছিল। **এবং শ্রী ধনঞ্জয় দেবাংশী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সারেঙ্গা শাখা, গ্রাম + পোঃ হীরাপুর, হাওড়া-৭১১৩১০**-এ মূল **দলিলটি** জমা দিয়েছিলেন, যার **নম্বর ২০০৯** সালের জন্য **০৩৩০২,** পশ্চিমবঙ্গের এ.ডি.এস.আর শিয়ালদহ-এর অফিসে ২৩.১২.২০০৯ তারিখে যথাযথভাবে নিবন্ধিত। দলিলটি বুক - I, সিডি ভলিউম নং- ১৫, পাতা ৩৯৯০ থেকে ৪০৩৯ -এ নিবন্ধিত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, জে.এল. নং ১৯, খতিয়ান নং ২৩০, ৫৭৫। আর.এস দাগ নং ১৪০৫, ১৪০৯। তৌজি নং ১২, ১৩, ১০। মৌজা-গড়ফা, **৬১৫ বর্গফুট** জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের ব্লক: **বি, ফ্ল্যাট নং জি-বি,** গ্রাউন্ড ফ্লোর, **সাগর এনক্লেভ,** ২৩০ বিবেকানন্দ সরণি, পোঃ-হালতু, কলকাতা-৭০০০৭৮ -এ অবস্থিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে। উক্ত দলিলের হারিয়ে যাওয়া/ভুল স্থানে রাখা সম্পর্কে হাওড়ার মাণিকপুর থানায় **০২.০৯.২০২৬** তারিখে জেনারেল ডায়েরিতে **জি.ডি.ই নং ৫৩** হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। মূল টাইটেল দলিলটি রাখার জন্য পর্যাপ্ত এবং যুক্তিসঙ্গত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও এটি হারিয়ে গেছে এবং/বা ভুল স্থানে রাখা হয়েছে। যদি কেউ দলিলগুলি খুঁজে পান, দয়া করে প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে **এসবিআই সারেঙ্গা শাখায়** জানান।

শাখা ব্যবস্থাপক,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সারেঙ্গা শাখা,

অ্যাপল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
রেজি. অফিস : বি ১৪, ১ম ফ্লোর, রাইট সাইড বি, পোরশন
চিরাগ এনক্লেভ, গ্রেটার কৈলাশ, দিল্লি, ১১০০৪৮
CIN : L74110DL1972PLC206966 ইমেইল আইডি : office@applegroup.co.in

ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে
ইক্যুইটি শেয়ারের প্রস্তাবিত স্বেচ্ছায় ডিলিস্টিং-এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, অ্যাপল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর পরিচালনা পর্ষদ গত **বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে** অনুষ্ঠিত তাদের সভায় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ডিলিস্টিং অফ ইক্যুইটি শেয়ারস) রেগুলেশনস, ২০২১-এর প্রবিধান ৬-এর সাথে পঠিত প্রবিধান ৫ অনুসারে, **দি ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ("সিএসই")** থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার স্বেচ্ছায় ডিলিস্টিং বা তালিকাভুক্তি বাতিলের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে।

কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ("এমএসইআই") -এ **তালিকাভুক্ত** থাকা অব্যাহত থাকবে।

সেই অনুযায়ী, সিএসই থেকে প্রস্তাবিত স্বেচ্ছায় ডিলিস্টিংয়ে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য কোনো প্রস্থান বা এক্সিট-এর সুযোগ নেই, কারণ সেবি (ডিলিস্টিং অফ ইক্যুইটি শেয়ারস) রেগুলেশনস, ২০২১-এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার একটি স্বীকৃত স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত থাকবে।

প্রস্তাবিত ডিলিস্টিং-এর উদ্দেশ্য হলো কোম্পানির লিস্টিং বা তালিকাভুক্তির ব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গত করা এবং দ্বিগুণ তালিকাভুক্তি ও সংশ্লিষ্ট কমপ্লায়েন্স খরচ এড়ানো। সিএসই থেকে প্রস্তাবিত ডিলিস্টিং এমএসইআই-তে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের অব্যাহত তালিকাভুক্তি বা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের অধিকারকে প্রভাবিত করবে না।

প্রযোজ্য আইন এবং সিএসই -এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সিএসই-তে স্বেচ্ছায় ডিলিস্টিংয়ের জন্য আবেদন করা হবে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে ও হয়ে
অ্যাপল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
স্বা/-
রাহুল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন : ১০৯৩৪৫৪৮

স্থান : দিল্লি
তারিখ : ১৭.০৯.২০২৬

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শোকজ নোটিশ

জোনাল অফিস : বহরমপুর
১ম ফ্লোর, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০১, ই-মেইল : zl84@indianbank.bank.in

অ্যানেক্সার - ৮(সি)

ব্যাঙ্ক **মেসার্স এমটিসি এন্টারপ্রাইজ, CIN / PAN : AKQPS0919J** অ্যাকাউন্টে জালিয়াতি পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাদের ১১.০৮.২০২৬ তারিখে শোকজ নোটিশ জারি করা হয়েছিল। উক্ত শোকজ নোটিশগুলিতে ব্যাঙ্ক কর্তৃক সেই সমস্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/প্রোমোটার/ডিরেক্টর/গ্যারান্টারদের বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলি রয়েছে যাঁদের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং এটি শোকজ নোটিশ পাওয়ার **২১ দিনের মধ্যে** ব্যাঙ্কের করা অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে তাঁদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য জারি করা হয়েছিল। এই নোটিশগুলি রেকর্ড করা ঠিকানায় রেজিস্টার্ড/স্পিড পোস্টের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/প্রোমোটার/ডিরেক্টর/গ্যারান্টারদের জারি করা উক্ত শোকজ নোটিশগুলি পোস্টাল ট্র্যাক কনসাইনমেন্ট অনুযায়ী অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এই ধরনের নোটিশের বিবরণ নীচে দেওয়া হলো :

ক্রম	নাম	পদবী	ঠিকানা
১.	শ্রীমতী তময়া সাহা দত্ত	জামিনদাতা প্রয়াত মণিমোহন সাহার আইনি উত্তরাধিকারী	১৮/এন/৫০, এ. সি. রোড, ইন্দ্রপ্রস্থ, পোঃ - খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০৩।
২.	শ্রীমতী তময়া সাহা দত্ত	জামিনদাতা প্রয়াত মণিমোহন সাহার আইনি উত্তরাধিকারী	৭, এ. সি. রোড, জোড়াপুকুর রেসিডেন্সি, ইন্দ্রপ্রস্থ, পোঃ - খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০৩।

এখন, এই নোটিশটি সংবাদপত্রে প্রকাশের মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশটি সংগ্রহ করার জন্য এবং নোটিশ সংগ্রহের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে উত্তর দেওয়ার জন্য অবিলম্বে আমাদের **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস বহরমপুর, ঠিকানা : ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, বহরমপুর, ১ম ফ্লোর, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১০১**-এ যোগাযোগ করার পরামর্শ দিচ্ছে। যদি আমরা নোটিশ সংগ্রহের পর ২১ দিনের মধ্যে কোনো উত্তর না পাই বা এই প্রকাশনার তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশটি সংগ্রহ করা না হয়, তবে এটি ধরে নেওয়া হবে যে এই বিষয়ে তাঁদের কোনো বক্তব্য নেই এবং ব্যাঙ্ক এই বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

তারিখ : ১৭.০৯.২০২৬ — **অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী**
স্থান : বহরমপুর — **জোনাল অফিস, বহরমপুর**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

কাশিমবাজার শাখা
৪৬/৬, বাবুল বোনা রোড, পোঃ এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২১০১, ই-মেইল : C642@indianbank.co.in

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এবং ৯-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত **০৮.০৭.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করেছিলেন এবং নিম্নলিখিতদের আহ্বান জানিয়েছিলেন
১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স পবিত্র ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতী তময়া সাহা দত্ত, স্বামী- দেব কুমার দত্ত।
ঠিকানা ১ : ১৮/এন/৫০, এ. সি. রোড, ইন্দ্রপ্রস্থ, পোঃ - খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১০৩।
ঠিকানা ২ : ৭, এ. সি. রোড, জোড়াপুকুর রেসিডেন্সি, ইন্দ্রপ্রস্থ, পোঃ - খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০৩।
ঠিকানা ৩ : প্রয়াত মণি মোহন সাহা-র মেয়ে, ৯৫/১, পিলখানা রোড, রানীবগান, পোঃ এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১।
২. স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা তথা জামিনদাতা : শ্রীমতী তময়া সাহা দত্ত, স্বামী- দেব কুমার দত্ত।
ঠিকানা ১ : ৭, এ. সি. রোড, জোড়াপুকুর রেসিডেন্সি, ইন্দ্রপ্রস্থ, পোঃ - খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০৩।
ঠিকানা ২ : প্রয়াত মণি মোহন সাহা-র মেয়ে, ৯৫/১, পিলখানা রোড, রানীবগান, পোঃ এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১।
আমাদের **কাশিমবাজার শাখায়** উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭৭,২০,৫১৫.০০ টাকা** (সাতাত্তর লক্ষ কুড়ি হাজার পাঁচশো পনেরো টাকা) (বুক ব্যালেন্স ৭৩,৮০,০০৭.০০ টাকা + এমওআই ৩,৪০,৫০৮.০০ টাকা) যা **০৮.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া, তা উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ এবং ৯-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ৭৭,২০,৫১৫.০০ টাকা** (সাতাত্তর লক্ষ কুড়ি হাজার পাঁচশো পনেরো টাকা) (বুক ব্যালেন্স : ৭৩,৮০,০০৭.০০ টাকা + এমওআই : ৩,৪০,৫০৮.০০ টাকা) যা **০৮.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং এর উপর সুদের চার্জ সাপেক্ষে হবে।
"আমরা সারফায়েশি অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস-এর বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সিকিউরিটির উপর আপনার পুনরুদ্ধারের অধিকার নিয়ে কাজ করে।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধক রাখা সম্পদ

সম্পত্তি ১ : মুর্শিদাবাদ জেলায়, থানা - বহরমপুর-এর অধীনে, জে.এল. নং ৯৫, মৌজা - খাগড়া জয়চন্দ্র, হোল্ডিং নং ৫০/১, এ. সি. রোড (দক্ষিণ), পোঃ- খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩-এর মধ্যে অবস্থিত একটি পূর্ব মুখী কমার্শিয়াল স্পেস যার নম্বর (G-A), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৫০ বর্গফুট পরিমাপের (যার মধ্যে ২৬.০৫.২০২২ তারিখের দান দলিল নং আই-৯৯৯০/২২ অনুযায়ী ৭৬৬.৬৬ বর্গফুট এবং ২৬.০৫.২০২২ তারিখের বিক্রয় দলিল নং আই-৯৯৯৮/২২ অনুযায়ী ৩৮৩.৩৪ বর্গফুট), যা "পবিত্র আবাসন" নামক (B+G+5) তলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত। এর শ্রেণীবিভাগ "কমার্শিয়াল", যার সাথে ২৭.৬০ ডেসিমেল জমির মধ্যে ২১.৬০ ডেসিমেল জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ সংযুক্ত, শ্রেণীবিভাগ "ভিটি", যা বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে হোল্ডিং নং ৫০/১, এ. সি. রোড (দক্ষিণ), প্লট নং আরএস-৮৯ এলআর ১৩১০, খতিয়ান নং সিএস এবং আরএস ১০ এলআর ২৪১৯ থেকে ২৪২৪ এবং ৩৭৭৭ থেকে ৩৭৮২, বর্তমান এলআর ৪৪৬৪, ৪৪৬৫, ৪৪৬৬, ৪৫৬৩/১-এর অন্তর্গত, শ্রীমতী তময়া সাহা (দত্ত)-এর নামে রয়েছে, থানা - বহরমপুর, এডিএসআরও - বহরমপুর, ডিএসআর - মুর্শিদাবাদ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। ভবনের সীমানা (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী) উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে : ১৫ ফুট চওড়া এ. সি. রোড, পূর্বে : ১৫ ফুট চওড়া এ. সি. রোড, পশ্চিমে : উঁচু ড্রেন।
সম্পত্তি ২ : মুর্শিদাবাদ জেলায়, থানা - বহরমপুর-এর অধীনে, জে.এল. নং ৯৫, মৌজা - খাগড়া জয়চন্দ্র, হোল্ডিং নং ৭, এ. সি. রোড বাই লেন ১১, পোঃ- খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩-এর মধ্যে অবস্থিত একটি কমার্শিয়াল স্পেস যার নম্বর (I-A), ১৪.১০.২০২২ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ১-১৮৮৬৭/২২ অনুযায়ী সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৫৫ বর্গফুট পরিমাপের, যা (G+5) তলা ভবনের প্রথম তলায় (১ম ফ্লোরে) অবস্থিত এবং নম্বর (৭), ১৪.১০.২০২২ তারিখের সেল ডিড নং I-18868/22 অনুযায়ী সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২২৮ বর্গফুট পরিমাপের, যা "জোড়াপুকুর রেসিডেন্সি" নামক ভবনের টাওয়ার নং ৮-এর সংলগ্ন গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত, শ্রেণীবিভাগ "কমার্শিয়াল"। এর সাথে ১৬.৫০ ডেসিমেল মোট জমির মধ্যে (যার মধ্যে প্লট নং আরএস-৩২/২৯১ এলআর - ১০৮-এ ৬.০০ ডেসিমেল জমি শ্রেণীবিভাগ "বাড়ি" এবং প্লট নং আরএস - ৩২ এলআর - ১০৭ -এ ১০.৫০ ডেসিমেল জমি শ্রেণীবিভাগ "ভিটি" অবিভক্ত ও অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ সংযুক্ত, খতিয়ান নং আরএস ৫৬ এলআর ৫২ বর্তমান এলআর ৩৮৪২, ৩৮৪৩, ৩৮৪৪, ৩৮৪৫-এর অধীনে, যা বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে হোল্ডিং নং ৭, এ. সি. রোড বাই লেন ১১-এর অন্তর্গত, **শ্রীমতী তময়া সাহা (দত্ত)-এর নামে রয়েছে,** থানা - বহরমপুর, এডিএসআরও - বহরমপুর, ডিএসআর - মুর্শিদাবাদ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। **ভবনের সীমানা (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী) :** উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : সিঁড়ি ও লিফট, পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।

তারিখ : ১৭.০৯.২০২৬ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কাশিমবাজার — **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of Ananya Bala, Father's Name - Monoranjan Bala, of Vill Pupila Magherhati, PO - Dakshin Chatra, PS - Haduara, Dist - North 24 Pgs, Who has been missing since 29.08.2026, at about 06.45 hrs, Residential area under Haduara PS, Description of this Missing person is Age - 17 Years (Approx), Height - 5 Feet (Approx), Complexion - Sallow, Wearing - Red Nighty, Language - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D. West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.
ICA-D 1421(3)/2026

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
ইউনিক কমোডিল প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U51109WB2008PTC123408
[কোম্পানি (সংগঠন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ৩০ বিধি অনুসারে]
কেন্দ্রীয় সরকার,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (সংগঠন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০-এর উপ-বিধি (৫)-এর ক্লজ (এ)-এর বিষয়ে
এবং
মেসার্স ইউনিক কমোডিল প্রাইভেট লিমিটেড ("কোম্পানি"), যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৪, বড়তলা স্ট্রিট, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭-এ অবস্থিত-এর বিষয়ে
......আবেদনকারী
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"কর্ণাটক রাজ্য"**-এ পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য গত **২২ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে** অনুষ্ঠিত **বিশেষ সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তানুযায়ী কোম্পানির সংঘ স্মারক -এর পরিবর্তনের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে কোম্পানি।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে **এমসিএ-২১ পোর্টাল** (www.mca.gov.in)-এ **বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে** অথবা রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন)-এর কার্যালয়, কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, এএ-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় সশরীরে বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত আপত্তিপত্র পাঠাতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে নিচে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
ইউনিক কমোডিল প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অমরচাঁদ দিলীপচাঁদ
নিবন্ধিত কার্যালয় : ডিরেক্টর
৪, বড়তলা স্ট্রিট, ২য় ফ্লোর, ডিআইএন : ০৩৪৫০৩১০
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭
তারিখ : ১৭.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা

এসবিআই এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪ এক্স, ৩য় ফ্লোর, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি.এইচ. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩,
ই-মেইল: sbi.17899@sbi.co.in

যানবাহন নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: অদিতি সরকার, মোবাইল নম্বর: মো:-৯৮৭৪৭১৭১৬৪, ই-মেইল আইডি sbi.17899@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৫.০৯.২০২৬
নিলামের সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিড থেকে ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২২.০৯.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ০২.০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টারকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেট/বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি, যার **বাস্তবিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** (সুরক্ষিত পাওনাদার) অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা, **২৫.০৯.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতা ও গাড়ির বিবরণ

ঋণগ্রহীতা: শ্রী অরিজিৎ সরকার, অ্যাকাউন্ট নং: ৪১৯১৯৭৬১৬৪৯। সংরক্ষিত মূল্য হলো ৬,৩৫,০০০/- টাকা জিএসটি সহ। আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট হবে ৬৩,৫০০/- টাকা এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে ২,০০০/- টাকা।
গাড়ির বিবরণ: মেক এবং মডেল: হুন্ডাই ইন্ডিয়া লিমিটেড হুন্ডাই ভেন্যু এসএক্স আইএমটি, রেজিস্ট্রেশন নম্বর: 23BH7711E
ইঞ্জিন নম্বর: G3LCPM861603, চ্যাসিস নম্বর: MALFE81ALPLPM471031, তৈরির বছর: ২০২৩

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা লিঙ্কটি দেখুন: https://www.bankeauction.com বা support@bankeauction.com

তারিখ: ১৮.০৯.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি, রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২-এর কাছে, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর
রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া পোঃ: হাতিয়াড়া, কলকাতা-৭০০ ১৬১
ফোন নং: (০৩৩) ২৫৭২ ৬০১০, শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.16822@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট- IV
[রুল-৮(১)]

হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং 39232172886 (এইচবিএল) এবং 39232380433 (সুরক্ষা)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪ নং) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত **২৩.০৬.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যাতে ঋণগ্রহীতা **শ্রী অয়ন পাত্র,** পিতা- শ্রী শিবু চরণ পাত্র, **শ্রী শিবু চরণ পাত্র,** পিতা- শ্রী জয়দেব পাত্র এবং **শ্রীমতী ফুলু পাত্র,** স্বামী- শ্রী শিবু চরণ পাত্র, **সকলে বসবাসকারী:** রিতিকা ভিউ, ব্লক-এ, ফ্ল্যাট নং-৪০৩, নতুন পাড়া, থানা- নারায়ণপুর, পোঃ- রাজারহাট, কলকাতা-৭০০১৩৬। **অন্যান্য ঠিকানা:** প্রযত্নে- মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, প্রাঙ্গণ নং- ৩২২, ইএম বাইপাস, পোঃ- ইস্ট, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৯৯। **অন্যান্য ঠিকানা:** ১৫/৩৫, নারকেল ডাঙ্গা নর্থ রোড, কলকাতা - ৭০০০১১ -কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২২.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২৮,১৩,৪৩৭.০০ টাকা (আঠাশ লক্ষ তেরো হাজার চারশো সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)** এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা গ্যারান্টার উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার - রাজারহাট** -এর **২২.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২৮,১৩,৪৩৭.০০ টাকার (আঠাশ লক্ষ তেরো হাজার চারশো সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)** এবং এর উপর সুদের চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার এবং/বা গ্যারান্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পূর্ণ টাইলস মেঝে যুক্ত একটি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ৪র্থ ফ্লোরে, ব্লক-এ -তে, ১২১১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি পরিমাপের, যা তিনটি বেডরুম, একটি লিভিং-কাম-ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত, যা "রিত্তিকা ভিউ" নামক একটি বহুতল ভবন কমপ্লেক্সে অবস্থিত এবং যা ১৪ কাঠা ১৩ ছটাক ৭ বর্গফুট কমবেশি পরিমাপের একত্রিত প্লট জমির উপর অবস্থিত। এটি মৌজা গোপালপুর, জে.এল. নং ২, রে. সা. নং ১৪০, তৌজি নং ২৯৯৮, পরগনা কলিকাতা, আর.এস./এল.আর. দাগ নং ২৮৫৭, ২৮৫৮ এবং ২৮৫৯ -এর অন্তর্ভুক্ত, আর.এস. খতিয়ান নং ১০৮১ এবং ২৪৩৭-এর অধীনে, এল.আর. খতিয়ান নং ২৯৫৫ যা এল.আর. খতিয়ান নং ৫৪৭২, ৫৪৭৩, ১১৫৮/২, ১৪০৮/১, ৫৭১৮-এর অনুরূপ, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (পূর্বে রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটি) -এর স্থানীয় সীমানার মধ্যে ওয়ার্ড নং ৫ এবং ওয়ার্ড নং ৪-এ, যার হোল্ডিং নং আরজিএম-৫/১৮৫, বিএল-ডি, আরজিএম-৩/১৩৩, বিএল-ডি, আরজিএম - ৫/১০, ব্লক - ডি, আরজিএম-৩/১৮৬, ব্লক - ডি, আরজিএম - ৫/২৮, বিএল-ডি, নতুন পাড়া (গোপালপুর), পোঃ আর. গোপালপুর, থানা- এয়ারপোর্ট, কলকাতা - ৭০০১৩৬, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। ২০১৮ সালের জন্য টাইটেল ডিড নং- ১৫০৪০০০৬৭ যা বুক - I, ভলিউম নং- ১৫০৪ - ২০১৮, পাতা ৩২০৪ থেকে ৩২৫৯ -এ এ.ডি.এস.আর.ও. বিধাননগর, সল্টলেক সিটিতে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি ১) শ্রী অয়ন পাত্র, পিতা- শ্রী শিবু চরণ পাত্র, ২) শ্রী শিবু চরণ পাত্র, পিতা- শ্রী জয়দেব পাত্র এবং ৩) শ্রীমতী ফুলু পাত্র, স্বামী- শ্রী শিবু চরণ পাত্রের নামে রয়েছে।
সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে: আনুমানিক ১৬'-৯" চওড়া রাস্তা [নতুন পাড়া (গোপালপুর)], দক্ষিণে: সাধন ঘোষের বাড়ি, পূর্বে: আইডিয়াল এনক্লেভ, পশ্চিমে: আনুমানিক ১৪'-০" - ১৪'-৮.৫" চওড়া রাস্তা।

তারিখ: ১৭.০৯.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লি.
রেজি. অফিস : ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ১৪ জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস (বারাসাত শাখা) : ২য় ফ্লোর, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, পিন-৭০০১২৭, শাখার মেইল আইডি : barasat@gichf.co.in
শাখা অফিস (দুর্গাপুর শাখা) : এমএনএভি-২০, নর্থ এভিনিউ, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং কমপ্লেক্স,
সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩২১৬। শাখার মেইল আইডি : durgapur@gichfindia.
অনুমোদিত অফিসার অরিজিৎ ঘোষ। মোবাইল ৮১০৫৮৪০৯২২

যোগাযোগকারী ব্যক্তি ও নম্বর : সোহম কুণ্ডু ৭০০৩১৯৮৬৭১ (বারাসাত শাখা), কৃষ্ণা শ' ৭০০৩০৯১৪৮৮ (দুর্গাপুর শাখা)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলামের তারিখ : ০৯.১০.২০২৬ / টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ০৮.১০.২০২৬

যেহেতু, জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লি.-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাদের উক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়ে দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন। যাইহোক, ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতারা উক্ত বকেয়া লোনের পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, জিআইসিএইচএফএল-এর অনুমোদিত অফিসাররা উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) এবং সেকশন ১৪-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলির স্বত্ব দখল নিয়েছেন।

ক্র. নং.	লোন ফাইল নং/ ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারের নাম/শাখার নাম	সম্পত্তির ঠিকানা/সম্পত্তির এলাকা (বিল্ট আপ বর্গফুটে)	প্রেরিত দাবি নোটিশের তারিখ	স্বত্ব দখলের তারিখ	১৫.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী মোট বকেয়া এবং অন্যান্য চার্জ (পিওএস, সুদ সহ) (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	ঋতু রাজ পান্ডে/ মনোরমা পান্ডে WB0770600000174 (বারাসাত শাখা অফিস)	৩৮৭.৬৪ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া এবং ৭০৯.১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এবং এর সাথে আর.এস.-দাগ ৩০৮১-তে অবস্থিত বিল্ডিং যার নাম- শুভম প্লাজা। ফ্ল্যাট নং জি/বি, ফ্লোর নং গ্রাউন্ড, হোল্ডিং নং ৮৮। রাস্তার নাম- বিবেকনগর, স্ট্রিট নং জে.এল. ২, সেক্টর ওয়ার্ড নং ১৭, ল্যান্ড মার্ক- বিবেকনগর মশিতলা মন্দির, গ্রাম- খড়দহ, স্থান- টিটাগড়, তালুকা, থানা- খড়দহ উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১১৯।	১৮.১২.২০২০	১৬.০৭.২০২৫	৩০,৮২,৭৪১/-	১১,৯৩,৬৩৯/-
২.	শ্রীকান্ত ঘোষ WB0460610001848 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)	গুট নং জে.এল. নং ০১ খতিয়ান নং ৪৭৭, ফ্লোর নং জি প্লাস এফ প্লট নং আর.এস. প্লট নং ১২৪৮, ১২৪, সেক্টর ওয়ার্ড নং ১৬। ল্যান্ড মার্ক : মাইথন কল্যাণেশ্বরী মন্দির, গ্রাম কল্যাণেশ্বরী বরাকর, স্থান কুলটি, তালুকা মৌজা দেবীপুর, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড ৭১৩৩৪৩, মোট জমির পরিমাণ ৩ কাঠা, গ্রাউন্ড ফ্লোর ৮৮৮ বর্গফুট, প্রথম তলা (১ম ফ্লোর)- ৯০৯ বর্গফুট।	০৭.০৩.২০২১	২০.০৯.২০২২	৪৮,৪৬,১৬১/-	১৮,৯৩,৯৮১/-
৩.	বরুণ কুমার মন্ডল এবং রূপালী মন্ডল WB0460610001989 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)	গুট নং জে.এল. নং ৩৮ এল.আর. খতিয়ান নং ২৭৮৩, ভবনের নাম মহানথি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি, ফ্লোর নং প্রথম (১ম) প্লট নং আর.এস. ১৯৪ এল.আর. ৪৩৩, ল্যান্ড মার্ক : ডাবর মোড়, গ্রাম রূপনারায়ণপুর, স্থান রূপনারায়ণপুর বাজার, তালুকা মৌজা রাঙ্গামেটিয়া, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড ৭১৩৩৬৪, থানা সালানপুর।	০৫.০৩.২০২১	২৭.০৭.২০২৩	২৮,৪৭,১৮৬/-	১২,৯৮,৫১১/-

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ০৯.১০.২০২৬ তারিখে ওয়েব-পোর্টাল (https://www.bankauctions.in)-এ বিকাল ৩.০০ টা থেকে ০৪.০০ টা পর্যন্ত, ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ। অনলাইন মোডের মাধ্যমে অথবা উপরোক্ত জিআইসিএইচএফ অফিসে ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে টেন্ডার/সিল করা বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৮.১০.২০২৬ বিকাল ৫.০০ টার আগে।
উপরে উল্লিখিত সম্পদ/সম্পত্তিগুলির ই-অকশন বিক্রয়ের জন্য এই পাবলিক নোটিশের (সারফায়েশি, অ্যাক্ট ২০০২ এবং এর অধীনে থাকা রুলস-এর নিয়ম ও শর্তাবলীতে) পরে, জিআইসিএইচএফএল উক্ত সম্পত্তিগুলি "যেখানে যেমন আছে" এবং "যেমন আছে যা আছে" ভিত্তিতে কেনার জন্য সিল করা কভার(গুলি) অথবা অনলাইন মোডে অফার আহ্বান করছে।

নিলাম বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ-
১. **ই-অকশন 'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে যা আছে', 'যাই থাক না কেন' এবং 'বিনা শর্তে'** ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবং এটি "অনলাইনে" পরিচালিত হবে। ই-অকশন জিআইসিএইচএফ অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী "মেসার্স ৪ ক্লোজার"-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
২. ইচ্ছুক বিডারদের https://bankauctions.in/ পোর্টালে তাঁদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং বিনামূল্যে তাঁদের ইউজার-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে হবে। সম্ভাব্য বিডাররা পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ৪ ক্লোজার, # ৬০৫ এ, ৬ষ্ঠ ফ্লোর মৈত্রীভনম, আমিরপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৩৮, তেলেঙ্গানা থেকে ই-অকশন সম্পর্কিত অনলাইন প্রশিক্ষণ পেতে পারেন। অফিসের ল্যান্ড লাইন নং ০৪০-২৩৭৩৬৪০৫; ব্যাকএন্ড টিম ৮১৪২০০০০৬৪/৬৬, শ্রী প্রকাশ-prakash@bankauctions.in। যোগাযোগের বিবরণ অরিজিৎ ঘোষ-৮১০৫৮৪০৯২২।
৩. ই-অকশন বিক্রয় সারফায়েশি অ্যাক্ট/রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং এখানে/ওয়েবসাইটে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তাবলীর সাপেক্ষে এবং অংশগ্রহণকারী/ইচ্ছুক বিডারদের দ্বারা জমা দেওয়া অফার/বিড নথির শর্তাবলীরও সাপেক্ষে।
৪. অনলাইন ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি বিডারের নিজস্ব ইমেইল ঠিকানা থাকতে হবে।
৫. একবার ইচ্ছুক বিডার জিআইসিএইচএফ-এর অনুমোদিত অফিসারের সামনে যোগ্য টেন্ডারার হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হলে, নথি জমা দিয়ে ই-অকশন বিডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করতে হবে। ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে তাঁর লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা টেন্ডারার/অনলাইন বিডারের একমাত্র দায়িত্ব হবে।
৬. উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৭. ইচ্ছুক বিডারদের জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেডের অনুকূলে ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি -এর মাধ্যমে উপরোক্ত নিজ নিজ সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা করতে হবে। ব্যাঙ্কের বিবরণ নিম্নরূপ ব্যাঙ্কের নাম ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাকাউন্ট নং ০০৫১১১০১০০০০০৩৯- অ্যাকাউন্টের নাম জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লি. ই-অকশন কালেকশন, শাখার নাম : এলসিবি, ফোর্ট ঠিকানা : ইউবিআই, ২৩৯ ব্যাকবে রিক্লেমেশন নরিমান পয়েন্ট মুম্বই মহারাষ্ট্র পিনকোড ৪০০০২১। আইএফএসসি কোড-UBIN0800511
৮. সফল বিডার(দের) ক্ষেত্রে উক্ত ডিপোজিট(গুলি) সমন্বয় করা হবে, অন্যথায় ফেরত দেওয়া হবে। উক্ত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট(গুলি)-এর উপর কোনো সুদ বহন করা হবে না।
৯. উপরোক্ত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি)-এর সাথে অফার(গুলি) পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে প্যান কার্ড এবং ঠিকানার প্রমাণ সহ কেওয়াইসি নথির স্ক্যান করা কপি এবং ইএমডি সহ https://bankauctions.in/ পোর্টালের মাধ্যমে "অনলাইনে" জমা দেওয়া যেতে পারে, অথবা বিড ফর্ম, ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথিপত্র সম্বলিত সিল করা কভার জমা দেওয়ার মাধ্যমে জমা দেওয়া যেতে পারে এবং এটি ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখের আগে বা সেই দিনে উপরে উল্লিখিত জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেডের নিজ নিজ শাখা অফিসে পৌঁছাতে হবে।
১০. অর্থাৎ, টেন্ডারগুলি খোলার পর, যে ইচ্ছুক বিডাররা সংরক্ষিত মূল্যের কম নয় এমন বিড জমা দিয়েছেন, তাঁদের অনুমোদিত অফিসারের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে বিডিংয়ের পরিমাণ বাড়ানোর সুযোগ দেওয়া হবে।
১১. সফল বিডার(দের) বিক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদিত অফিসারের অফার গ্রহণের সাথে সাথেই ইতিমধ্যে প্রদান করা ইএমডি সমন্বয় করে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে, এটি করতে ব্যর্থ হলে জমা করা আর্নেস্ট মানি বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রদেয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট পরিমাণ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, জমা করা পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসার সফল বিডারকে বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে আর কোনো নোটিশ দিতে বাধ্য থাকবেন না।
১২. বিডাররা "ক্রেতা সাবধান" নীতির দ্বারা আবদ্ধ এবং তাঁদের নিজ নিজ সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনো দায়বদ্ধতা, বিধিবদ্ধ দায় এবং অন্য কোনো প্রযোজ্য কর ইত্যাদি খুঁজে বের করার জন্য তাঁদের নিজস্ব যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সফল বিডারদের বিক্রয় মূল্য ছাড়াও সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কিত সমস্ত আউটগোয়িং অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, মেইনটেন্যান্স/সোসাইটি চার্জ, বিদ্যুতের চার্জ, জলের চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ (যদি প্রযোজ্য হয়), যদি থাকে এবং অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক চার্জ এবং খরচ বহন করতে হবে।
১৩. সফল বিডারকে সেল সার্টিফিকেটের উপর প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে, যেমন রেজিস্ট্রেশন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর, অথবা সুরক্ষিত সম্পদ তাঁর নামে হস্তান্তর করার জন্য প্রদেয় অন্য কোনো শুল্ক।
১৪. শুধুমাত্র সফল বিডারের নামে এবং সম্পূর্ণ/বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পরেই সেল সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।
১৫. উপরোক্ত সম্পত্তিগুলির পরিদর্শন অনুরোধের ভিত্তিতে এবং অনুমোদিত অফিসারের সুবিধামতো দেওয়া যেতে পারে।
১৬. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ অফার বা যেকোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১৭. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির উপর বিচারাধীন কোনো দায়বদ্ধতার জন্য জিআইসিএইচএফএল দায়ী নয়। সম্পত্তিটি **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", "যাই থাক না কেন" এবং বিনা শর্তে** নিলাম করা হবে।
১৮. যদি ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার আগে জিআইসিএইচএফএল-এর কাছে আসেন এবং চুক্তিবদ্ধ বকেয়া + খরচ + বিক্রয়ের ঘোষণার তারিখ থেকে ১৫ শতাংশ হারে সুদ + ক্রয় মূল্যের ৫ শতাংশ (বিক্রয়ের পরে হলে যা সফল বিডারকে দিতে হবে) প্রদান করেন এবং বিক্রয় বাতিলের অনুরোধ করেন, তবে জিআইসিএইচএফএল উক্ত পরিমাণ গ্রহণ করবে এবং ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতার কাছে দখল হস্তান্তর করবে।
১৯. সর্বোচ্চ বিডারকে অবিলম্বে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলী অনুযায়ী বিড পরিমাণের ২৫ শতাংশ (জমা করা আর্নেস্ট মানি সহ) প্রদান করতে হবে এবং বিড পরিমাণের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ ১৫ দিনের মধ্যে অথবা পক্ষগুলির (অনুমোদিত অফিসার এবং সফল বিডার) মধ্যে সম্মত অন্য কোনো বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রদেয়।
২০. ন্যূনতম বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ১০,০০০/- টাকা

সারফায়েশি অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয়ের নোটিশ
বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী এবং সম্পত্তিগুলির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **মেসার্স ৪ ক্লোজার-এর ওয়েবসাইট এবং https://bankauctions.in** ওয়েবসাইটটি দেখুন।

তারিখ : ১৮.০৯.২০২৬ — জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লি. এর পক্ষে
স্থান : বারাসাত/দুর্গাপুর — স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

ভুতনিতে লুঠের ভয়ে ত্রাণ নেওয়ার হুড়োহুড়ি

বন্ধ ৫২টি সরকারি স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বন্যার জলে বিপর্যস্ত গোটা ভুতনি এলাকা। ফলে গত দুই সপ্তাহ ধরে ভুতনি থানার অন্তর্গত ৫২টি সরকারি শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ হয়ে রয়েছে। বন্যায় ক্ষতির মুখে পড়েছে সংশ্লিষ্ট থানা এলাকার প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ। মূলত একতলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি যেমন জলের তলায় ডুবে রয়েছে। তেমনই দোতলা এবং তিনতলার হাইস্কুলগুলি অর্ধেক ডুবে থাকলেও অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাদগুলি এখন বানভাসীদের আশ্রয়স্থান হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে সেইসব বানভাসীদের বিষধর সাপের কামড়ে আক্রান্ত হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। গত পাঁচ দিনের ব্যবধানে ভুতনি থানার হীরানন্দপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০ জন জখম হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মালদা মেডিক্যাল কলেজ এবং মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে। এই পরিস্থিতিতে অসংখ্য বানভাসীরা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। একদিকে, সূর্যাস্তের পর ঘন অন্ধকারে বিদ্যুতের অভাবে কোনরকমে খ ড়ি পুড়িয়ে আলোর ব্যবস্থা করছেন বানভাসীরা। আবার সূর্যাস্ত হতেই ত্রাণ পাওয়ার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ছেন বানভাসী পরিবারগুলি। যার কারণে এখন ভুতনির বন্যা কবলিত এলাকায় পড়ুয়াদের মধ্যে পড়ালেখা নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই। তাঁদের বক্তব্য, 'আগে খেয়ে পরে বাঁচতে হবে। তারপর শিক্ষা।' ভুতনি এলাকার কয়েকটি প্রাথমিক এবং হাই স্কুলের একাংশ শিক্ষকেরা জানিয়েছেন, এই বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে প্রথমে মনে করা হয়েছিল অনলাইনে যদি পড়ুয়াদের পড়াশোনা করানো যায় তাহলে সুবিধা হবে। কিন্তু অধিকাংশ পরিবারগুলির কাছে এন্ড্রয়েড

মোবাইল সেট নেই। আর যদিও বা এমন মোবাইল সেট কারোর কাছে থাকলেও বিদ্যুৎ নেই। অনেকে মোবাইল চার্জ করতে পারছেন না। ফলে এই ব্যবস্থা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেনা কর্মীদের সহযোগিতায় যন্ত্রচালিত নৌকা এবং স্পিডবোর্ডে পর্যাপ্ত ত্রাণ নিয়ে গেলে সেই খাবার পাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয় শতাধিক বানভাসী মানুষেরা। এদিন উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহরিল মোড় এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে, সেই সময় জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তা, মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল-সহ অন্যান্যরা ছিলেন। বাড়ির ছাদ এবং স্কুলের ছাদে থাকা বানভাসীরা যখনই জানতে পারেন যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ এসেছে, তখন কেউ কারো পরোয়া না করেই জলে ঝাঁপ দিয়েই রীতিমতো ত্রাণ সামগ্রী পেতে একে অপরের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। শুরু হয় লুটপাঠ। যদিও পড়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

এদিকে জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভুতনি থানা এলাকায় মোট ৫২ টি সরকারি বিদ্যালয় রয়েছে। যার মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৪৬ টি। ৩টি হাইস্কুল রয়েছে যথাক্রমে, ভুতনি চন্ডিপুর হাইস্কুল, উত্তর চন্ডিপুর হাইস্কুল এবং দক্ষিণ চন্ডিপুর হাইস্কুল। এছাড়াও রয়েছে দুটি জুনিয়র হাইস্কুল এবং একটি হাই মাদ্রাসা। অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি জলের তলায় রয়েছে। হাইস্কুল, মাদ্রাসা এবং জুনিয়র হাইস্কুলগুলির ছাদ দখল করেছে বানভাসীরা। উত্তর চণ্ডীপুর হাইস্কুলের দশম শ্রেণির পড়ুয়া পিঙ্কি মণ্ডল, শ্যাম মণ্ডলদের বক্তব্য, 'মোবাইল বিদ্যুতের অভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। কেরোসিন তেল কেনার পয়সা আমাদের পরিবারের কাছে নেই। কেউ কেউ খড়ি জ্বালিয়ে আলোর ব্যবস্থা করছেন। এর মধ্যে পড়াশোনা করার ভাবার কোনও অবকাশই নেই। কোনরকমে ঠাসাঠাসি করে এই স্কুলের ছাদে অসংখ্য বানভাসী পরিবার আশ্রয় নিয়ে রয়েছে।' এদিকে ভূতনির বন্যার জেরে ডুবেছে সমস্ত জমি, বাগান, জঙ্গল প্রভৃতি। আর সেইসব পরিতক্ত জায়গা থেকে কিলবিল করে বেরিয়ে আসছে গোখরো, কালাচ, চন্দ্রবোড়ার মতোন বিষধর সাপ। সেই বিষধর সাপগুলি ডাঙ্গার সন্ধানের জন্য এদিক সেদিক কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন কি আশ্রয় নেওয়া বানভাসিদের স্কুলের ছাদে, বাড়ির ছাদেও এই বিষধর সাপগুলি উঠে পড়ছে। গত পাঁচ দিনের ব্যবধানে ২০ জন সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়েছে। যদিও এইসব জখম বানভাসীদের চিকিৎসা চলছে মালিকচক গ্রামীণ হাসপাতাল এবং মালদা মেডিক্যাল কলেজে। বৃহস্পতিবার সকালে একতলা বাড়ির ডুবে থাকার ফলে ছাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন গোবিন্দ মন্ডলের পরিবার। সেই সময় সিঁড়ি দিয়ে একটি চন্দ্রবোড়া সাপ উঠে তার ছেলে সঞ্জয় মণ্ডলকে কামড় দেয়। বিষয়টি জানতে পেরে প্রশাসনের সাহায্য চাই মণ্ডল পরিবার। তড়িঘড়ি সেনাকর্মীরা স্পিডবোর্ডে করেই জখম ওই বালকের চিকিৎসার জন্য মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর জানিয়েছেন, 'মানিকচক ব্লকে বানভাসীদের জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণ রয়েছে এবং সমস্ত বানভাসী মানুষদের কাছে সুষ্ঠুভাবে তার সামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

কাউকে ছাড়া হবে না, বিচার হবে: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে মেদিনীপুরে প্রদীপ বিতরণ করার পর দিলীপ ঘোষ সাংবাদিকদের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বলেন, 'তোলাবাজি সিন্ডিকেটের মতন অসুখ বহু গভীরে চলে গিয়েছে এই সমস্যার সমাধান হতে একটু সময় লাগবে। নতুন সরকার এসছে মানুষকে পরিষেবা দেওয়াতেই বেশি ব্যস্ত রয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ না হওয়ায় কর্মচারীর সংখ্যা অনেকটাই কম। তার মধ্যেও যেসব অপরাধগুলি চলছে সেগুলো বন্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। দোষীদের সাজা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। পুলিশ থেকে শুরু করে সরকারি কর্মচারী গুন্ডা মস্তান কাউকে ছাড়া হবে না।' কাকদ্বীপে দশজনের নামের চার্জশিট দেওয়ার প্রসঙ্গে বলেন, 'এটাই হচ্ছে পরিবর্তন। যত অপরাধ হয়েছে টিএমসির আমলে তার কোনও বিচার হয়নি দোষীরা সাজা পায়নি। অপরাধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের সরকার আসার পর মুখ ্যমন্ত্রী সমস্ত ডিপার্টমেন্ট এবং পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে কোনও অপরাধী ছাড়া না পায়। অপরাধীদের সাজা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের কর্মীদের উপর অত্যাচার হয়েছে খুন হয়েছে তারও বিচার শুরু হয়েছে। এবং যেকোনও সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক কর্মী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারও বিচার হবে। সবাই পুলিশের কাছে যান কমপ্লেন করুন কাউকে

আইন হাতে নিতে দেওয়া হবে না। কেউ আইনশৃঙ্খলা ভাঙবে না পার্টি অফিসে আক্রমণ করবে না। বিজেপি তাদের কর্মীদেরকে বলে দিয়েছে যদি অসামাজিক কেউ কিছু করে থাকে তাহলে তাদেরকেও ছাড়া হবে না। পুলিশের কাজ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। সেখানেই কমপ্লেইন করা উচিত।' ইউপিআই প্রসঙ্গে বলেন, 'এই নিয়ে অনেকের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকেই বিষয়টা বুঝে উঠতে পারেনি। আগে পুরো বিষয়টা জানা উচিত। আমাদের সরকার এই ব্যবস্থাটা চালু করার জন্য ১৫০০০ কোটি টাকা খরচ করে। সে ক্ষেত্রে সরকারকেও তো টাকা নিতে হবে। সবকিছু ভালো করে জেনে বিরোধিতা করা উচিত।' ভুতনি প্রসঙ্গে বলেন, 'শুধু ভুতনি নয় সারা বিশ্বজুড়ে জলের প্লাবন হচ্ছে, দুর্যোগ হচ্ছে বাঁধ ভেঙে পাহাড়ের উপরে বন্যা হয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচার জন্য যে প্রক্রিয়া করার কথা সেটা আমরা শুনিনি। ভুতনি হচ্ছে জলের মধ্যে গঙ্গার একটা দ্বীপ অত্যাধিক বৃষ্টি হয়েছে উত্তর ভারতে। সেই জল নামছে গঙ্গা দিয়ে। আর নিচু জায়গা বলে ওখানে জল উঠে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই ওইসব জায়গায় যারা বসবাস করেন তাদের সতর্ক থাকা উচিত। ওখানে বাঁধ দেওয়া উচিত। বর্তমানে শহরাঞ্চলে এক ঘণ্টা বৃষ্টি হলেই জল দাঁড়িয়ে যায়, তার কারণ নিকাশি ব্যবস্থা নেই। যেসব পুকুর নালা ছিল সেগুলি সব বুঝিয়ে ফেলে দোকানপাট, বাড়িঘর করা হয়েছে। জল যাওয়ার রাস্তা নেই, মানুষ নিজের বিপদ নিজেই ডেকে নিয়ে এসেছে। এগুলো যেমন সরকার দেখ বে তেমনি মানুষেরও সতর্ক থাকা উচিত।' সোশ্যাল মিডিয়ায় কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে কুনাল ঘোষের কুরুচিকর মন্তব্য প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'আমি বলেছিলাম যত তাড়াতাড়ি তৃণমূল পার্টিটা উঠে যায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি তত সুস্থ থাকবে। এত সিনিয়র লিডাররা যদি ঠিকঠাক মন্তব্য না করেন তাহলে সমাজে কি বার্তা যাবে।'

করিমপুরে বিজেপির একমাত্র সদস্য উপপ্রধানের পদে

নিজস্ব প্রতিবেদন, করিমপুর: সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃণমূলের পঞ্চায়েতেবিজেপির একমাত্র সদস্য উপপ্রধান হলেন। ঘটনাটি করিমপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার ঘোড়াদহ ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই পঞ্চায়েতের মোট ১৭ সদস্যের মধ্যে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের ১৪, বিজেপির ১, কংগ্রেসের ১ এবং নির্দল ১ জন সদস্য। প্রধান লাবনী সাহা ও উপপ্রধান হয়েছিলেন অহীন্দ্র বিশ্বাস। তৃণমূলের উপপ্রধানকে অপসারণ করতে গত জুলাই মাসের পঁচিশ তারিখে নোটিস দেন তৃণমূলের ৮ ও কংগ্রেস ও নির্দলের দুজন মিলে ১০ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। এই নোটিসের পরিপ্রেক্ষিতে আগস্ট মাসের তিন তারিখে ওই চিঠির বিষয়ে মিটিং ডাকা হয়েছিল। তবে বৈঠকের দিনেই বৈঠক শুরুর আগেই পদত্যাগ করেন উপপ্রধান অহীন্দ্র। তিনি বলেন, পদচ্যুত হবার আগে পদত্যাগ করা ভালো। আর বিতর্কের মধ্যে থাকতে না চেয়ে পদত্যাগ করেছিলাম। উপপ্রধানের শূন্যস্থান পূরণ করতে এরপর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সদস্যদের নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছিল। ওই বৈঠকে তৃণমূলের প্রধান লাবনী সাহা সহ ১২ জন সদস্য, তাছাড়াও নির্দল ও কংগ্রেসের একজন করে সদস্য আর সর্বোপরি বিজেপির একমাত্র সদস্য বিকাশ বিশ্বাস বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। নির্দল সদস্য ফরিদা বিবি উপপ্রধান পদে বিজেপির বিকাশ বিশ্বাসের নাম প্রস্তাব করলে কংগ্রেসের আক্কাস শেখ সমর্থন করেন। তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানসহ উপস্থিত অন্যান্য সদস্যরা প্রস্তাব ও সমর্থন মেনে নেন। পঞ্চায়েতের বিজেপির একমাত্র সদস্য বিকাশ বিশ্বাস উপ-প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন। উপপ্রধান নির্বাচিত হয়ে বিকাশ বিশ্বাসের বক্তব্য, গত বিধানসভায় সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই পঞ্চায়েতের পরিবেশ পাল্টাতে শুরু করে। যে কারণে তৃণমূলের উপপ্রধানকে সরিয়ে আমাকে উপপ্রধান করা হল।

মোদীর জন্মদিনে পুজো দিলেন ঘাটালের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। ৭৬-এ পা দিলেন তিনি। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে বিশালক্ষ্মী মন্দিরে পুজো দিলেন ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট। ধুপ, মোমবাতি, ফুল, মিষ্টান্ন, শাড়ি নিবেদন করেন। যজ্ঞের আগুনে নিজে হাতে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করে ঘি নিবেদন করে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন বিধায়ক। সেই সঙ্গে মন্দিরে আসা ভক্তদের পুজোর প্রসাদ হাতে তুলে দেন ঘাটালের বিধায়ক। তিনি বলেন, 'আজকের দিনে ঈশ্বরের কাছে আমরা প্রার্থনা করলাম যাতে প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘজীবন লাভ করেন এবং দেশ তথা বিশ্বের জন্য যেভাবে কাজ করছেন তা তিনি দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যেতে পারেন।' প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে এদিন রাজ্য জুড়ে 'অন্নপূর্ণা দিবস'-ও পালন করছে রাজ্য সরকার। সেই উপলক্ষে ঘাটাল মহকুমা জুড়ে একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। সন্ধ্যায় 'আশীর্বাদের প্রদীপ' প্রজ্জ্বলনের কর্মসূচিও পালন করা হয়।

শিলিগুড়ি মহানন্দা নদীর ঘাটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গলকামনা করেন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ।

পরেশনাথের শিখরে তেরঙা ওড়ালেন গঙ্গাজলঘাটির পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গঙ্গাজলঘাটি: অ্যাডভেঞ্চারের টানে পাহাড়ের শিখরে পা রাখার স্বপ্নপূরণ। গঙ্গাজলঘাটি এলাকার প্রথম মাউন্টেনিং ক্লাব কাপিষ্ঠা গোবিন্দ প্রসাদ অ্যাডভেঞ্চার লাভার্স-এর উদ্যোগে আয়োজিত হল তিন দিনের পরেশনাথ পাহাড় ট্রেকিং অভিযান। এই অভিযানে গঙ্গাজলঘাটি, ছাতনা, বাঁকুড়া ও কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। তিন দিনের কঠিন পথ অতিক্রম করে প্রত্যেক অভিযাত্রী সফলভাবে পরেশনাথ পাহাড়ের সামিট (শিখর) করেন। পাহাড়ের চূড়ায় সাগৌরবে ওড়ানো হয় ভারতের জাতীয় পতাকা। পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামী ঋষিকল্প গোবিন্দপ্রসাদ সিংহের ছবি ও সংস্থার

ব্যানার তুলে ধরেন অভিযাত্রীরা। সংস্থার পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ট্রেকিং ও পর্বতারোহণের প্রতি আগ্রহ তৈরি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তারা। উন্নত মানের প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা মেনে ট্রেকিংয়ের আয়োজন করা হয়।

আগামী দিনে গ্রামাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আরও এমন অ্যাডভেঞ্চার ও পর্বতারোহণ অভিযান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থার। এই উদ্যোগের মাধ্যমে পড়ুয়াদের মধ্যে সাহস, আত্মবিশ্বাস ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা গড়ে তোলাই তাদের অন্যতম লক্ষ্য।

হুগলি শিল্পাঞ্চলে বন্ধ কারখানা খোলার আশায় কর্মীরা চাইছেন বিশ্বকর্মার আশীর্বাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দেখতে দেখতে প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও বিশ্বকর্মা পুজো এসে গেল। আশায় তাকিয়ে থাকেন হুগলি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকেরা ও তাদের পরিবার-পরিজনরা এই বুঝি বন্ধ কারখানার তালা খুলে যায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সেই তালা আর খে ালে না তার জ্বলন্ত উদাহরণ এশিয়ার বৃহত্তম মোটর গাড়ির কারখানা হিন্দুস্থান মোটর কারখানা। বছর ১০-১২ আগে সেই যে কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে আর খুললো না প্রতিক্রিয়া এই কারখানার বেশ কিছু বেকার হয়ে যাওয়া শ্রমিকদের। হুগলি শিল্পাঞ্চলে আরও এক বড় কারখানা ছিল ব্যান্ডেল সাহাগঞ্জের ডানলপ কারখানা সেখানে এক সময় প্রচুর টায়ার তৈরি হতো। সেই কারখ ানাও একেবারে পাকাপাকি ২০০২ সালে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে জানালেন ডানলপ কারখানার প্রাক্তন কিছু কর্মী। এছাড়াও রিষড়ায় বেশ কিছু কল কারখানা ছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই কারখানার তালা আজও খোলেনি জানালেন সেখ ানকার ও কিছু কর্মী। এরকম অনেক বন্ধ কল কারখানা পড়ে আছে এই বিশ্বকর্মা পুজোর সময় হিন্দমোটর কারখানায় বিশ্বকর্মা পুজো হতো প্রতিটি বিভাগে বলা চলে আলাদা আলাদা করে খুব আনন্দ করতেন কর্মীরা উত্তরপাড়া থেকে হিন্দমোটর কারখানায় পুজো দেখতে দলে দলে কর্মীরা ও তাদের পরিবাররা এমনকি সাধারণ মানুষ জন বিশ্বকর্মা পুজো দেখতে যেতেন। কারখানা বন্ধ হওয়ার মুখে। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকর্মা পুজো একটাই হতো জানালেন এই কারখানার বেশ কিছু কর্মী। এখন সেই কারখানা ফাঁকা শুনশান জঙ্গলে ভরে গিয়েছে শিয়াল বাস করছে ও আরও জীবজন্তুরা রয়েছে দেখলে মায়া হয়। সেখানে কোনও এখন আলো নেই। এই কারখানার একটি অংশ টিটাগর ওয়াগানের কিছু মালপত্র তৈরি হচ্ছে। এই কারখানায় সেটা আলাদা মালিকানা। এই কারখ ানার বিস্তীর্ণ এলাকা ফাঁকা জমিতে শ্রীরাম শিল্প গোষ্ঠীরা আবাসন শিল্প করছে হওয়ার কথা কি ছিল আর এখন হচ্ছেটা কি বক্তব্য উত্তরপাড়া এলাকার কিছু বাসিন্দার। কর্মীদের বক্তব্য বিশ্বকর্মা ঠাকুর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে হুগলী শিল্পাঞ্চল থেকে। এছাড়া এই শিল্পাঞ্চলে আছে কিছু জুট

মিল সেগুলো মাঝে মাঝে খুলে আবার বন্ধ হয়ে যায়। জুট মিলের কর্মীদের বক্তব্য এবার সরকার বদল হয়েছে দেখা যাক উন্নতি হয় কিনা একই কথা বললেন এই শিল্পাঞ্চলের বন্ধ হয়ে যাওয়া বেশ কিছু কারখানার কর্মীরা তারা আশায় বুক বেঁধেছেন এবার দেব শিল্পী বিশ্বকর্মা যদি আশীর্বাদ করে এই শিল্পাঞ্চলে আসেন যাতে খুলে যায় কল কারখ ানাগুলো। সেই আগের মত আর বিশ্বকর্মা পুজো নেই আগে কারখ ানাগুলোতে এই উপলক্ষে আনন্দ উৎসব হতো চলত খাওয়া দাওয়া এখ ন সব বন্ধ। এখন পেট চলায় দায় হয়ে উঠেছে শ্রমিকদের। বন্ধ কারখ ানার কর্মীরা জানিয়েছেন আগের সরকার কারখানা খোলার ব্যাপারে কোন উদ্যোগী হয়নি খালি আশা দেখিয়েছে।

মোদীর জন্মদিনে বৃদ্ধাশ্রমে প্রবীণদের সঙ্গে দুই বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে সারা দেশজুড়ে বিজেপি কর্মী, নেতা ও বিধায়ক, সাংসদ-সহ আপামর জনগন সেবা কার্যে সামিল হন। দেশের প্রধানমন্ত্র জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখতে মানবসেবায় ব্রতী হলেন আরামবাগ মহকুমার দুই বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ ও হেমন্ত বাগ। অসহায় ও দেশের প্রবীন নাগরিকদের মুখে হাসি ফোটাতে আরামবাগের আশা বৃদ্ধাশ্রমের আবাসীকদের সাথে তারা মধ্যাহ্ন ভোজে সামিল হন। এদিন আবাসীকদের খাওয়ার দাওয়া ব্যবস্থা করার পাশাপাশি তাদের উপহার সামগ্রী তুলে দেন এবং দুই বিজেপি বিধায়ক আশা বৃদ্ধাশ্রমের প্রবীন মানুষদের সাথে বসে মধ্যাহ্নভোজ সারেন। সন্তানের মতো পরম যত্নে তাদের চোখে জল মুছিয়ে দেন তারা। সন্তান ও সংসার ছেড়ে যারা আছেন তাদের পাশে দাঁড়ান পুড়শুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ ও আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন টাকে তারা প্রবীন নাগরিকদের সেবায় উৎস্বর্গ করেন। আর আবাসিক বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাদের পাশে পেয়ে খুশি হন। উল্লেখ্য, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ নরেন্দ্র মোদীর ৭৬তম জন্মদিন। তিনি ১৯৫০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর গুজরাটের ভাদনগরে জন্মগ্রহণ করেন। নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালের মে মাস থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং ২০২৬ সাল পর্যন্ত তিনি প্রায় ১২ বছরের বেশি সময় (তৃতীয় মেয়াদ চলছে) এই পদে রয়েছেন। তিনি ২০১৪ সালের ২৬ মে প্রথমবার শপথ নেন এবং বর্তমানে তাঁর তৃতীয় কার্যকাল চলছে। এই কার্যকালে তিনি তাঁর জীবনের সবকিছু দেশ সেবায় নিয়োজিত করেন। এদিন

তাই দুই বিধায়ক অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মুখে হাসি ফোটাতে দুপুরের খাবারে ভাত, ভেজ ডাল, ফুলকপি চিংড়ি, দই পোনা, পায়েস, রসগোল্লা, সন্দেশ ও দই-এর ব্যবস্থা করেন। এই বিষয়ে বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির ৭৬তম জন্মদিন। এই বিশেষ দিনে প্রতি বছরের মতো এবছরও আরামবাগ আশা বৃদ্ধাশ্রমের প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দের কিছু মুহূর্ত ভাগ করে নেওয়ার সৌভাগ্য হলো। তাঁদের সঙ্গে সময় কাটানো, বস্ত্র বিতরণ এবং তাদের সাথে সহভোজের মাধ্যমে আজকের দিনটি আরও অর্থবহ হয়ে উঠল। তাদের মুখের হাসি ও আশীর্বাদই আজকের এই সুন্দর আয়োজনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।' আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগও একই ভাবে আশা বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের সেবা করার সুযোগ পাওয়াকে পরমপ্রাপ্তি বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে'র সূচনা বালুরঘাটে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বালুরঘাট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে ১৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যজুড়ে পালিত হলো 'অন্নপূর্ণা দিবস'। এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মহিলাদের আর্থিক স্বাবলম্বিতার লক্ষ্যে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'-এর অর্থ তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রদান করা হয়। গোটা রাজ্যের পাশাপাশি বালুরঘাটেও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই জাঁকজমকপূর্ণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। জেলা প্রশাসনিক ভবনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বালাসুব্রামনিয়ান টি, বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক, সদর মহকুমা শাসক সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকেরা। রাজ্যস্তরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী এই জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে শুধু 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'-এর টাকাই নয়, সেই সঙ্গে 'প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা' প্রকল্পের আওতাভুক্ত উপভোক্তাদের হাতেও আনুষ্ঠানিক শংসাপত্র তুলে দেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। এর পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো সরকারি নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুবিধা ও পরিষেবা নিয়ে উপস্থিত উপভোক্তাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। উপভোক্তাদের উপস্থিতি এবং প্রশাসনিক তৎপরতায় অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বালুরঘাটে এদিনের সম্পূর্ণ কর্মসূচিটি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

মুকুটমণিপুরকে আর্কষণীয় করতে উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দুয়ারে দুর্গাপূজা। রাজ্যের এক অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র মুকুটমণিপুর। দুর্গাপুজোর সময় থেকে মুকুটমণিপুরে পর্যটকদের আসা শুরু হয়ে যায়। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি, এই তিন-চার মাস পিকনিক পার্টি ও পর্যটকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায় মুকুটমণিপুরে। বিগত সরকারের উদাসীনতায় জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিল এই পর্যটন কেন্দ্র। এতে সেখানকার ব্যবসায়ীরা চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল। রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে।

নতুন সরকারের হাত ধরে এই পর্যটন মরশুমে মুকুটমনিপুর ফের জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এমনই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন তারা। তাদের বক্তব্য, গত ২০২৩-২৪ সালে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পর্যটক ও পিকনিক পার্টি এসেছিল যা কমে ২০২৪-২৫ সালে প্রায় তিন লক্ষ এবং ২০২৫-২৬ সালে আড়াই লক্ষের কিছু বেশি পর্যটক এসেছিলেন। পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ২০ শতাংশ কমে গিয়েছে। মুকুটমণিপুর হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুদীপ সাহু সহ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মতে, মুকুটমণিপুরে জলাধার, নৌকো বিহার ও ডিয়ার পার্ক ছাড়া আর কিছুই দেখার নেই। এমনকি সরকারি পরিবহণের দিকেও আগের সরকার নজর দেয়নি। নতুনত্ব কিছু না থাকায় দীর্ঘ দিন ধরে মুকুটমণিপুরে পর্যটক কমে আসছিল। তাঁদের বিশ্বাস, পর্যটন বাড়লে স্থানীয় মানুষের আয়ও বাড়বে। তাই পর্যটকদের আকৃষ্ট করার মতো নতুন কিছু করতে হবে। তাঁদের বক্তব্য, গত ৩০ আগস্ট বাঁকুড়ার শুশুনিয়ায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং জানিয়েছিলেন, রাজ্যে সরকারি পরিবহনের ঘাটতি মেটাতে পূজার আগে ৭০০ বাস আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের বক্তব্য, এই বাসগুলি মধ্যে কয়েকটি দুর্গাপুর, আসানসোল, কলকাতা, খড়গপুর ও টাটা থেকে মুকুটমণিপুর চালানো যেতে পারে। এতে মুকুটমণিপুর-সহ জঙ্গলমহলের উন্নয়ন হবে। রাজ্যে সরকার বদলের পর মুকুটমণিপুরের উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্য স্তরহুল দিবস এবার মুকুটমণিপুরে পালন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মুকুটমণিপুরের উন্নয়নে ২০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। পর্যটন দপ্তরের মাধ্যমে একাধিক নতুন উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। এই কাজগুলির মধ্যে রয়েছে পরেশনাথ মন্দির থেকে জলাধারের ওপারে গোপালপুর পর্যন্ত রোপওয়ে তৈরি। ইতিমধ্যেই আরআইটিইএস বা রাইটস্-এর তিন সদস্যের এক বিশেষজ্ঞ দল সমীক্ষা করেছে। রোপওয়ে হলে জলাশয়ে নৌবিহার, নানা পাখির আনাগোনা দেখা যাবে। পরেশনাথ মন্দিরের ব্যাপক সংস্কার করে আকর্ষনীয় করা হবে। মিনি জু তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। বন পুকুরিয়া ডিয়ার পার্ক সংস্কার করে সেখানেই তৈরি করা হবে এই মিনি জু। এই মিনি জু ছাড়া বিনোদনের জন্য উন্নত পার্ক তৈরির ভাবনা রয়েছে। এছাড়া তিনটি ভিউ পয়েন্ট, পর্যটকদের জন্য আবাসন, বারঘুটু-সহ সংলগ্ন আকর্ষনীয় জায়গার রাস্তা সংস্কার, শৌচালয়, পানীয় জল এবং নিরাপত্তা-সহ বিভি উন্নয়নের কাজ হবে। মুকুটমনিপুরে পিকনিক দল ও পর্যটকদের সহায়তা বা যোগাড়ির কাজ করেন প্রতিমা হেমব্রম, আহ্লাদি মুর্মু, শচি বাউরি ও হেমন্ত বাউরি বলেন, 'মুকুটমণিপুরের উন্নয়ন জরুরি হয়ে পড়েছিল। পর্যটকের সংখ্যা কম ছিল। নতুন কিছু হলে তাদের মত এক দেড় যোগাড়ির আয় বাড়বে। এই একই বক্তব্য, নৌকোচালক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের।' নৌকা চালক তারাপদ সিং সর্দার বলেন, 'অক্টোবর দুর্গাপুজোর সময় থেকে পর্যটকরা আসেন। সরস্বতী পুজো পর্যন্ত চলে মরশুম। তখন ভালই রোজগার হয়। তখন যে রোজগার হয় তা দিয়ে দেনা মেটানো বা সংসারের জিনিষ কেনা হয়। বাকি সময়ে তাঁরা জলাধারে মাছ ধরেন। হস্তশিল্পের পসরা নিয়ে বসেন জগবন্ধু সাহু ও হরেক জিনিষ বিক্রেতা মিনতি দাস ও মামনি করের কথায়, এখানে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ২০০-২২০ জন ব্যবসা করেন। পিকনিক দল ও পর্যটক এলে কেনাবেচা হয়, বাকি সময় ফাঁকা বসে থাকেন। মুকুটমণিপুরে পর্যটকের সংখ্যা বাড়লে সবার আয় বাড়বে।

স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর মতে, পর্যটকদের কাছে মুকুটমণিপুরকে আর্কষণীয় করে তুলতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশ অনুযায়ী পর্যটন দপ্তর কাজ শুরু করেছে। পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার চেষ্টা হচ্ছে। এমনকি জমি জটে আটকে থাকা ছাতনা-মুকুটমণিপুর রেলপথের কাজ আগামী এক বছরের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ করে শুরু হয়ে যাবে। এতে মুকুটমণিপুর-সহ জঙ্গলমহলের উন্নয়ন হবে।' অন্যদিকে প্রকৃতি পর্যটন প্রসারের জেলার অন্য জায়গার সঙ্গে পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ড মুকুটমনিপুরে পলাশ উৎসব ও বৃষ্টির জল ধরো এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যাল কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় আয়োজন করে থাকে। তাদের বক্তব্য, প্রচারের আলোয় আনা হলে বর্ষায় ভরে ওঠা জলাধার ও জল ছাড়ার দৃশ্য দেখতে এবং বসন্তে লাল হয়ে ওঠা পলাশ গাছ এবং আদিবাসী সংস্কৃতি দেখতে পর্যটকদের ঢল নামতে পারে। স্থানীয় ব্যবসায়ী উত্তম কুম্ভকারের বক্তব্য প্রায় ২০টির মতো বেসরকারি হোটেল ও সরকারি কয়েকটি লজ রয়েছে। ফলে পর্যটকদের থাকার সমস্যা নেই। তাছাড়া পর্যটক আবাস তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের।

সেমিকন ইন্ডিয়ার উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

এআই-এর পরিকাঠামো ও মানবসম্পদ তৈরিতে জোর

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর: বিশ্বজুড়ে উন্নত প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার মধ্যে ভারতে সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার 'সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬'-এর উদ্বোধন করে তিনি জানান, দেশ জুড়ে প্রযুক্তি বিপ্লব এগিয়ে নিতে সেমিকন্ডাক্টর মিশনের দ্বিতীয় পর্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সরকার সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের জন্য ১ লক্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াকে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৭০,০০০ জনের বেশি শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্পন্ন হয়েছে। দেশে বা বিদেশে যে সমস্ত ভারতীয় তরুণ-তরুণী ও গবেষকরা কাজ করছেন, তাঁদের ভারতে এসে এই উন্নত প্রযুক্তি বিকাশের কর্মযজ্ঞে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'

ভারতের শিল্প সংস্কারের গতি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, মিশনটির প্রথম পর্বে যেখানে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের লক্ষ্য ছিল, দ্বিতীয় পর্বে সেই লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে প্রায় ১৩.৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে। 'রিফর্ম এক্সপ্রেস'-এর ওপর ভর করে এই ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর ফলে এখন থেকে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো দেশীয় স্টার্টআপ, ভারতীয় নকশা প্রস্তুতকারী সংস্থা এবং ওসিআই মালিকানাধীন সংস্থাগুলির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে পারবে। নীতি প্রণয়ন, অর্থায়ন কিংবা নিয়ন্ত্রক কাঠামোর দিক থেকে সবরকম সহায়তা দিতে কেন্দ্র প্রস্তুত বলে আশ্বাস দেন তিনি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, যৌগিক সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন থেকে শুরু করে সমগ্র ইকোসিস্টেমে 'সিলিকন ফোটোনিক্স'-এর সংযোজন;এআই-নির্ভর পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য। এর ভিত্তিপ্রস্তর ইতিমধ্যেই ভারতে স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খল আরও মজবুত করতে দেশ নানা সংস্কার সাধন করেছে জানিয়ে বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে ভারতের এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগানোর জোরালো আহ্বান জানান তিনি।

মোদীজির নেতৃত্বে ভারত ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে: শাহ

ভাদনগর, ১৭ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ভাদনগরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গোটা জীবনকে যদি ব্যাখ্যা করতে হয়, তবে তা কেবল দুটি শব্দেই প্রকাশ করা সম্ভব, 'ইন্ডিয়া ফার্স্ট'। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে তাঁর পৈতৃক ভিটে ভাদনগরে দাঁড়িয়ে এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভারতমাতার কল্যাণ ও বিশ্বমঞ্চে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধিতে প্রধানমন্ত্রী নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উৎসর্গ করেছেন উল্লেখ করে তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে এদিন ভাদনগর থেকে সূচনা হয় বিশেষ 'সেবা সংকল্প অভিযান' বাইক র্যালির। এ প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, এই যাত্রা নরেন্দ্র মোদীজির জন্মভূমি ভাদনগর থেকে শুরু হয়ে তাঁর কর্মভূমি বারাণসীতে পৌঁছবে। পুণ্যভূমি হাটকেশ্বর মহাদেবের প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হওয়া এই যাত্রা শেষ হবে কাশী বিশ্বনাথের চরণে গিয়ে। যাত্রার বিস্তারিত রূপরেখা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, মোট ৬০০ জন বাইকার এই অভিযানে অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে ভাদনগর থেকে ৩০০ জন এবং বারাণসী থেকে একই দিনে আরও ৩০০ জন যাত্রা শুরু করছেন। এই ৬০০ জন আরোহী দেশের ৭টি রাজ্য ও অসংখ্য গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪,০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর ২৫ বছরের সুশাসন ও জনসেবার বার্তা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেবেন। এই ২৫ বছরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অমিত শাহ উল্লেখ করেন, আজ মোদীজির জন্মদিন হলেও আগামী ৭ অক্টোবর সেই ঐতিহাসিক দিনটি পূর্ণ হতে চলেছে, যেদিন তিনি একটানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ২৫ বছর সম্পন্ন করবেন।

ময়দান

অভিষেক শর্মার ঝড়ে বিশ্বরেকর্ড

বোলারদের দাপটে বড় জয় ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক শর্মার বিধ্বংসী শতরানের পর ভারতীয় বোলারদের দাপটে আফগানিস্তানকে ১২৭ রানে হারিয়ে ৩-০ ব্যবধানে টি২০ সিরিজ জিতে নিল ভারত। সিরিজের প্রথম ২ ম্যাচের মতো তৃতীয় ম্যাচেও দাপট দেখাল ভারতীয় দল। ব্যাট হাতে বড় রান তোলার পর বল হাতেও আফগানদের কার্যত দাঁড়াতেই দিলেন না ভারতের বোলাররা। টসের পর শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন অভিষেক। সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে জুটি বেঁধে মাত্র ৬ ওভারে ভারতের স্কোর ১০০ পার করে দেন তিনি। এরপর মাত্র ৩০ বলে শতরান পূর্ণ করে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়েন অভিষেক। পূর্ণ সদস্য দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে টি২০ ক্রিকেটে এটিই দ্রুততম শতরান। শেষ পর্যন্ত ৩৪ বলে ১০৮ রান করে ফেরেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল ৯টি চার ও ১১টি ছক্কা।

অভিষেক আউট হওয়ার সময় ৯.৫ ওভারে ভারতের রান ছিল ১৪২। ফলে আড়াইশো রানের গণ্ডি পেরনোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু অভিষেকের বিদায়ের পর ভারতের রানের গতি অনেকটাই কমে যায়। তিলক বর্মা ২, শিবম দুবে ১০ এবং ঈশান কিষাণ ১০ রান করে ফেরেন। শ্রেয়স আইয়ার করেন ২৯ রান। শেষ পর্যন্ত ৭ উইকেটে ২২১ রান তোলে ভারত। সঞ্জু স্যামসন করেন ৫০ রান।

২২২ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতে আফগানিস্তান কিছুটা আগ্রাসী ছিল। প্রথম ৩ ওভারে ৩০ রানও ওঠে। কিন্তু অক্ষর প্যাটেল আক্রমণে আসতেই বদলে যায় ম্যাচের ছবি। প্রথম ওভারেই ২ রান দিয়ে ২ উইকেট তুলে নেন তিনি। গুরবাজ ১৫ এবং সাদিকুল্লা ১ রান করে ফেরেন।

এরপর নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে আফগানিস্তান। অধিনায়ক জাদরান সর্বোচ্চ ২৫ রান করেন। দলের ৭ জন ব্যাটার দুই অঙ্কের রানেই পৌঁছতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ৯৪ রানে অলআউট হয়ে যায় আফগানিস্তান।

ভারতের হয়ে নীতিশকুমার রেড্ডি ও রবি বিষ্ণোই ৩টি করে উইকেট নেন। বুমরাহ ও যশ ঠাকুর পান ১টি করে উইকেট। ব্যাটিংয়ের পর বোলিংয়েও দাপট দেখিয়ে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ শেষ করল ভারত।

নির্বাচন না হওয়ায় আপাতত 'যেমন চলছে, তেমনই' সিএবি

মনোনয়নই জমা পড়ল না, থমকে গেল সিএবি নির্বাচন, ২৪ সেপ্টেম্বর এজিএম

অনির্বাণ গাঙ্গুলি

বাংলার ক্রিকেট প্রশাসনে গত কয়েক বছরে যে ছবি দেখা যায়নি, এবার কার্যত সেই ছবিই সামনে। রাজনীতিবিদ-মুক্ত ময়দান চান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-ও। সেই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছের কথা সৌরভকে জানান ক্রীড়ামন্ত্রী। এর পরেই সিএবি নির্বাচনের ছবিতে বদল দেখা গেল। রাজ্য সরকারের কোনও বিধায়ক সিএবি নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না, এমন সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছিল। বুধবার ছিল মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। সচিব, যুগ্ম সচিব এবং অ্যাপেক্স কাউন্সিলের একটি পদে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও পদেই মনোনয়ন জমা পড়েনি। ফলে আপাতত নির্বাচন হচ্ছে না সিএবিতে। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর হবে শুধু বার্ষিক সাধারণ সভা বা এজিএম। নির্বাচন না হওয়ার বিষয়টি নিয়ে এদিন সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি সংক্ষেপে বলেন, 'কোনও মনোনয়ন জমা পড়েনি। তাই নির্বাচন হচ্ছে না।'

তবে নির্বাচন না হওয়ার ফলে সিএবির প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে একাধিক প্রশ্ন সামনে এসেছে। যুগ্ম সচিব মদন ঘোষের মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্য আশিস চক্রবর্তী ইস্তফা দিয়েছেন। অন্য দিকে, সচিব বাবলু কোলের মেয়াদও চলতি সেপ্টেম্বরে শেষ হচ্ছে। অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে যে তিনটি পদে নতুন মুখ আসার কথা ছিল, মনোনয়ন না পড়ায় আপাতত সেই প্রক্রিয়া বন্ধই থাকছে। নিয়ম অনুযায়ী, কোনও অফিস বেয়ারারের পদ শূন্য হলে ৬০ দিনের মধ্যে নতুন অফিস বেয়ারার নির্বাচন করার কথা। অ্যাপেক্স কাউন্সিলের ক্ষেত্রে এই সময়সীমা ৪৫ দিন। ফলে তিনটি পদ শূন্য অবস্থায় থাকলে সেই পরিস্থিতি কী ভাবে সামলানো হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন থাকছে। বিশেষ করে মদন ঘোষের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকা এবং আশিস চক্রবর্তীর ইস্তফার পরেও নতুন করে নির্বাচন না হওয়ায় বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নিয়ম লঙ্ঘন হবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য আপাতত কোনও নির্দিষ্ট ব্যাখ্যায় যেতে চাননি সৌরভ। তিনি বলেন, 'এজিএমই ফাইনালের সময়। নির্বাচনের জন্য এজিএমই সময় ছিল। কিন্তু কোনও মনোনয়ন জমা পড়েনি। এখন এরকমই থাকবে। পরে যদি এটা নিয়ে কোনও ইস্যু হয়, তখন দেখা যাবে। এর বাইরে এখন আর কিছু বলা সম্ভব নয়।' অর্থাৎ, ২৪ সেপ্টেম্বরের এজিএমের পর পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, সেটাই এখন দেখার। নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন অফিস বেয়ারার বেছে নেওয়ার সুযোগ আপাতত তৈরি না হলেও, এজিএমের মাধ্যমে সিএবির স্বাভাবিক বার্ষিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অবশ্য চলবে। সেই সভায় প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের ভূমিকাও তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এবারের বার্ষিক সাধারণ সভায় বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরাশিস লাহিড়ীর নতুন ভূমিকায় আসার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। সালকিয়া ফ্রেন্ডস থেকে তিনি মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। যদিও তাঁর মনোনয়ন নিয়ে একটি প্রতিবাদপত্র জমা পড়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে ড্রাফট ইলেকটোরাল রোলে তাঁর নাম রয়েছে। পরবর্তী যাচাই-বাছাইয়ে কোনও ত্রুটি ধরা না পড়লে তাঁকে এজিএমে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যেতে পারে। সৌরাশিসের ক্রিকেটজীবনও যথেষ্ট দীর্ঘ। বাংলার হয়ে ১০০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ক্রিকেটার হিসেবে দীর্ঘ সময় মাঠে থাকার পর কোচিংয়েও যুক্ত হয়েছেন। বাংলার সিনিয়র দল থেকে বয়সভিত্তিক বিভিন্ন দলের কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর কোচিংয়ে অনূর্ধ্ব-২৩ বাংলা দল ট্রফিও জিতেছে। ফলে ক্রিকেটের মাঠের অভিজ্ঞতার পর এবার প্রশাসনিক পরিসরে তাঁর নতুন ভূমিকা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সম্ভাব্য নতুন দায়িত্ব নিয়ে সৌরাশিসের বক্তব্যও স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'নতুন ভূমিকায় কিছু করার সুযোগ পেলে, সর্বস্ব দেব।' সব মিলিয়ে, নির্বাচন না হলেও ২৪ সেপ্টেম্বরের এজিএম ঘিরে সিএবির অন্দরে আগ্রহ থাকছে। এক দিকে রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব থেকে দূরে থাকার বার্তা, অন্য দিকে একাধিক প্রশাসনিক পদ নিয়ে তৈরি হওয়া শূন্যতা- দুই বিষয়ই আলোচনায়। এজিএমের পরে এই শূন্য পদগুলির ভবিষ্যৎ কী হয় এবং সিএবি কী ভাবে পরবর্তী প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়, এখন সেদিকেই নজর ক্রিকেটমহলের।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং : এসডিএসটিই-ইটিএন-বিও-এটিভিএম-২৬, তারিখ ১৬.০৯.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেল মিউজিয়ামের র নিকট নতুন ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং এসডিএসটিই-ইটিএন-বিও-এটিভিএম-২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির **বন্ধের তারিখ ০৯.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে।** বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নাম:** (ক) সিনিয়র ডিইএন/২-এর অধিকাক্ষেত্রের অধীনে স্টেশনের বুকিং কার্যালয়গুলিতে পুনর্নির্মাণ/সংস্কার ও সুবিধার উন্নয়ন। (খ) সিনিয়র ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকাক্ষেত্রের অধীনে বুকিং কার্যালয়গুলিতে পুনর্নির্মাণ/উন্নয়ন/সংস্কার সহ সুবিধার উন্নয়ন। (গ) হাওড়া ডিভিসনে এটিভিএম-এর ব্যাপক বিস্তার। (ঘ) এসওয়াইএই, টিকেপিআর ও জেএসডিজি কোচিং ডিপোতে পিএ প্রণালীর উন্নয়ন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ৩,২৪,৫৭,৯২৮.৭৭ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি** : ৬,৪৯,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **অফারের বৈধতা** : ৬০ দিন। **কাজ শেষের মেয়াদ** : ১২ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ২৫.০৯.২০২৬।
(HWH-341/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-২৭-২৬, তারিখ ১১.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-২৭-২৬, বন্ধের তারিখ/সময় ০৮.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে-র পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **অবস্থানসহ কাজের নাম :** এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে কোন্নগর ও উত্তরপাড়ার প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে লিফ্‌ট সহ ৬ মি চওড়া এফওবি-র ব্যবস্থার জন্য ২৫ কেভি ওএইচই সংশোধন কাজ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়:** ৫৩,০৩,৮০৬.৩৮ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে:** ১,০৬,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য:** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৮.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলা :** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।
(HWH-337/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE

Executive Engineer, Berhampore Division –I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Quotation No.-18 of 2026-2027 for
Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 2(Two) locations of **Saktipur** Police Station under **Murshidabad Police District** in the district of Murshidabad in connection with ensuing Bye Elections to the 70- Rejinagar Assembly Constituency under Berhampore Division-I, P.W.Dte. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 1(One) locations of **Rejinagar** Police Station under **Murshidabad Police District** in the district of Murshidabad in connection with ensuing Bye Elections to the 70- Rejinagar Assembly Constituency under Berhampore Division-I, P.W.Dte. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 3(Three) locations of **Beldanga** Police Station under **Murshidabad Police District** in the district of Murshidabad in connection with ensuing Bye Elections to the 70- Rejinagar Assembly Constituency under Berhampore Division-I, P.W.Dte. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 1(One) locations of **Berhampore** Police Station under **Murshidabad Police District** in the district of Murshidabad in connection with ensuing Bye Elections to the 70- Rejinagar Assembly Constituency under Berhampore Division-I, P.W.Dte. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 4(Four) locations of **Nowda** Police Station under **Murshidabad Police District** in the district of Murshidabad in connection with ensuing Bye Elections to the 70- Rejinagar Assembly Constituency under Berhampore Division-I, P.W.Dte. **The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I. Last date and time for receipt of application for Quotation documents is 18/09/2026 upto 01.00 PM. Last date and time of issuance of Quotation documents is 18/09/2026 upto 02.00 PM. Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope is 18/09/2026 upto 02.30 PM. Opening of financial bid on 18/09/2026 at 03.00 PM.**
Sd/- Partha Mondal
Sd/- Executive Engineer,
Berhampore Division-I P.W.D

BONGAON MUNICIPALITY

1. Estimate for Construction of S.W.M. Vehical Shade at Karmatirtha Math in ward no-05 within Bongaon Municipality.
Tender reference: WBMAD/NIeT/56/BM/2026-27/PWD
Date: 17.09.2026
Tender ID: 2026_MAD_1042455_1,
1. Bid Submission Start date **17.09.2026 at 18.00 PM.** 2. Prebid meeting date- **21.09.2026 at 14.00 PM.** 3. End date- **25.09.2026 at 18.00 PM.** 4. Bid opening date: **28.09.2026 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

NAIHATI MUNICIPALITY
1, R.B.C. ROAD, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS
NIT(E)/SEPTEBER-02/CONSERVANCY/2026-27 MEMO NO.: 1146/MC-11, DATE: 16.09.2026

Name of the work: 1. Supply of '6" Drain Brass, 9" Drain Brass, Sovel 6 no size, Sickle, Fork Spade' under Naihati Municipality. (Including all taxes and GST). 2. Supply of 'Broom Stick, Drain Brass handle, Spade under Naihati Municipality. (Including all taxes and GST). Bid submission start date & time (online) **17.09.2026 after 15:00 Hrs.** Bid opening date & time for Technical Proposals (online) **28.09.2026 after 11:00 Hrs.** Govt. tender website must be followed.
Sd/- **Executive Officer,**
Naihati Municipality

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice
The Administrator, on behalf of Birnagar Municipality, invites e-tender from bonafied and resourceful contractors for:

Sl. No.	Name of Work	NIT No	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1	STRENGTHENING OF BITUMINOUS ROAD AT WARD NO-1,2,4,5,6,7,8, 9 UNDER BIRNAGAR MUNICIPALITY. (TENDER ID 2026_MAD_1041997_1 TO 13)	WBMAD/BM/1e/2026-27, Memo. No.: 240/PWD, Dated: 09.09.2026	17.09.2026 From 18.00 hours	01.10.2026 upto 16.00 hours
2.	STRENGTHENING OF BITUMINOUS ROAD AT WARD NO-1,2,3,5,10,11, UNDER BIRNAGAR MUNICIPALITY. (TENDER ID 2026_MAD_1042069_1 TO 7)	WBMAD/BM/2e/2026-27, Memo. No.: 241/PWD, Dated: 09.09.2026	17.09.2026 From 18.00 hours	24.09.2026 upto 16.00PM

For details please visit www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org
Administrator
Birnagar Municipality

TENDER
NIQ NO. 01/Infra of 2026-27, NIQ NO. 02/Infra of 2026-27 & NIQ NO. 03/Infra of 2026-27
Office of the Secretary, Purba Medinipur Zilla Parishad, Ganapatinagar (Nimtouri), P.O.-Uttar Sonamui invites two folder system Quatation from eligible agencies for Bye- Election to 210-Nandigram A.C. 2026 related works for NIQ NO. 01/Infra of 2026-27, NIQ NO. 02/Infra of 2026-27 & NIQ NO. 03/Infra of 2026-27 in the website https://purbamedinipur.gov.in/
Date: 16-09-2026
Memo No- 26(2)/DICO/PM — **Sd/- Secretary**
Date- 17-09-2026 — **Purba Medinipur Zilla Parishad**

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY BOLPUR:BIRBHUM
CORRIGENDUM NOTICE
NOTICE INVITING e-TENDER NO: WBMAD/ULB/BM/PW/GREEN CITY MISSION/NIT-13/2026-2027
Memo No. 1538/PWD/BM/2026-27
Date 11.09.2026
Tender Id:- 2026_MAD_1041738_1 & 2026_ MAD_1041738_2
1. The intending bidders are requested to joint visit on 21.09.2026 and 22.09.2026 with respective Engineer at the worksite and must be submit a site survey report duly signed by said Engineer to the tender invited authorities for being well acquainted with the actual site condition before submission of their Quotation / Tender. If bidders fail to do so authority of municipality may in the discretion to cancel the tender.
2. A site visit is mandatory for the bidders to understand the actual site. condition and terrain requirement before submission of bid. A letter regarding site visit duly endorsed by the appropriate municipal authority to be attached with the bid.
Sd/-
Executive Officer
Bolpur Municipality

NADIA ZILLA PARISHAD
Krishnagar, Nadia
E-auction of Ramnagar Ferry Ghat (5th Call) are invited vide memo no. 2418/NZP, dated. **16.09.2026** by the under signed. The details of the scheduled are as follows:

Sl. No.	Events	Dates	Time
1	Publishing date & time	21.09.2026	04.30 PM
2	Documents submission /Payments start date & time	21.09.2026	05.00 PM
3	Documents submission/ Payments end date	27.09.2026	04:00 PM
4	Documents/Payment approval start date	28.09.2026	11:00 AM
5	Documents/Payment approval end date	30.09.2026	05:00 PM
6	Auction start date & time	01.10.2026	11:00 AM
7	Auction end date & time	01.10.2026	03:00 PM

Please see the website: www.nadiazillaparishad.in or contact to this office.
Sd/- Secretary
Memo No 153(2)/DICO/N/Advt. 26<Date- 17-09-2026 — **Nadia Zilla Parishad.**

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27 /000134, Dated : 15-09-2026
Nature of work : Supply and installation of 1.5 Ton AC for CCTV Server Room and Solar Plant Server Room of Harinalaya Zoo.
Due date of Submission : 7 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details, contact : 9163027720
ICA- T17985(1)/2026

OFFICE OF ADMINISTRATOR OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA

Memo. No. 1098/RM, Date–17.09.2026
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-3e/2026-27/SL1
Tender ID : 2026_MAD_1042451_1
Name of the work: Arrangements & Management of designated Immersion Ghats during Durga, Kali & Chhath Puja under Ranaghat Municipality. Last Date of Submission of Bid:26.09.2026.

Memo. No. 1111/RM, Date–17.09.2026
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-4e/2026-27/SL1
Tender ID : 2026_MAD_1042459_1
Name of the work: Supply of necessary materials & spare parts for Operation & Maintenance of Hand Tubewells within Ranaghat Municipality. Last Date of Submission of Bid : 26.09.2026.

Memo. No. 1112/RM, Date–17.09.2026
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-5e/2026-27/SL1 & SL2
Tender ID : 2026_MAD_1042474_1 & 2
Name of the work : Beautification of National Flag Mast base near S.D.O. Office (Ward-10) & Madan Mohan Pally (Ward-12) within Ranaghat Municipality. Last Date of Submission of Bid : 26.09.2026.
Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Ranaghat Municipality

যূকো বৈংক UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)
সল্টলেক জোনাল অফিস
বিদ্যুৎ ভবন, ডিজে ব্লক
সল্টলেক সিটি, সেক্টর-২, কলকাতা - ৭০০০৯১

দরপত্র আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
বেসু শাখায় ফেসিলিটেটিং ওয়ার্কস এবং ইয়ুথ ভাইব লাউঞ্জ স্থাপনের জন্য ইউকো ব্যাঙ্ক দরপত্র আহ্বান করেছে। বিস্তারিত তথ্য এবং সম্পূর্ণ দরপত্র নথির জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট uco.bank.in/tenders দেখুন।
তারিখ : ১৮.০৯.২০২৬ — ডিজিএম এবং জোনাল হেড
স্থান : কলকাতা — সল্টলেক জোন

KRIBHCO Cooperative and beyond... **KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LIMITED**
KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LIMITED (KRIBHCO) invites tenders from reputed firms/parties for the hiring of taxis on an as-and-when-required basis. The tender form may be obtained from the office address mentioned below and submitted after being duly filled in. The last date and time for submission of the tender forms is **5:00 PM on 1ST October, 2026. KRIBHCO** reserves the right to accept or reject any or all quotations without assigning any reason thereof to the parties.
KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LIMITED
MANI CASADONA, WEST TOWER, 11W4,
PLOT NO.-11F/04, STREET NO-372
ACTION AREA-IIF, NEW TOWN, KOLKATA-700160
MOB : 8583054044, 9830703407
Mail id: smowestbengal@kribhco.net

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NO.-1
e-N.I.T No- WBIW/EE/MDD-II/ e-NIT-12/2026-27 (SL- 01 to 09)
Due to some unavoidable circumstances the following changes have been made under this Corrigendum. **In place of : Page No.-12 of the eNIT - Additional Performance Bank Guarantee :** "Additional Performance Security" has been made mandatory which shall be obtained only from the successful L1 bidder, if the accepted bid price is below 20% of tender BOQ or below by more than 20% of the tender BOQ. This Additional Performance Security shall be equal to 10% of the tendered amount i.e. 10% of the L1 bid price. **To be read as : Page No.-12 of the eNIT – Additional Performance Bank Guarantee :** "Additional Performance Security" has been made mandatory which shall be obtained only from the successful L1 bidder, if the accepted bid price is below 20% of tender BOQ or below by more than 20% of the tender BOQ. **Additional Performance Security** as Bank Guarantee shall be obtained in specimen Form-6 from any RBI approved Indian Bank located in West Bengal only, if the L1 bid is below 20% or below by more than 20% of the amount put to tender in addition to EMD and Security Deposit. (I&WD No. 11-W/2026-27 dated 11.09.2026 may be referred in the order link of iwd.wb.gov.in) Authenticity of BG would be verified from the issuing bank. All other terms and conditions of the said Tender will remain unchanged. Sd/-Executive Engineer, Metropolitan Drainage Divn. No.II.
ICA- T17978(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

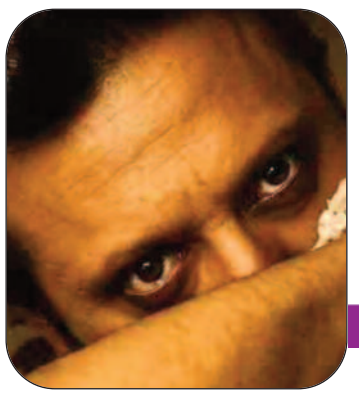

একদিন বায়োস্কোপ

নিব্বা নিব্বি

মারকাটারি অ্যাকশনে ডার্ক ঘরানার সিনেমা

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

'নিব্বা নিব্বি'কথাটা শুনলেই বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কথা উঠে আসে। প্রেমিক-প্রেমিকা দম্পতি এদের কথাই বলা হচ্ছে যারা একটু অতি নাস্তকীয় প্রেমে বিশ্বাসী এবং নিজেদের জগতের মধ্যেই বাস করে। ইয়ং জেনারেশনের কাপলদের মধ্যে অনেক সময় প্রেম, আহ্লাদী ভাব,রাগ অভিমানের খেলা এগুলো নজরে পড়ে। তখনই সমাজ সেই দম্পতি বা প্রেমিক প্রেমিকাকে মজা করে আখ্যা দেয় তনিব্বা নিব্বি' বলে। আপনারা বলবেন হঠাৎই 'নিব্বা নিব্বি'এই শব্দ দুটোর প্রসঙ্গ উঠে আসছে কেন? উঠে আসছে কারণ সম্প্রতি এই শব্দদ্বয় কে কেন্দ্র করেই পরিচালক তথাগত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তৈরি হয়েছে একটি ছবি। এই ছবিটি অর্থাৎ 'নিব্বা নিব্বি' ছবিটি ত্রত্র ৫ অ্যাপে স্ট্রিমিং হচ্ছে। দেবদাস আর পারোর চরিত্রের ছোঁয়ায় এই গল্পের নায়ক নায়িকাদের চরিত্রটি গড়ে উঠেছে তবে, এখানে শরৎচন্দ্রের কালজয়ী উপন্যাস দেবদাস এর মত সেই গম্ভীরতা নেই বরং রয়েছে হাসি, মজা আর দেদার অ্যাকশন। এখানে ছেলে আর মেয়ে দুই চরিত্রের জীবন প্রচন্ড টক্সিক।

দেবা, তার প্রভাবশালী বাবার হার্ডডিস্ক চুরি করে পালায় যে হার্ডডিস্ক কে রয়েছে তার বাবা সহ বাবার পরিচিত বেশ কিছু সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষের আপত্তিকর ভিডিও। হার্ডডিস্ক নিয়ে দেবা বাবাকে রীতিমতো শুরু করে ব্ল্যাকমেইল। বাবা নিজেকে ও তার উচ্চবিত্ত বন্ধুদের বাঁচাতে ছেলেকে মারার জন্য সুপারি দেয় । দেবা হার্ডডিস্ক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অজানা উদ্দেশ্যে। এই যাত্রায় সঙ্গী হয় তার প্রেমিকা পারো অর্থাৎ পার্বতী। সে আবার গর্ভবতী । সবশেষে কি তারা হার্ডডিস্ক চুরি করে পালাতে পারবে নাকি ধরা পড়ে যাবে সেটা জানতে গেলে অবশ্যই ছবিটি দেখে ফেলতে হবে। এই ছবিতে প্রেমিক-প্রেমিকা দুজনের জার্নিটা টেনশন, অ্যাকশন, একরাশ গালাগাল এবং টক্সিকতায় ভরপুর।দেবার চরিত্রে ঋষভ বসুকে একেবারে অন্যরকম লাগছে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি প্রতিটা নতুন গল্পের জন্য নতুন চরিত্রের ক্ষেত্রে নিজেকে নতুনভাবে প্রস্তুত করেন যেটা এই সিনেমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পারোর চরিত্রে সৌরশিনী মৈত্র বেশ সপ্রতিভ। তার উদ্ভট আচার ব্যবহার, গরমাগরম ডায়লগ এবং ঋষভ বসুর সাথে তালে তাল মিলিয়ে অ্যাকশন দর্শকদের ভালো লাগবে। অভিনেতা শংকর চক্রবর্তীর অভিনয় খুবই সুচারু এবং গভীরভাবে ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছে। শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় অন্যান্য চরিত্রগুলি সাথে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। শংকর চক্রবর্তী সহ অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়ও যথেষ্ট নজরকাড়া।

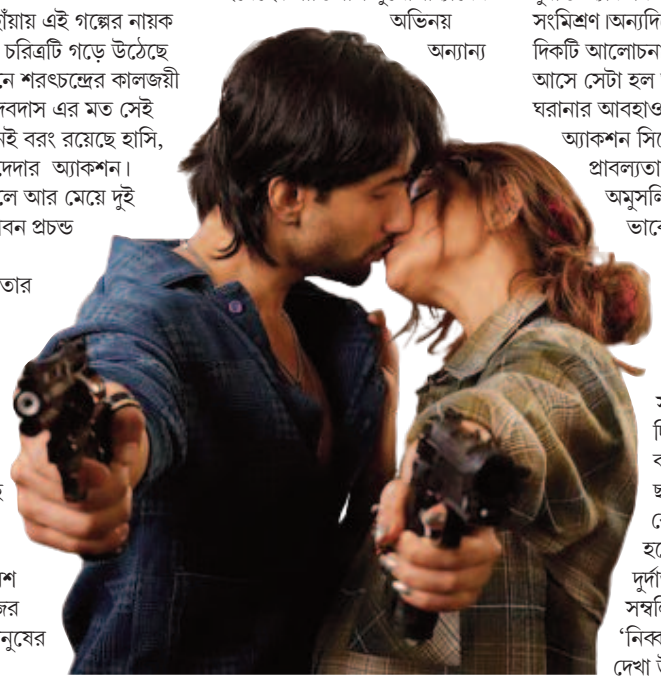

এই সিনেমায় পরিচালক তথাগত মুখোপাধ্যায় দুজন অপরিণত প্রেমিক প্রেমিকার ভালবাসা তাদের খামখেয়ালি পোনা এবং জীবনধারার ছবি তুলে ধরেছে যেই ছবিতে বেঁচে থাকতে গেলে লড়াই করে বাঁচতে হয় ।রীতিমতো একজনকে মেরে বাঁচতে হয়। এই চলচ্চিত্রটির সবথেকে উল্লেখযোগ্য দিক হলো এখানে ডার্ক সাইটগুলি কমেডি আকারে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ উপরতলার মানুষের নিচু তলার মানুষের প্রতি দুর্ব্যবহার এবং নারীদের প্রতি কু নজরের দৃষ্টিভঙ্গিটা কমেডির আকারে পরিলক্ষিত হয়েছে এই সিনেমায়।

সিনেমাটোগ্রাফি খুবই ভালো। তথাগত মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র নির্বাচন যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। তবে সংলাপে প্রচন্ড গালাগালি থাকায় সংলাপ গুলি একটু নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে।এই ছবিটির ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুটো দিকই রয়েছে। এই ছবিটির ইতিবাচক দিক হলো ডার্ক কমেডির সুন্দর উপস্থাপনা এবং দুর্দান্ত অ্যাকশন সিকোয়েন্স এর সংমিশ্রণ।অন্যদিকে নেতিবাচক দিকটি আলোচনা করলে যেটা উঠে আসে সেটা হল অতিরিক্ত ডার্ক ঘরানার আবহাওয়া তৈরিতে এবং অ্যাকশন সিকোয়েন্সগুলোর প্রাবল্যতায় গল্পের প্লট কিছুটা অমুসলিম এবং ধোঁয়াটে ভাবে বর্ণিত হয়েছে যা দর্শকদের নাও ভালো লাগতে পারে। প্রেম, ডার্ক কমেডি, অ্যাকশন, গালিগালাজ এই সমস্তকিছুর মধ্য দিয়ে ছবিটি কে তৈরি করে তুলতে গিয়ে ছবিটির বাস্তব গল্পটি কোথাও যেন ম্লান হয়ে গিয়েছে।তবে দুর্দান্ত কমেডি একশন সম্বলিত প্রেম দেখতে 'নিব্বা- নিব্বি' অবশ্যই দেখা উচিত।

আসন্ন পূজোর মরশুমে বাংলার দর্শকদের জন্য মুক্তির অপেক্ষায় 'বহুরূপী-দ্য গোল্ডেন ডাকু'

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বিক্রম প্রামানিক কে মনে আছে তো? বাংলার সেই দুর্ধষ ডাকাত বিক্রম প্রামানিক কে এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া সম্ভবও নয়। অতি সাধারণ পিছিয়ে থাকা আর্থ সামাজিক অবস্থান থেকে উঠে আসা সাদামাটা একজন মানুষ, অথচ পুলিশের খাতায় মোস্ট ওয়ান্টেড এই দুর্ধষ বিক্রম প্রামানিক। বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন পোশাকে, বিভিন্ন ছদ্মবেশে অর্থাৎ বহুরূপে এবং বুদ্ধির প্যাঁচে পুলিশকে বোকা বানিয়ে রোমহর্ষক ডাকাতি করতে ওস্তাদ পুলিশের ত্রাস এই দুর্ধষ বিক্রম প্রামানিক। সেই বিক্রম প্রামানিক আবারও ফিরে আসছে, ফিরে আসছে এই বাংলার বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে-নগরে-শহরে আগামী ১৫ই অক্টোবর ২০২৬ এ। এবারে শারদোৎসব অর্থাৎ দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় উইন্ডোজ প্রোডাকশনের ব্যানারে বড়পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে 'বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু'। ২০২৪ সালে নন্দিতা-শিবপ্রসাদ জুটির পরিচালনায় মুক্তি পেয়েছিল একটি জনপ্রিয় বাংলা ছবি 'বহুরূপী'। ছবিটি বাংলার সিনে-দর্শকদের প্রশংসা এবং ভালোবাসায় বক্স অফিসে চূড়ান্ত সাফল্য এনে দিয়েছিল এই পরিচালক জুটিকে। ঠিক সেখান থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে এই ছবির পরিচালকেরা সিদ্ধান্ত নেন আবারও একবার পুলিশের ত্রাস এই দুর্ধষ বিক্রম প্রামানিক কে বড়পর্দায় বাংলার সিনে-দর্শকদের কাছে ফিরিয়ে আনতে। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে এই ছবির আকর্ষণীয় অফিশিয়াল টিজার, যা দর্শক মহলে ব্যাপক আকর্ষণ, আগ্রহ এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। সেই একই প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ এই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তরে প্রায় ৯৬ টি লোকেশানে বহু কলাকুশলী নিয়ে এই ছবির শুটিংয়ের কাজ চলেছে। বাংলার মাটির গন্ধ মেশানো চিরাচরিত লোকসংস্কৃতি-যেমন বহুরূপী লোকশিল্পের মানুষজন এবং গম্ভীরা লোকশিল্পের মুখোশ এবং গান সহযোগে, ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন এবং পুলিশ-ডাকুর উত্তেজনাময় সংঘাতের মিশেলে দর্শকদের জন্য নতুন করে গল্প লিখেছেন পরিচালক নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই ছবির জন্য শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত সংলাপে উঠে এসেছে বাংলার হালফিলের রাজনীতির সঙ্গে অপরাধ যোগের সামঞ্জস্য রাখা কিছু বিশেষ সংলাপ- 'আমাদের এই জেলে না, অপরাধীদের জন্য থাকবার কোনো জায়গা নাই। এক নম্বর সেলে শিক্ষামন্ত্রী, দু'নম্বর সেলে সেচমন্ত্রী, তিন নম্বর সেলে রেশনমন্ত্রী। এদের সঙ্গে থাকা যায় বলুন তো? সাতাশটা ব্যাংক ডাকাতি করেছি আমি, আমার একটা ইজ্জত নাই?'। এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে,পুড়ে যাওয়া দুটি হাত নিয়ে দুর্ধষ ডাকাত বিক্রম প্রামাণিকের রূপে টিজারে আত্মপ্রকাশের পরেই বাংলার দর্শকদের নতুন করে মন জিতে নিয়েছেন পরিচালক-অভিনেতা শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এক ঝাঁক সহ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে আছেন কৌশানী মুখোপাধ্যায়, সোহিনী সরকার,যীশু সেনগুপ্ত, রজতাভ দত্ত,চন্দন সেন,শান্তিলাল মুখার্জী,ভরত কল,অম্বরীশ ভট্টাচার্য, অনুজয় চ্যাটার্জী,প্রদীপ ভট্টাচার্য, শ্রীদীপ মুখোপাধ্যায়, অপূর্ব বর, তিতিক্ষা দাস, কনীনিকা ব্যানার্জি, সংঘশ্রী সিনহা মিত্র, রজত গাঙ্গুলী, অভিজিৎ গুহ, সঞ্জীব সরকার, সুমন ব্যানার্জি, সন্দীপ ভট্টাচার্য, রাজু ধর প্রমুখ। ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন নন্দিতা রায়। ছবির জন্য সংগীত করেছেন বনি চক্রবর্তী, অনুপম রায়, অর্ণব দত্ত, শিলাজিৎ মজুমদার এবং ননীচোরা দাস বাউল। 'বহুরূপী' খ্যাত সেই ননীচোরা দাস বাউলের লেখায়, ননীচোরা দাস বাউল ও বনি চক্রবর্তীর সুরারোপিত এবং ননীচোরা দাস বাউল, বনি চক্রবর্তী, অর্পিতা চক্রবর্তীর কণ্ঠে- 'ফুল ফুটেছে বাগান জুড়ে তুলসী তলাতে, তোমায় দেখে মন হারালাম সাঁঝের বেলাতে' গানটি প্রথম প্রকাশের পর থেকেই শ্রোতাবন্ধুদের মন জয় করে নিয়েছে। এই ছবির ডি ও পির দায়িত্বে আছেন অনিমেষ ঘোড়ুই, আবহ করেছেন বনি চক্রবর্তী। ছবিটির এডিটিং করেছেন মলয় লাহা। এখন দেখা যাক পুজোর মরশুমে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির সঙ্গে টেক্কা দিয়ে নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালনায়, উইন্ডোজের 'বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু' বক্স অফিসে ঠিক কতখানি সাফল্য এনে দেয়।

ট্রাম্পকন্যার সঙ্গে মুন্নাভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা হয়েও মারাঠি বলতে পারেন না; সম্প্রতি মুম্বইয়ের এক অনুষ্ঠানে এমনই অকপট স্বীকারোক্তি করে চর্চায় সঞ্জয় দত্ত। মহারাষ্ট্রের পরিবহণমন্ত্রী প্রতাপ সরনাইকের সঙ্গে একই মঞ্চে দেখা যায় 'মুন্নাভাই'কে। সেই আবহেই অভিনেতার আরও একটি ছবি-ভিডিও এখন সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। যেখানে তাঁকে দেখা গিয়েছে একাধিক হাইপ্রোফাইল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে।

তবে সকলের নজর কেড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়ে টিফানি ট্রাম্প। বিশেষ মুহূর্তের ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে সঞ্জয় লেখেন, সুন্দরী টিফানির সঙ্গে দেখা হওয়া তাঁর কাছে দারুণ অভিজ্ঞতা। পাশাপাশি মাইকেল বুলোস, মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর এবং রাজেশ্বরী সিংয়ের সঙ্গেও দেখা হওয়ার কথা উল্লেখ করেন অভিনেতা। শীঘ্রই ফের দেখা হওয়ার আশাও প্রকাশ করেছেন তিনি।

গণেশ পুজোর আবহে সঞ্জয়ের সাজেও ছিল একেবারে দেশি ছোঁয়া। সাদা কুর্তা-পায়জামার সঙ্গে গলায় হলুদ উত্তরীয়। টিফানিও এদিন নজর কেড়েছেন ভারতীয় পোশাকে। লেহেঙ্গার সঙ্গে মানানসই গয়নায় সেজেছিলেন তিনি। মাইকেল বুলোসের পরনে ছিল গেরুয়া শেরওয়ানি। অন্য দিকে, স্যুট-বুটে দেখা যায় সার্জিও গোরকে। রাজেশ্বরী সিংয়ের গলাতেও ছিল হলুদ উত্তরীয়।

কোন অনুষ্ঠানে তাঁদের এই সাক্ষাৎ, সে বিষয়ে অবশ্য বিস্তারিত জানাননি সঞ্জয়। ছবিটি কোনও বিলাসবহুল হোটেল বা অনুষ্ঠানস্থলের অন্দরমহলের বলে অনুমান করা হচ্ছে। এরই মধ্যে সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর প্রযোজক তথা চলচ্চিত্রজগতের ব্যক্তিত্ব নাদিম খানের সঙ্গে দেখা করেন সঞ্জয়। একসঙ্গে গণপতি বাপ্পার দর্শনও করেন তাঁরা।

ঐতিহ্যবাহী সাজে দুই তারকার সেই মুহূর্তও সমাজমাধ্যমে নজর কেড়েছে।

রণবালিতে বিজয়ের রুদ্রমূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়, রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহ এবং প্রতিশোধের আগুন;এই তিনের মিশেলে তৈরি হতে চলেছে বিজয় দেবেরাকোন্ডার নতুন ছবি 'রণবালি'। প্রকাশ্যে এসেছে ছবির টিজার। শুরুতেই উঠে এসেছে ব্রিটিশ শাসনকালে প্রাণ হারানো ৮০ লক্ষ ভারতীয়কে স্মরণ করে একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য। এই সংখ্যা ১৮৭৬ থেকে ১৮৭৮ সালের মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষে মৃত ভারতীয়দের সঙ্গে সম্পর্কিত।

টিজারে বিজয়কে দেখা গিয়েছে এক ভয়ংকর, আপসহীন বিদ্রোহীর চরিত্রে। শুধু অতীতের অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়া নয়, ভবিষ্যতে যাতে এমন বিপর্যয় আর না ঘটে, সেই লড়াইয়েও সামিল তাঁর চরিত্র। সমাজমাধ্যমে ছবি প্রসঙ্গে বিজয় লিখেছেন, অতিথি হিসেবে এসে যারা শাসকে পরিণত হয়েছিল এবং গ্রামের মানুষের রক্ত ঝরিয়েছিল, তাঁদের বিরুদ্ধেই এই লড়াই।

পরিচালক রাহুল সাংকৃত্যায়ন ইতিহাসের এক 'চাপা পড়ে থাকা গল্প'কে সামনে এনেছেন। নির্মাতাদের কথায়, নাম মুছে দেওয়া গেলেও অপরাধের ইতিহাস চাপা দেওয়া যায়নি। লোককথা, মৌখিক ইতিহাস এবং নথিভুক্ত ঘটনার সঙ্গে কল্পনার মিশেলেই তৈরি হয়েছে ছবির জগত। ফলে বিজয়ের চরিত্রকে অনেকটাই অতিমানবীয় রূপে দেখা যেতে পারে।

'কিংডম'-এর পর ফের এক বৃহৎ পরিসরের চরিত্রে বিজয়। তবে এবার তাঁর লুক আরও হিংস্র এবং আগ্রাসী। প্রথমবার রায়লসীমা উপভাষায় সংলাপ বলতে দেখা যাবে তাঁকে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই, আত্মত্যাগ এবং প্রতিশোধই ছবির মূল সুর। অ্যাকশনেও থাকছে বড় চমক। ইয়ানিক বেন, অ্যান্ডি লং নগুয়েন এবং রবিন সুব্বুর মতো অ্যাকশন কোরিওগ্রাফাররা একাধিক বড় অ্যাকশন দৃশ্য তৈরি করেছেন।

টিজারে রশ্মিকা মান্দানাকে মাত্র একটি ঝলকে দেখা গেলেও ব্রিটিশ অফিসারের চরিত্রে আর্নল্ড ভস্সুর উপস্থিতি নজর কেড়েছে। তাঁর নির্মম খলনায়ক চরিত্রই বিজয়ের প্রতিরোধকে আরও তীব্র করে তুলেছে। অজয়-অতুলের আবহসঙ্গীতও ছবির অন্ধকার ও তীব্র আবহকে আরও বাড়িয়েছে।

প্যান-ইন্ডিয়া এই ছবি মুক্তি পাওয়ার কথা ১৬ অক্টোবর। প্রচারে ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে 'Never Forget' এবং 'Savage's Oath'এর মতো বার্তা। ফলে টিজারের ইঙ্গিত বলছে, 'রণবালি' হতে চলেছে বিজয়ের কেরিয়ারের অন্যতম হিংস্র ও তীব্র চরিত্র।